বৈদিক সাহিত্য সংকলন

প্রথম খণ্ড

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

এম্, এ, ডি, ফিল্, সাংখ্যতীর্থ

প্রধান অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমান

শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

শ্রীমৎ অনির্বাণ

পূজ্যচরণেভ্যঃ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় যে অঞ্চল নিয়া গঠিত তাহা বহুদিন যাবৎ সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার একটি পীঠস্থান। এ অঞ্চল হইতে সংস্কৃতের আদর এখনও লুপ্ত হয় নাই। বাংলা দেশে সংস্কৃতের আদর যাহাতে প্রসার লাভ করে নবগঠিত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সে চেষ্টা করিতেছে। সেই উদ্দেশ্য নিয়া বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নব স্থাপিত "সংস্কৃত প্রসার গ্রন্থমালা"র প্রথম অবদান 'বৈদিক সাহিত্য সংকলন' (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হইল। ভবিষ্যতে এরকম আরও গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইবে।

ভাগ্যকুলের সুপ্রসিদ্ধ দানবীর কুমার প্রমথনাথ রায় সংস্কৃত অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার দানে প্রতিষ্ঠিত কুমার প্রমথনাথ রায় পাব্‌লিক্ চ্যারিটেব্‌ল ট্রাষ্টের ট্রাষ্টীগণ উপরোক্ত গ্রন্থমালা প্রকাশে সাহায্যের জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে ৫০০০৲ (পাঁচ হাজার) টাকা দান করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, ডি, ফিল মহাশয় বাংলা অনুবাদ সমেত এ গ্রন্থখানি সংকলন করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইহার জন্য তিনি কোন পারিশ্রমিক নেন নাই। তিনি এ মূল্যবান গ্রন্থখানি সংকলন করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আশা করি এ গ্রন্থখানির বহুল প্রচার হইবে। এ কথা বলা বাহুল্য যে বাংলা ভাষায় এ রকম একখানি গ্রন্থের খুব প্রয়োজন ছিল।

শ্রীব্রজকান্ত গুহ
উপাচার্য
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

ভূমিকা

মীমাংসক বলেন, মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ এই নিয়ে বেদ। সংহিতা মন্ত্রময়, ব্রাহ্মণে আছে তার দ্বারা সঙ্কেতিত সাধনার কথা আর মন্ত্রার্থ ভাবনার রহস্যময় বিবৃতি। আরণ্যক এবং উপনিষদ এই ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত; কেবল ঈশোপনিষৎখানা পড়েছে শুক্ল যজুর্বেদের শেষাংশে কর্ম আর জ্ঞানের মাঝে সেতুর মত। মন্ত্র ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষৎ এই নিয়ে বৈদিক সাহিত্যের যে ভাগ, তা শ্রুতি। আর বেদাঙ্গ সূত্র এবং ইতিহাস পুরাণ নিয়ে যে ভাগ, তা স্মৃতি। স্মৃতি শ্রুতির আশ্রিত। বেদমন্ত্র ঋক্ সাম যজুঃ এবং অথর্ব এই চারিটি সংহিতায় সংকলিত হয়েছে। প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে যুক্ত আছে তার ব্রাহ্মণ ভাগ। বর্তমান সঙ্কলন এই শ্রুতির।

সংহিতা বেদের আদি আর উপনিষদ তার অন্ত, উপনিষদের ভাবনা সংহিতার ভাবনার প্রতিবাদ—আধুনিকদের এই দিগভ্রষ্ট উপস্থাপনা অপ্রমাণ এবং অশ্রদ্ধেয়। সংহিতায় যা রূপময়, অধ্যাত্ম মননের অবিচ্ছিন্ন ধারায় বাহিত হয়ে উপনিষদে তা ভাবসিদ্ধ, সমগ্র বেদার্থে একটি অখণ্ড মহাসত্যের ব্যঞ্জনা, এই দৃষ্টিই সমীচীন। এই বেদার্থই শতধার ভারত-সংস্কৃতির অক্ষীয়মাণ উৎস। কোন্ সুদূর অতীতে রাজা সুদাসের যজ্ঞ-ভূমিতে দাঁড়িয়ে দ্যুলোকে-ভূলোকে পরিব্যাপ্ত ইন্দ্রের অপরাজিতা শৌর্যশ্রীর বন্দনাগানে মুখর হয়ে ঋষি বিশ্বামিত্র উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন 'বিশ্বামিত্রস্য ব্রহ্মেদং রক্ষতি ভারতং জনম্,'—আমি বিশ্বামিত্র, আমারই বৃহৎ ভাবনার চিদ্বীর্য রক্ষা করছে ভারতজনকে। তাঁর সেই সুপ্রাচীন ব্রহ্মঘোষ এক কান্তোজ্জ্বল ভবিষ্য দিব্যদর্শনেরই মহাব্যাহৃতি, উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যাকে সার্থক করার দায়কে আজ বহন করছি।

সমগ্র বেদসংহিতায় বলতে গেলে কেবল দেবতার কথা। যিনি বলছেন তিনি ঋষি, অর্থাৎ সত্যের পথে অভিযাত্রী তিনি, আঁধারকে বিদীর্ণ করে চলছেন অগ্র্যাবুদ্ধির শাণিত ফলকে। চলিত কথায়, তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা।

যাস্ক বলেন, তিনি 'সাক্ষাৎকৃতধর্মা'—সত্যের যে শাশ্বতবিধান বিশ্বের ধারক, প্রজ্ঞাচক্ষু দিয়ে তাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। বেদের ভাষায় 'ঋষির্বিপ্রঃ কাব্যেন'—তিনিই ঋষি, অলখের আকূতিতে হৃদয় যাঁর টলমল। এই আকূতি আছে বলেই তিনি কবি। আবার বেদে দেখি, যিনি পরম দেবতা তিনিও কবি, এই বিশ্ব তাঁর অজর অমর কাব্য। দেবতার আকূতি প্রকাশের, ঋষির আকূতি উপলব্ধির। অলখের হৃদয় হতে আলোর ধারা ঝরে পড়ছে, তার ছোঁয়ায় ঋষির হৃদয় দল মেলছে। দুটি কবির হৃদয়ে এই যে ছন্দদোলার বিনিময়, বেদমন্ত্র তার বাণীরূপ।

আমরা শুনে এসেছি, বেদমন্ত্রে কেবল কামনার উদ্‌গার। একদিক দিয়ে কথাটা যেমন অংশত সত্য, আরেকদিক দিয়ে তেমনি ভয়ঙ্কর মিথ্যা। অলখের কবি যিনি তাঁর আকূতিতে ফোটে কামনার দিব্যরূপ। সে কামনায় বিশ্বপ্রাণের সেই আদিম আকূতি: আমি জড়ত্বের বাধা ভাঙব: আমি বৃহৎ হব। এই আকূতিতে আত্মচেতনার যে বিস্ফারণ, বেদের ঋষি তাকে বলেছেন ব্রহ্ম বা বৃহতের ভাবনা। তার লক্ষ্য 'স্বর্', যার অর্থ পরম জ্যোতি বা পরাবাণী দুইই হতে পারে। দুয়ের অধিষ্ঠান হল দার্শনিকের ভাষায় আকাশের আনন্ত্য, ঋষির ভাষায়—পরম ব্যোম। ওই অন্তহীন বৈপুল্যের মধ্যে অবগাহনেই তৃষ্ণার্ত জীবনের পরম তৃপ্তি। প্রাণস্ফুরণের যে দুটি বাধা জরা আর মৃত্যু, ওইখানে তারা পরাভূত। দেবতারা ওইখানে আছেন, তাঁরা অজর, তাঁরা অমৃত। তাঁদের সঙ্গে হৃদয়ের যে সাজুয্য, সে-ই আমাদের কাম্য। বেদমন্ত্রে এই কামনাই ছন্দিত হয়েছে।

দেবতারা দ্যুলোকে বা আকাশে—ওই তাঁদের নিত্যধাম। সে আকাশ 'উরুরনিবাধঃ', সব ছাওয়া এক চিন্ময় মহাবৈপুল্য, যার মধ্যে স্বচ্ছন্দ বিচরণের কোন বাধা নাই। সেইখানে দেবতারা 'স্বধয়া মদন্তি' আত্মস্থিতির নিরঙ্কুশ আনন্দে টলমল। আবার তাঁরা আছেন অন্তরিক্ষেও। আকাশ দ্যুলোক বা আলোর রাজ্য, আকাশ চিন্ময়। অন্তরিক্ষ বায়ুর রাজ্য, অন্তরিক্ষ প্রাণময়। তার নীচে এই পৃথিবী, সে অন্নময় বা জড়, কিন্তু অগ্নিবাসা এবং অগ্নিগর্ভা, দেবতারা সেখানেও আছেন, আকাশ বাতাস পৃথিবীর সব দেবময় বা চিন্ময়।

শুধু তাই নয়। দ্যুলোক অন্তরিক্ষ আর পৃথিবী সবই যে দেবতা। সংহিতায় পাই 'একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্'—সেই একই যে বিচিত্ররূপে হয়েছেন এই সবকিছু। উপনিষদে দেখি 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' সবই এই যা কিছু সবই এক বৃহৎ চৈতন্যমাত্র। যা বাইরে তাই অন্তরে। বাইরে যে আকাশ তা-ই আবার 'এষ অন্তর্হৃদয়ে' এই যে আমার মধ্যে আমার হৃদয়ে। যা দৃষ্টিতে, তাই আবার চেতনায়। প্রত্যক্ষ অনুভব করছি এই-যে বায়ু, সে তো বৃহতেরই নিঃশ্বসিত। এই যে পৃথিবী, এতো শুধু মাটি নয়, এযে 'হিরণ্যবক্ষা.........অদিতিঃ পরমে ব্যোমন্'—এযে পরম ব্যোমের অখণ্ডিতা অবন্ধনা চেতনা, মেলে রয়েছে তার সোনার বুকখানি।

এমনি করে সংহিতার দেববাদ আর উপনিষদের ব্রহ্মবাদ এক অখণ্ড অদ্বয় চিন্ময় প্রত্যক্ষেরই দুটি ভঙ্গিমাত্র। এই চিন্ময় প্রত্যক্ষবাদই বেদমন্ত্রের মর্মরহস্য। অধিদৈবতদৃষ্টিতে বাইরে যাঁকে দেখছি বিশ্বরূপে তাঁকেই আবার অনুভব করছি অন্তশ্চেতনায়। পৃথিবীর বুকে অগ্নিরূপে জ্বলছেন যিনি, তিনিই আমার অন্তরে অভীপ্সার শিখা; অন্তরিক্ষে যিনি বায়ু, অন্তরে তিনিই প্রাণ। বাইরে যিনি আদিত্য, অন্তরে তিনিই অধ্যক্ষ জ্যোতীরূপ পুরুষ। বাইরে যা দেখছি তার মধ্যে যদি দেবতাকে বা আত্মাকে না দেখি, তাহলে সে দর্শন অচিত্তি বা অবিদ্যার বিভ্রম মাত্র।

বেদবাণীর প্রবক্তা 'ঋষি'। তাঁর তাত্ত্বিক দৃষ্টি অধিদৈবত (spiritual), অথচ তাঁর বাগভঙ্গি আশ্রয় করেছে অধিভূত (phenomenal) দৃষ্টিকে। চিন্ময় প্রত্যক্ষবাদই যদি বেদবাদের মূলকথা হয়, তাহলে এতে অসঙ্গতি বা ন্যূনতার কিছুই নাই—কেননা দেবতাকে প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা অধ্যাত্ম উপলব্ধির শেষ কথা। কিন্তু গোল বেধেছে এইখানেই। ঋষির অধিদৈবত দৃষ্টির অধিভূত বিবৃতিকে প্রাকৃতবুদ্ধি জড়প্রত্যক্ষের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলতে পারে। এ দেশে দেববাদের প্রতি যাঁরা অপ্রসন্ন, তাঁদেরও কিন্তু এ মতিভ্রম হয়নি। হয়েছে আধুনিক কালে, পাশ্চাত্য গবেষকদের কল্যাণে। এঁদের অধিভূত দৃষ্টি বেদমীমাংসার একটা নূতন পূর্বপক্ষ উপস্থাপিত করেছে। তার প্রভাবে এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের সমাজে বেদবাণী 'দুর্ব্যাখ্যাবিষমূর্ছিতা'। মনে হয়, প্রাচীন অধিদৈবত দৃষ্টিকে অধ্যাত্মদৃষ্টির দ্বারা আপূরিত করে সে পূর্বপক্ষের জবাব দেবার সময় আজ এসেছে।

ঋষি দেখছেন কবির দৃষ্টিতে। বেদের ভাষা—ছন্দোময় ছবির ভাষা। অনেক অর্থের ব্যঞ্জনায় তা ব্যাপক এবং গভীর। ঋষিকে ঘিরে শব্দস্পর্শ-রূপের মেলা। কিন্তু এক অলখের প্রভাসকে বহন ক'রে প্রতিমুহূর্তে তাঁর অনুভবে তারা প্রতীকী হয়ে উঠছে। অর্ধচ্ছন্ন রহস্যের ইঙ্গিতে প্রতীক হৃদয়কে উদ্বেল করে তোলে, সত্তার গভীরে সঞ্চারিত করে না-পাওয়াকে পাওয়ার এক জ্বালাময় অভীপ্সা। বেদমন্ত্র এই অভীপ্সার বাহন। মীমাংসক যদি বলে থাকেন 'চোদনা' অর্থাৎ ক্রিয়া বা সাধনার প্রতি প্রেরণা দেওয়াই বেদপ্রতিপাদিত ধর্মের তাৎপর্য, তাহলে তিনি ভুল বলেন নি। বেদমন্ত্রের বীর্য এই প্রচোদনাতে, তার এই সাবিত্রী শক্তিতে।

এক কথায় বলতে গেলে গভীর দর্শনকে ছবির ভাষায় রূপ দিয়ে অন্তরের আকূতিকে লেলিহান করে তোলা—এই হল বেদমন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। সে বৈশিষ্ট্য এখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরং অধ্যাত্ম সাধনাকে প্রত্যক্ষাবগম ও বিশ্বজনীন করবার জন্য বেদের সাধনাকে ভারতবর্ষের আজ বিশেষ প্রয়োজন।

জাতীয় পুনরভ্যুদয়ের শুভলগ্নে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সানুবাদ বৈদিক সাহিত্য সঙ্কলনখানি প্রকাশিত করে আমাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর অনুবাদ স্বচ্ছ এবং যথাসম্ভব মূলের অনুগত। অনুবাদ গদ্যে হলেও মূলের শব্দানুপূর্বীকে অনুসরণ করার ফলে তার মধ্যে গদ্যকবিতার একটি অনুরণন পাওয়া যায় যজুর্মন্ত্রের মত—এইখানেই অনুবাদকের কৃতিত্ব।

বেদমাতা তাঁর এই প্রয়াসকে জয়যুক্ত করুন্।

হৈমবতী
শ্রীপঞ্চমী, ১৮৮৬ শকাব্দ

অনির্বাণ

নিবেদন

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে কর্মরত থাকাকালে শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী উৎসাহিত করেছিলেন সমগ্র ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচারে ও প্রসারে অপরিসীম কর্মোদ্যম অক্লান্তকর্মা শাস্ত্রীমহাশয়ের। তার কিছু ছোঁয়াচ আমার মধ্যে সঞ্চারিত হ'লেও তাঁর মত অফুরন্ত কর্মশক্তির অধিকারী আমি নই, তাই ঋগ্বেদের অনুবাদের কাজ তাঁর আশা মত সম্পূর্ণ করে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি, যদিও কিছুটা অগ্রসর হয়েছিলাম এ কাজে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর সংস্কৃতে একান্ত অনুরাগী ও শ্রদ্ধাশীল মাননীয় উপাচার্য শ্রীব্রজকান্ত গুহ মহাশয় একখানি বৈদিক সাহিত্য সংকলন প্রকাশের জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। সংস্কৃত সাহিত্য প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থানুকূল্য করতে এগিয়ে আসেন কুমার প্রমথনাথ রায় পাব্‌লিক চ্যারিটেব্‌ল্ ট্রাষ্টের কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসের বহু-অপেক্ষিত স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক প্রকাশন-যন্ত্রও এসে পড়াতে মুদ্রণের কাজটি ত্বরান্বিত করার তাগিদ এসে পড়ে। প্রেস কর্মীগণ তাঁদের প্রথম প্রকাশন হিসাবে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বৈদিক সাহিত্য সংকলনটি মুদ্রণে তৎপর হ'য়ে ওঠেন এবং সকলের সমবেত উৎসাহ আমাকেও সচেষ্ট করে তোলে এই সংকলন ও তার বঙ্গানুবাদ সত্বর সম্পূর্ণ করতে।

বৈদিক সাহিত্যের সুবিশাল ভাণ্ডার থেকে কোনো সংক্ষিপ্ত সংকলন করতে যাওয়া এক দুরূহ সমস্যা। নির্বাচনের এমন কোনো অভ্রান্ত মাপকাঠি নেই যাতে কোন্‌টিকে বাদ দিয়ে কোন্‌টিকে রাখা যায় তার নির্বিরোধ মীমাংসা হ'তে পারে। বেদের প্রতিটি সূক্তই স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল, তাই তাদের মধ্যে মূল্যমানেরও কোনো তারতম্য সম্ভব নয়। তাই আমাদের এই সংকলনে প্রধানতঃ মুখ্য বৈদিক দেবতাদের পরিচয় যাতে সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই ইতস্ততঃ সূক্ত ও মন্ত্র নির্বাচন করতে হয়েছে।

এ ছাড়া বহু-ব্যবহারের প্রসিদ্ধির দিকেও দৃষ্টি দিয়ে কিছু মন্ত্র সংকলিত হয়েছে। আমাদের সন্ধ্যা-বন্দন, দেবপূজা, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি নানা ক্রিয়াকর্মে যে সব বৈদিক মন্ত্র সর্বদা প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে আমরা তার তাৎপর্য সম্বন্ধে সচেতন হইনা। তাই সে-সব মন্ত্রগুলির গভীর ভাবব্যঞ্জনার দিকে আমাদের শিক্ষিত সমাজ যাতে আকৃষ্ট হ'ন তারই জন্য আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বেদবাণীর মধ্য দিয়ে ভারত-আত্মার আদি অকুণ্ঠিত প্রকাশ। সে-বাণী শান্তি, সমৃদ্ধি, আনন্দ ও অভয়ের। পুরুষের বুদ্ধিতে যে কুণ্ঠাকার্পণ্য, স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গীর অনিবার্য সংকীর্ণতা তা থেকে মুক্ত বলেই এ বাণী অপৌরুষেয়। ঋষির স্বচ্ছ হৃদয়ে প্রতিভাত বলেই এর নাম শ্রুতি, এ কারও কৃতি নয়, চিন্তাপ্রসূত রচনা নয়। পরবর্তী যুগে নানা বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বেদবাণীকে বুঝবার প্রয়াসের ফলে জন্ম নিয়েছে নানা দর্শন-প্রস্থান, কিন্তু তার মর্ম উপলব্ধি করতে হ'লে হৃদয় দিয়েই করতে হয়। বুদ্ধির স্থান যেমন মূর্ধায়, বোধির স্থান তেমনি হৃদয়ে। সেই হৃদয়কে জাগাবার জন্য মন্ত্রের বিনিয়োগ করা হ'য়েছে যজ্ঞকর্মে। যজুর্বেদে তা'র বিশদ পরিচয় পাই আমরা। যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের ফলে জীবন সামঝঙ্কারে সুর-সুষমায় ভরে ওঠে। ঋগ্বেদে যা ছিল শুধু ছন্দোবদ্ধ তখন তা হ'য়ে ওঠে গীতি-লাবণ্যে সুষমিত। তাই ঋষি বলেছেন বাকের সার ঋক্, ঋকের সার সাম এবং শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবানের উক্তিঃ 'বেদানাং সামবেদোঽস্মি'। এই সামে সুপ্রতিষ্ঠ হ'লেই ব্রহ্মবোধ বা ব্যাপ্ত চেতনার উপলব্ধি গাঢ় হ'য়ে ওঠে। তাই চতুর্থবেদটি ব্রহ্মবেদ নামে পরিচিত। আমরা অথর্ববেদকে অবান্তর বা ত্রয়ীর বহির্ভূত বলে মনে করে এসেছি কিন্তু আসলে এই বেদের মধ্যেই ত্রয়ীর পূর্ণতা। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য পৈপ্পলাদ সংহিতা আবিষ্কার করার ফলে প্রমাণিত হ'তে চলেছে যে বেদান্ত প্রস্থানের মূল 'ব্রহ্মসূত্র'ও এই অথর্ববেদকে ভিত্তি করেই রচিত। সেইজন্যই অথর্ববেদের পুরোহিত যিনি ব্রহ্মা নামে পরিচিত তিনিই যজ্ঞের সর্বাধ্যক্ষ অর্থাৎ হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা কারুর কোনো ত্রুটি হ'লে তা'র পূর্ণতা তিনিই সম্পাদন করে থাকেন। অথর্ববেদে আধির সঙ্গে ব্যাধিরও নিরাময়ের ব্যবস্থা, ভুক্তির সঙ্গে মুক্তির সমন্বয় ঘটেছে। পরবর্তী কালে

বেদের স্থান গ্রহণ করেছে যে আগম বা তন্ত্র জন-জীবন-নিয়ন্ত্রণে, তার মধ্যেও এই মহাসমন্বয়ের বাণী। বেদ-চতুষ্টয় তাই একই সূত্রে গ্রথিত।

দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের কথা আমরা জীবনের এই পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছি। আবার তাকে ফিরে পাবার জন্য আমরা সচেষ্ট হ'ব নব-ভারতে এ আশা দুরাশা নয়। বেদকে আমরা বিস্মৃত হ'য়েছিলাম। তা'র পরিচয় আমাদের নিতে হ'য়েছে এতদিন বিদেশীর চোখ দিয়ে। অভূতপূর্ব পরিশ্রম সহকারে আত্মনিয়োগের ফলে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন ক'রেছেন। কিন্তু বিদেশী বলেই তাঁদের পক্ষে এর প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করা বা মর্মবাণীটি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। যেমন সম্প্রদায়-বিচ্ছেদের ফলে সুদীর্ঘকাল ব্যবধানের পর বেদব্যাখ্যা করতে এসে সায়ণের পক্ষেও তার গভীর তাৎপর্যটি সর্বত্র সুপরিস্ফুট করা সম্ভব হয়নি। তবে নিঃসন্দেহে বেদের তাৎপর্য নির্ণয়ের প্রয়াসে সায়ণই পথিকৃৎ এবং আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে সে-প্রয়াসকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তবু বেদের রহস্য-ভাণ্ডার চাবিকাঠিটি যেন অনাবিষ্কৃতই রয়ে গিয়েছে, তাই বহুস্থলে তার অর্থ এখনো আমাদের অগোচরে, অস্পষ্টতার কুহেলীতে ঢাকা।

বেদের এই রহস্য-সংকেতের উদ্ঘাটনে এ যুগে প্রথম প্রয়াসী হ'ন পূজ্যপাদ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী। কৈশোরে তাঁর 'বেদ ও বিজ্ঞান' শীর্ষক নানা নিবন্ধ পড়ে প্রথম সচেতন হই বেদের নিগূঢ় মর্মবাণী সম্বন্ধে। তারপর পূজনীয় আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের পদপ্রান্তে বসে চিনতে শিখি বেদের যথার্থ স্বরূপ। সে-চেনার পরিপূর্তি ঘটেছে অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ অনির্বাণের সান্নিধ্যে এসে। তাঁর 'বেদ-মীমাংসা' গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হ'লে বেদমাতা আবার নিঃসন্দেহে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিতা হ'বেন।

বেদের দিকে সকলে পুনরায় আকৃষ্ট হ'বেন এবং এর অনুশীলনে যত্নবান্ হ'বেন—এই আশা নিয়েই আমাদের বেদসংকলন। 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্'—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই নিয়েই বেদের সম্পূর্ণতা। এই সংকলনটি সেজন্য পূর্ণাঙ্গ নয়, কারণ এ খণ্ডে মাত্র মন্ত্র বা সংহিতা অংশেরই

সামান্য পরিচয় পাঠক লাভ করবেন, তবে কৃষ্ণযজুর্বেদের সংহিতাংশের মধ্যেই সামান্য ব্রাহ্মণ অংশের নমুনা এবং শুক্লযজুর্বেদের উপসংহারে উপনিষদেরও আস্বাদ পাবেন। পরবর্তী খণ্ডে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের একটি সংকলন প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল। অনেক জায়গায় সম্পূর্ণ সূক্তটি উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে হ'য়েছে, মাত্র দু'চারটি প্রসিদ্ধ মন্ত্রই স্থান পেয়েছে। পাঠকের আগ্রহ জাগলে সম্পূর্ণ সূক্তটি তিনি নিজেই পড়ে নেবার জন্য প্রয়াসী হ'বেন এই আশা রাখি। বাংলা অনুবাদ করার সময় ঋকের বা মন্ত্রের যেমন শব্দবিন্যাস আছে ঠিক সেই ক্রম অনুসারেই অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে মন্ত্রের প্রত্যেক মূল শব্দটির তাৎপর্যও পাঠক ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারেন। অনেক জায়গায় আক্ষরিক তাৎপর্যে অর্থ সুপরিস্ফুট হ'বেনা মনে করে বন্ধনীর মধ্যে 'অর্থাৎ' বলে অন্য তাৎপর্যও সংকেতিত হ'য়েছে। অনুবাদে মুখ্যতঃ সায়ণকেই অনুসরণ করা হ'য়েছে তবে কোথাও কোথাও শব্দবিশেষে ব্যতিক্রম ঘটেছে। ঋগ্বেদের নির্বাচিত অংশে দেবতার নাম-নির্দেশের নীচেই মণ্ডল ও সূক্ত সংখ্যা দেওয়া হ'য়েছে এবং যজুর্বেদে অধ্যায় নির্দেশ, সামবেদে পর্বনির্দেশ ও অথর্ববেদে কাণ্ডনির্দেশ করে দেওয়া হ'য়েছে, যা'তে পাঠক ইচ্ছা হ'লে মূল গ্রন্থে সেগুলি যথাযথ স্থানে দেখে নিতে পারেন। কৃষ্ণযজুর্বেদের আরও বেশী অংশ সংযোজনের ইচ্ছা থাকলেও কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সে ইচ্ছাকে সংকোচ করতে হ'য়েছে। ঋগ্বেদের নির্বাচিত সূক্তসমষ্টিই গীতিযুক্ত হ'য়ে সামবেদের রূপ গ্রহণ করেছে। তাই সামবেদ অংশে সংকলিত মন্ত্রগুলি পাঠক ইচ্ছা করলে মূল ঋগ্বেদেও পড়ে নিতে পারেন। তেমনি শুক্লযজুর্বেদেরও কিছু কিছু মন্ত্র ঋগ্বেদেও পাওয়া যাবে। অথর্ববেদের আরও বিস্তৃত সংকলন করার লোভ সংবরণ করতে হ'য়েছে দু'শো পৃষ্ঠার মধ্যে এ খণ্ডটি সম্পূর্ণ করার সংকল্পের দরুণ। যেখানে সম্পূর্ণ সূক্তের স্থানে মাত্র একটি মন্ত্র মাত্র দিয়েই ক্ষান্ত হ'তে হ'য়েছে, সেখানে পাঠক সম্পূর্ণ সূক্তটি পড়ে নেবার জন্য প্রলুব্ধ হ'বেন ও মূল অথর্ববেদ পাঠে প্রবর্তিত হ'বেন আশা করি। মোটকথা, এ সংকলনে সব বেদেরই সামান্যতম নমুনামাত্র পরিবেশন করা হ'ল। বাহুল্যবোধে বৈদিক মন্ত্রগুলিতে আমরা স্বরচিহ্ন বর্জন করেছি কারণ সাধারণ পাঠকের মধ্যে কেউই আজ ত্রিস্বরযুক্ত করে বেদপাঠ করতে শিক্ষিত বা অভ্যস্ত ন'ন, সবই আজ একশ্রুতিতে পর্যবসিত হ'য়েছে।

শ্রীমৎ অনির্বাণের কাছে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই, তিনি একটি অমূল্য ভূমিকা দিয়ে এ সংকলনের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রকাশন হিসাবে এই বৈদিক সাহিত্য সংকলনটি গ্রহণ করে মাননীয় উপাচার্য শ্রীব্রজকান্ত গুহ মহাশয় আমাকে অনুগৃহীত করেছেন, এজন্য তাঁকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই। প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীমৃদুলকান্তি সেন, শ্রীজীবনকৃষ্ণ শীল ও অন্যান্য প্রেসকর্মিবৃন্দের সাগ্রহ সহযোগ ছাড়া এ সংকলন এত সুন্দর ও নির্ভুল ভাবে ছাপা সম্ভব হ'তনা, তাই তাঁদের কাছে আমি একান্ত কৃতজ্ঞ। বরদা বেদমাতা তাঁদের সকলের কল্যাণ করুন্।

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বৈদিক সাহিত্য সংকলন, প্রথম খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হ'ল, এটা আনন্দের কথা। আমাদের এই বঙ্গভূমিতে বেদের সঙ্গে জনসাধারণের বা শিক্ষিত সমাজের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'সংস্কৃত প্রসার গ্রন্থমালা' প্রবর্তনের যে আয়োজন করা হয় তা'র প্রথম বই হিসাবে বৈদিক সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরে এ বইটিকে ডিগ্রীকোর্সে সংস্কৃত বিদ্যার্থীদের পাঠ্য হিসাবেও অন্তর্ভুক্ত করেন। তার ফলে ছাত্র সমাজে বেদের কিছু পরিচয়ের প্রসার ঘটেছে মনে হয়, হয় তো বৈদিক সাহিত্য অনুশীলনে কিছু আগ্রহেরও সঞ্চার হ'য়ে থাকবে। এইখানেই আমাদের এই বই প্রকাশের সার্থকতা।

প্রথম সংস্করণের প্রকাশের পিছনে তৎকালীন উপাচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীব্রজকান্ত গুহ মহাশয়ের প্রভূত আগ্রহ ছিল এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় কুমার প্রমথনাথ রায় পাবলিক চ্যারিটেবল্ ট্রাষ্ট থেকে এ বই প্রকাশের জন্য পাঁচ হাজার টাকার দান সংগৃহীত হ'য়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশে বর্তমান উপাচার্য মাননীয় ডক্টর রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন, কারণ তিনি শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্ণধারই ন'ন, পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর নায়করূপে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে অনলসভাবে ব্রতী হ'য়ে আছেন। প্রকাশন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব, শ্রীরথীন্দ্রকুমার পালিতও এই দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের কর্মীবৃন্দ এবং বর্তমান কর্মাধ্যক্ষ শ্রীজীবনকৃষ্ণ শীল বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে মুদ্রণ কার্য সম্পাদন করেছেন। এঁদের সকলকেই জানাই আন্তরিক সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

এই সংস্করণে শেষের দিকে বৈদিক মন্ত্রগুলির একটি শব্দানুক্রমিক সূচী সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে। এটি বিশেষ পরিশ্রম সহকারে প্রস্তুত ক'রে দিয়েছেন সংস্কৃত বিভাগের ক্যালিগ্রাফিষ্ট, কল্যাণীয়া মৃদুলা দে। তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই।

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

ঋ গ্বে দ

অগ্নি

১.১

ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্॥ ১

অগ্নিকে স্তুতি করি, (যিনি) পুরোহিত, যজ্ঞের দ্যুতিমান্ ঋত্বিক্, হোতা, রত্নের শ্রেষ্ঠ ধাতা॥ ১

অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি॥ ২

অগ্নি প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক বন্দনীয়, নবীনগণ কর্তৃকও। তিনি দেবগণকে এখানে বহন করিয়া আনুন্॥ ২

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে।
যশসং বীরবত্তমম্॥ ৩

অগ্নি দ্বারাই সম্পদ্ প্রাপ্ত হয়, পুষ্টই (বর্ধিত হয়) যাহা দিনে দিনে, (যাহা) যশ ও শ্রেষ্ঠ বীরবান্ (বীরপুরুষযুক্ত)॥ ৩

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি॥ ৪

হে অগ্নি! যে হিংসারহিত যজ্ঞকে সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছ, তাহা নিশ্চয়ই দেবগণের নিকটে যায়॥ ৪

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।
দেবো দেবেভিরাগমৎ॥ ৫

অগ্নি (যিনি) হোতা, ক্রান্তপ্রজ্ঞ, সত্য (স্বরূপ), অতিশয় বিচিত্র কীর্তিযুক্ত, দ্যুতিমান্, (তিনি) দেবগণের সহিত আগমন করুন্॥ ৫

যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।
তবেৎ তৎ সত্যমঙ্গিরঃ ॥ ৬

যাহা, হে অগ্নি, দানকারীর প্রতি তুমি মঙ্গল করিবে, তোমারই তাহা নিশ্চয়ই, হে অঙ্গিরা ! ॥ ৬

উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্।
নমো ভরন্ত এমসি ॥ ৭

সমীপে তোমার, হে, অগ্নি ! দিনে দিনে রাত্রিতে ও দিবাভাগে মনে মনে আমরা নমস্কার সম্পাদন করিয়া আগমন করি ॥ ৭

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্।
বর্ধমানং স্বে দমে ॥ ৮

(আগমন করি সেই অগ্নির কাছে যিনি) দীপ্যমান, যজ্ঞসমূহের পালক,সত্যের বিশেষ প্রকাশক, বর্ধনশীল আপন আলয়ে ॥ ৮

স নঃ পিতেব সূনবে অগ্নে সূপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯

সেই (তুমি) আমাদের কাছে, পিতার মত পুত্রের নিকট, হে অগ্নি ! সহজলভ্য হও। সমবেত হও আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত ॥ ৯

ইন্দ্র ও অগ্নি

১.২১

ইহেন্দ্রাগ্নী উপ হ্বয়ে তয়োরিৎ স্তোমমুশ্মসি।
তা সোমং সোমপাতমা॥ ১

এখানে ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করি। তাঁহাদের দুইজনেরই স্তোত্রসমূহ কামনা করি। তাঁহারা উভয়ে শ্রেষ্ঠ সোমপানকারী, সোম (পান করুন্)॥ ১

তা যজ্ঞেষু প্রশংসতেন্দ্রাগ্নী শুম্ভতা নরঃ।
তা গায়ত্রেষু গায়ত॥ ২

সেই ইন্দ্র ও অগ্নিকে যজ্ঞসমূহে প্রশংসন কর, শোভিত কর হে মনুষ্যগণ! গায়ত্রীসমূহে তাঁহাদেরই গান কর॥ ২

তা মিত্রস্য প্রশস্তয় ইন্দ্রাগ্নী তা হবামহে।
সোমপা সোমপীতয়ে॥ ৩

মিত্রের প্রশস্তির জন্য সেই ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করি। সেই সোমপানকারী উভয়কে (আহ্বান করি) সোমপানের জন্য॥ ৩

উগ্রা সন্তা হবামহ উপেদং সবনং সুতং।
ইন্দ্রাগ্নী এহ গচ্ছতাম্॥ ৪

উগ্রভাবধারী তাঁহাদের আহ্বান করি নিষ্কাষিত সোমরসযুক্ত এই যজ্ঞের সমীপে। ইন্দ্র ও অগ্নি এখানে আগমন করুন্॥ ৪

তা মহান্তা সদস্পতী ইন্দ্রাগ্নী রক্ষ উব্জতম্।
অপ্রজাঃ সন্ত্বত্রিনঃ॥ ৫

সেই মহান্, (যজ্ঞ) সভার পালক, ইন্দ্র ও অগ্নি রাক্ষসদের সোজা করুন্। আর যেন উৎপন্ন না হয় ভক্ষণশীল (তাহারা)॥ ৫

তেন সত্যেন জাগৃতমধি প্রচেতুনে পদে।
ইন্দ্রাগ্নী শর্ম যচ্ছতম্॥ ৬

সেই সত্যের দ্বারা জাগ্রত হও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের ভূমিতে। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! (আমাদের) কল্যাণ দান কর॥ ৬

অশ্বিন্

১.২২

প্রাতর্যুজা বি বোধয়াশ্বিনাবেহ গচ্ছতাম্।
অস্য সোমস্য পীতয়ে॥ ১

প্রাতঃকালের সঙ্গে সংযুক্ত অশ্বিদ্বয়কে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ কর। (তাঁহারা) এখানে আগমন করুন্ এই সোমের পানের জন্য॥ ১

যা সুরথা রথীতমোভা দেবা দিবিস্পৃশা।
অশ্বিনা তা হবামহে॥ ২

যাঁহারা সুন্দর রথযুক্ত, রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দ্যুতিমান্, দ্যুলোকস্পর্শকারী সেই অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি॥ ২

যা বাং কশা মধুমত্যশ্বিনা সূনৃতাবতী।
তয়া যজ্ঞং মিমিক্ষতম্॥ ৩

যে তোমাদের উভয়ের দীপনী অমৃতময়ী, হে অশ্বিদ্বয়! সুন্দর সত্যময়ী, তাহার দ্বারা যজ্ঞকে অভিষিঞ্চিত কর॥ ৩

ন হি বামস্তি দূরকে যত্রা রথেন গচ্ছথঃ।
অশ্বিনা সোমিনো গৃহম্॥ ৪

হে অশ্বিদ্বয়! রথের দ্বারা যেখানে তোমরা গমন কর সেই সোমযাগকারীর গৃহ তোমাদের দূরে নয়॥ ৪

হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপহ্বয়ে।
স চেত্তা দেবতা পদম্ ॥ ৫

স্বর্ণপাণি সবিতাকে (আমাদের) রক্ষার জন্য আহ্বান করি। তিনি বোধন-কারী, দেবতা, (পরম) স্থান ॥ ৫

অপাং নপাতমবসে সবিতারমুপস্তুহি।
তস্য ব্রতান্যুশ্মসি ॥ ৬

জলসমূহের যিনি পালক ন'ন (শোষক) সেই সবিতাকে (আমাদের) পালনের জন্য স্তুতি কর। তাঁহার ব্রতসকল কামনা করি ॥ ৬

বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ।
সবিতারং নৃচক্ষসম্ ॥ ৭

(যিনি) বিভাগকারী বিচিত্র ধন ও অন্নের, মনুষ্যগণের দ্রষ্টা (সেই) সবিতাকে আহ্বান করি ॥ ৭

সখায় আ নিষীদত সবিতা স্তোম্যো নু নঃ।
দাতা রাধাংসি শুম্ভতি ॥ ৮

হে সখাগণ! আসিয়া উপবেশন কর। সবিতা স্তবনীয় আমাদের। দাতা সম্পদ্‌সমূহের (তিনি) শোভা পাইতেছেন ॥ ৮

অগ্নে পত্নীরিহা বহ দেবানামুশতীরুপ।
ত্বষ্টারং সোমপীতয়ে ॥ ৯

হে অগ্নি! এখানে বহন করিয়া আন কামনাময়ী দেবপত্নীগণকে ও ত্বষ্টাকে, সোমপানের জন্য ॥ ৯

আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীম্।
বরূত্রীং ধিষণাং বহ ॥ ১০

দেবপত্নীগণকে হে অগ্নি! আমাদের রক্ষণের জন্য এখানে আনয়ন কর। হে যুবতম! হোমনিষ্পাদিকা ভারতী বরণীয়া প্রজ্ঞাকে (এখানে আনয়ন কর) ॥ ১০

অভি নো দেবীরবসা মহঃ শর্মণা নৃপত্নীঃ।
অচ্ছিন্নপত্রাঃ সচন্তাম্॥ ১১

নরগণের পালিকা, অপ্রতিহত গতিশীলা দেবীগণ পালন ও বিপুল সুখ (সম্পাদনের) দ্বারা আমাদের সঙ্গে সমবেত থাকুন্॥ ১১

ইহেন্দ্রাণীমুপহ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।
অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে॥ ১২

এখানে ইন্দ্রাণী, বরুণানী ও অগ্নায়ী (দেবীত্রয়কে) আহ্বান করি, (আমাদের) মঙ্গলের জন্য ও সোমপানের জন্য॥ ১২

মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্।
পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ॥ ১৩

মহতী দ্যুলোক ও পৃথিবী আমাদের এই যজ্ঞকে অভিষিক্ত করুন্। পরিপুরিত করুন্ আমাদের (তাঁহাদের) ভরণের দ্বারা॥ ১৩

তয়োরিদ্ ঘৃতবৎ পয়ো বিপ্রা রিহন্তি ধীতিভিঃ।
গন্ধর্বস্য ধ্রুবে পদে॥ ১৪

তাঁহাদের উভয়ের (দ্যুলোক ও পৃথিবীর) ঘৃততুল্য পয়ঃ বিপ্রগণ লেহন করিয়া থাকেন (আপন) কর্মসমূহের দ্বারা, গন্ধর্বের শাশ্বত স্থানে অর্থাৎ অন্তরিক্ষে॥ ১৪

স্যোনা পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশনী।
যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ॥ ১৫

সুখকরী হও হে পৃথিবি! নিষ্কণ্টকা, নিবাসরূপিণী। দান কর আমাদের শরণ সুবিস্তীর্ণ॥ ১৫

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।
পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ॥ ১৬

এখান হইতে দেবতারা রক্ষা করুন্ আমাদের, যেখান হইতে বিষ্ণু বিক্রমণ বা পাদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন—পৃথিবী হইতে সপ্ত ধামের দ্বারা॥ ১৬

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্।
সমূঢ়মস্য পাংসুরে ॥ ১৭

ইহাকে বিষ্ণু পরিক্রমণ করিয়াছিলেন, ত্রিধা পদস্থাপন করিয়াছিলেন। অন্তর্ভূত ইঁহার ধূলিযুক্ত (পদে, নিখিল জগৎ) ॥ ১৭

ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্মাণি ধারয়ন্ ॥ ১৮

তিনটি পদের দ্বারা পরিক্রমণ করিয়াছিলেন, বিষ্ণু, পালক, অহিংসনীয়, এখান হইতে ধর্ম সকলকে ধারণ করতঃ ॥ ১৮

বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥ ১৯

বিষ্ণুর কর্মসমূহকে দেখ; যেহেতু ব্রতসকলকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, ইন্দ্রের (তিনি) যোগ্য সখা ॥ ১৯

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ২০

সেই বিষ্ণুর পরম পদকে সদা দর্শন করেন সূরিগণ (জ্ঞানিগণ), আকাশে যেমন চক্ষু বিস্তৃতভাবে (নির্বাধে দেখে) ॥ ২০

তদ্ বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥ ২১

তাহা বিপ্রগণ, বিশেষভাবে স্তুতিশীল ও জাগরূক, সম্যক্‌ভাবে দীপ্ত করেন —বিষ্ণুর যাহা পরম পদ ॥ ২১

অগ্নি

১.৩১

ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষি-

র্দেবো দেবানামভবঃ শিবঃ সখা।

তব ব্রতে কবয়ো বিদ্মনাপসো

ঽজায়ন্ত মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ ॥ ১

তুমি হে অগ্নি! অঙ্গিরা ঋষি, (স্বয়ং) দেবতা (হইয়া) দেবগণের হইয়াছ শোভন সখা। তোমার কর্মে ক্রান্তদর্শী, জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপনশীল জন্মিয়াছেন মরুদ্গণ, দীপ্ত যাঁহাদের দৃষ্টি ॥ ১

ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরস্তমঃ

কবির্দেবানাং পরি ভূষসি ব্রতম্।

বিভুর্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় মেধিরো

দ্বিমাতা শয়ুঃ কতিধা চিদায়বে ॥ ২

তুমি হে অগ্নি! আদি, অঙ্গিরার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, ক্রান্তদর্শী, সর্বতোভাবে অলঙ্কৃত কর দেবগণের কর্মকে। ব্যাপক (তুমি) নিখিল ভুবনে মেধাবী, দুই জননী (অরণি হইতে উৎপন্ন) অথবা দুই লোকের নির্মাতা, শয়ান (অবস্থিত) কতরূপে মানুষের জন্য ॥ ২

ত্বমগ্নে প্রথমো মাতরিশ্বন

আবির্ভব সুক্রতুয়া বিবস্বতে।

অরেজেতাং রোদসী হোতৃবূর্যে

ঽসঘ্নোর্ভারময়জো মহো বসো ॥ ৩

তুমি হে অগ্নি! আদি বায়ু অপেক্ষাও, আবির্ভূত হও শোভন কর্ম দ্বারা পরিচরণকারী (যজমানের) কাছে। প্রকম্পিত হইয়াছিল দ্যুলোক-ভূলোক, হোতৃগণের বরণীয় (কর্মে) বহিয়াছিলে ভার, যজন করিয়াছিলে তেজঃস্বরূপ হে বসু! ॥ ৩

ত্বমগ্নে মনবে দ্যামবাশ ঃ

পুরূরবসে সুকৃতে সুকৃত্তরঃ।

শ্বাত্রেণ যৎ পিত্রোর্মুচ্যসে পর্যা-

ত্বা পূর্বমনয়ন্নাপরং পুনঃ ॥ ৪

তুমি হে অগ্নি! মানুষের কাছে দ্যুলোককে বিঘোষিত করিয়াছ, বহু কীর্তিযুক্তের কাছে, শোভনকর্মকারীর কাছে (তুমি) আরও শোভনকারী। ক্ষিপ্রবেগে যখন তুমি পিতা-মাতা (অরণিদ্বয়) হইতে মুক্ত (প্রকটিত) হও, সর্বতোভাবে তোমাকে পূর্বে আনয়ন করেন, অনন্তর পরেও পুনরায় ॥ ৪

ত্বমগ্নে বৃষভঃ পুষ্টিবর্ধন

উদ্যতস্রুচে ভবসি শ্রবায্যঃ।

য আহুতিং পরি বেদা বষট্কৃতি-

মেকায়ুরগ্রে বিশ আবিবাসসি ॥ ৫

তুমি হে অগ্নি! বর্ষণশীল, পুষ্টিবর্ধনকারী। উদ্যতস্রুকের (যজনশীলের) নিকট হও শ্রবণীয়। যে (তুমি) আহুতিকে সর্বতোভাবে জান বষট্কারকে, অখণ্ড আয়ু (যুক্ত তুমি) প্রথমে জনগণকে সুপ্রকটিত কর ॥ ৫

ত্বমগ্নে বৃজিনবর্তনিং নরং

সক্মন্ পিপর্ষি বিদথে বিচর্ষণে।

যঃ শূরসাতা পরিতক্ম্যে ধনে

দভ্রেভিশ্চিৎ সমৃতা হংসি ভূয়সঃ ॥ ৬

তুমি হে অগ্নি! বিপথগামী মানুষকে যোগ্যে পালন (নিয়োজন) কর কর্মে, হে বিচক্ষণ! যে (তুমি) বীরগণের আশ্রয়ণীয়, সর্বতোভাবে গমনীয় সম্পদে, স্বল্প (সামর্থ্যযুক্তগণের) সহিত সঙ্গত হইয়া বিনাশ কর প্রবলদিগকে ॥ ৬

ত্বং ত্বমগ্নে অমৃতত্ব উত্তমে

মর্তং দধাসি শ্রবসে দিবে দিবে।

যস্তাতৃষাণ উভয়ায় জন্মনে

ময়ঃ কৃণোষি প্রয় আ চ সূরয়ে ॥ ৭

তুমিই, তুমিই হে অগ্নি! অমৃতত্বে শ্রেষ্ঠ মানুষকে ধারণ কর, কীর্তিতে দিনে

দিনে। যে তৃষিত উভয় জন্মের জন্য, (তাহার) সুখ (সম্পাদন কর), সম্পদও, সেই জ্ঞানীর জন্য ।। ৭

ত্বং নো অগ্নে সনয়ে ধনানাং
যশসং কারুং কৃণুহি স্তবানঃ।
ঋধ্যাম কর্মাপসা নবেন
দেবৈর্দ্যাবাপৃথিবী প্রাবতং নঃ ।। ৮

তুমি আমাদের হে অগ্নি ! দান করিবার জন্য সম্পদসমূহকে, যশস্বী কর্মকর্তা কর, স্তুত হইয়া। সমৃদ্ধ করিব কর্মকে নবীন বল দ্বারা। দেবগণের দ্বারা দ্যুলোক ও পৃথিবী রক্ষা করুন্ আমাদের ।। ৮

ত্বং নো অগ্নে পিত্রোরুপস্থ
আ দেবো দেবেষ্বনবদ্য জাগৃবিঃ।
তনূকৃদ্বোধি প্রমতিশ্চ কারবে
ত্বং কল্যাণ বসু বিশ্বমোপিষে ।। ৯

তুমি আমাদের হে অগ্নি ! জনক-জননীর সন্নিকটে (বিরাজিত), সর্বতোভাবে দ্যুতিমান্, দেবগণের মধ্যে, হে অকলঙ্ক ! (তুমিই) জাগরূক। তনুকারী উদ্বুদ্ধ হও, প্রকৃষ্ট মতিযুক্ত (হও) কর্মকর্তার প্রতি। তুমিই হে মঙ্গলস্বরূপ ! নিখিল সম্পদ্ বপন (দান) কর ।। ৯

ত্বমগ্নে প্রমতিস্ত্বং পিতাসি ন-
স্ত্বং বয়স্কৃত্তব জাময়ো বয়ম্।
সং ত্বা রায়ঃ শতিনঃ সং সহস্রিণঃ
সুবীরং যন্তি ব্রতপামদাভ্য ।। ১০

তুমি হে অগ্নি ! প্রকৃষ্টমতি (যুক্ত), তুমি পালক বা জনয়িতা হও আমাদের। তুমি বয়ঃ বা আয়ুকারী, তোমার বন্ধু আমরা। সম্যক্‌রূপে তোমার কাছেই সম্পদ্‌সকল শতসংখ্যাযুক্ত, সম্যক্‌রূপে সহস্রসংখ্যাযুক্ত, শ্রেষ্ঠ বীরের কাছেই যায়, ব্রতের বা কর্মের পালকের কাছে, হে অহিংসনীয় ! ।। ১০

মরুৎ

১.৩৮

কদ্ধ নূনং কধপ্রিয়ঃ পিতা পুত্রং ন হস্তয়োঃ।
দধিধ্বে বৃক্তবর্হিষঃ ॥ ১

কবে নিশ্চয়ই স্তুতিপ্রিয় (মরুৎ), পিতা পুত্রকে যেমন দুই হাতে (ধারণ করেন তেমনি), ধারণ করিবে? (তোমাদের উদ্দেশ্যেই) ছিন্ন (করা হইয়াছে) কুশসমূহ ॥ ১

ক্ব নূনং কদ্বো অর্থং গন্তা দিবো ন পৃথিব্যাঃ।
ক্ব বো গাবো ন রণ্যন্তি ॥ ২

কোথায় এখন (তোমরা)? কি তোমাদের অর্থ বা উদ্দেশ্য? গমন করিবে দ্যুলোক হইতে, পৃথিবী হইতে নয়। কোথায় তোমাদের গোসমূহ (বা রশ্মিসমূহ) শব্দ না করে? ॥ ২

ক্ব বঃ সুম্না নব্যাংসি মরুতঃ ক্ব সুবিতা।
ক্বো বিশ্বানি সৌভগা ॥ ৩

কোথায় তোমাদের সম্পদ্ নবতর, হে মরুদ্‌গণ? কোথায় সুষ্ঠু প্রাপ্যসমূহ? কোথায় নিখিল সৌভাগ্য? ॥ ৩

যদ্ য়ূয়ং পৃশ্নিমাতরো মর্তাসঃ স্যাতন।
স্তোতা বো অমৃতঃ স্যাৎ ॥ ৪

যদি তোমরা পৃশ্নিজননী (-প্রসূত) মর্ত্য হইতে, (তবু) স্তোতা তোমাদের অমৃতই হইত ॥ ৪

মা বো মৃগো ন যবসে জারিতা ভূদজোষ্যঃ।
পথা যমস্য গাদুপ ॥ ৫

তোমাদের স্তুতিকারী যেন অসেব্য বা অপ্রিয় না হয়, মৃগ যেমন তাহার ভক্ষণীয় (বিষয়ে)। পথে যমের (মৃত্যুর), যেন না যায় ॥ ৫

মো ষু ণঃ পরাপরা নির্ঋতির্দুর্হণা বধীৎ।
পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ ॥

শ্রেষ্ঠতমা দুর্বিনাশ্যা নির্ঋতি যেন আমাদের বধ না করে। (সে-ও) পতিত হউক্ তৃষ্ণার সহিত ॥ ৬

সত্যং ত্বেষা অমবন্তো ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ।
মিহং কৃণ্বন্ত্যবাতাম্ ॥ ৭

সত্যই দীপ্ত, বলবান্ রুদ্রিয় (মরুদ্গণ) মরুদেশেও বৃষ্টি করিয়া থাকেন বায়ুরহিত ॥ ৭

বাশ্রেব বিদ্যুন্ মিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি।
যদেষাং বৃষ্টিরসর্জি ॥ ৮

ধেনুর ন্যায় বিদ্যুৎ শব্দ করে, বৎসকে যেমন মাতা সেবা করে, যখন ইহাদের (মরুদ্গণের) বৃষ্টি মুক্ত হয় ॥ ৮

দিবা চিত্তমঃ কৃণ্বন্তি পর্জন্যেনোদবাহেন।
যৎ পৃথিবীং ব্যুন্দন্তি ॥ ৯

দিনেও অন্ধকার (সৃষ্টি করেন) জলভরা মেঘের দ্বারা, যখন ধরিত্রীকে আর্দ্র করেন ॥ ৯

অধ স্বনান্মরুতাং বিশ্বমা সদ্ম পার্থিবম্।
অরেজন্ত প্র মানুষাঃ ॥ ১০

মরুদ্গণের ধ্বনির অনন্তর নিখিল পার্থিব সদন হইয়াছিল প্রকম্পিত ও মানুষেরা ॥ ১০

মরুতো বীলুপাণিভিশ্চিত্রা রোধস্বতীরনু।
যাতেমখিদ্রয়ামভিঃ ॥ ১১

হে মরুদ্গণ! দৃঢ়হস্তের দ্বারা বিচিত্র তটশালিনী (নদীকে) অনুসরণ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন গতিতে (তোমরা) গমন করিয়াই থাক ॥ ১১

স্থিরা বঃ সন্তু নেময়ো রথা অশ্বাস এষাম্।
সুসংস্কৃতাঃ অভীশবঃ ॥ ১২

স্থির হোক্ তোমাদের নেমিসমূহ, রথসকল ও অশ্বসমূহ। ইহাদের সুসংস্কৃত হোক্ অঙ্গুলিসকল ॥ ১২

অচ্ছা বদা তনা গিরা জরায়ৈ ব্রহ্মণস্পতিম্।
অগ্নিং মিত্রং ন দর্শতম্ ॥ ১৩

অভিমুখ হইয়া বলো বিস্তৃত বাক্যের দ্বারা, স্তুতি করার জন্য ব্রহ্মণস্পতিকে, অগ্নিকে, দর্শনীয় মিত্রকে ॥ ১৩

মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জ্জন্য ইব ততনঃ।
গায় গায়ত্রমুক্থ্যম্ ॥ ১৪

নির্মাণ কর শ্লোক মুখে (মুখে), মেঘের মত বিস্তার কর (তাহাকে)। গাও গায়ত্রীছন্দোযুক্ত স্তোত্র ॥ ১৪

বন্দস্ব মারুতং গণং ত্বেষং পনস্যুমর্কিণম্।
অস্মে বৃদ্ধা অসন্নিহ ॥ ১৫

বন্দনা কর মরুতের গণকে (যাঁহারা) দীপ্ত, স্তুতিযোগ্য, অর্চণীয়। আমাদের প্রতি বর্দ্ধনশীল হোন্ এখানে (এই কর্মে) ॥ ১৫

উষা

১.৪৯

উষো ভদ্রেভিরাগহি দিবশ্চিদ্ রোচনাদধি।
বহন্ত্বরুণপ্সব উপ ত্বা সোমিনো গৃহম্ ॥ ১

হে উষস্! মঙ্গলসমূহ লইয়া আগমন কর দীপ্যমান্ দ্যুলোকের উপর হইতে। অরুণ-কিরণ তোমাকে বহন করিয়া আনুক্ সোমযুক্তের (যজমানের) গৃহে ॥ ১

সুপেশসং সুখং রথং যমধ্যস্থা উষস্ত্বম্ ।
তেনা সুশ্রবসং জনং প্রাবাদ্য দুহিতর্দিবঃ ॥ ২

সুদৃশ্য সুখকর যে রথে অধ্যাসীনা হে উষা! তুমি, তাহা দ্বারা সুকীর্তিমান্ লোককে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা কর, হে দ্যুলোক-দুহিতা! ॥ ২

বয়শ্চিৎ তে পতত্রিণো দ্বিপচ্চতুষ্পদর্জুনি ।
উষঃ প্রারন্নৃতুঁরনু দিবো অন্তেভ্যস্পরি ॥ ৩

পক্ষযুক্ত পক্ষিগণ, দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ, হে শুভ্রবর্ণা উষা! তোমার আগমনের পশ্চাৎ (পশ্চাৎ) আগমন করে দ্যুলোকের প্রান্ত হইতে ॥ ৩

ব্যুচ্ছন্তী হি রশ্মিভির্বিশ্বমাভাসি রোচনম্ ।
তাং ত্বামুষর্বসূপবো গীর্ভিঃ কণ্বা অহূষত ॥ ৪

বিদীর্ণ করিয়া অন্ধকার, রশ্মিসমূহের দ্বারা দীপ্যমান বিশ্বকে উদ্ভাসিত কর। এইরূপ তোমাকে হে উষা! ধনকামী কণ্বগণ (মেধাবী ঋত্বিকগণ) স্তুতি দ্বারা আহ্বান করেন ॥ ৪

সূর্য

১.৫০

উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্ ॥ ১

ঊর্ধ্বে সেই জাতবেদস্ (সৃষ্ট সব কিছুকে যিনি জানেন) দ্যুতিমান্ সূর্যকে বহন করিতেছেন জ্ঞাপক (রশ্মিসমূহ), দর্শনের জন্য সকলের ॥ ১

অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্তি অক্তুভিঃ ।
সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥ ২

অপসৃত হয় চোরের মত নক্ষত্ররাজি অন্ধকারসমূহের সাথে (সাথে) নিখিল—প্রকাশক সূর্যের (আগমনে) ॥ ২

অদৃশ্রমস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু।
ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥ ৩

বিশেষরূপে দেখেন জ্ঞাপক রশ্মিসমূহ জনগণকে অনুক্রমে (অর্থাৎ যথাযথ-রূপে), দীপ্যমান অগ্নির মত ॥ ৩

তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য।
বিশ্বমাভাসি রোচনম্ ॥ ৪

তরণকারী, নিখিলের দর্শনীয়, জ্যোতির স্রষ্টা হও (তুমি), হে সূর্য! নিখিলকে দীপ্যমান করিয়া প্রকাশ করিয়া থাক ॥ ৪

প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্।
প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ৫

অভিমুখে দেবগণের,প্রজাবর্গের (মরুদ্‌গণের),অভিমুখে উদিত হও মানুষদের, অভিমুখে নিখিল স্বর্লোককে দেখিবার জন্য ॥ ৫

যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু।
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ৬

হে পবিত্রকারক! যে প্রকাশের দ্বারা ভরণ করতঃ জনগণকে, যথাক্রমে তুমি হে বরুণ! দেখিয়া থাক ॥ ৬

বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ।
পশ্যন্ জন্মানি সূর্য ॥ ৭

বিশেষভাবে দ্যুলোকে গমন কর, বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোকে, দিনগুলিকে বিভাগ করিয়া রাত্রিগুলি দ্বারা, অবলোকন করতঃ, জাত (বস্তু)-সমূহকে হে সূর্য! ॥ ৭

সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য।
শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ ॥ ৮

তোমাকে সাতটি অশ্ব রথে বহন করিয়া থাকে, হে দ্যুতিমান্ সূর্য! দীপ্তকেশ (তোমাকে), হে বিচক্ষণ! ॥ ৮

অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ।
তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥ ৯

যোজনা করিয়াছেন সপ্ত ঘোটকীকে সর্বপ্রেরক (সূর্য), রথের (যাহারা) পাতনকারিণী নহে (অর্থাৎ সুষ্ঠু বাহিকা)। যাঁহারা তাহাদের দ্বারা গমন করিয়া থাকেন আপনা কর্তৃক সংযুক্ত ॥ ৯

উদ্ বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ১০

ঊর্ধ্বে আমরা তমসার পারে, শ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে দর্শন করতঃ। দেবগণের মধ্যে যিনি দেব (দ্যুতিমান্) সেই উত্তম জ্যোতিঃ (-স্বরূপ) সূর্যকে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১০

উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাং দিবম্।
হৃদ্রোগং মম সূর্য হরিমাণঞ্চ নাশয় ॥ ১১

উদিত হইয়া আজ হে প্রসন্নদীপ্তি! আরোহণ করিয়া উত্তর (শ্রেষ্ঠ) দ্যুলোকে, হৃদ্‌রোগ আমার, হে সূর্য! এবং পাণ্ডুরতা বিনাশ কর ॥ ১১

শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি।
অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নি দধ্মসি ॥ ১২

শুক (পক্ষি)-সমূহে আমার পাণ্ডুরতা (পীতিমা), শারিকা (পক্ষি)-সমূহে আধান করি। অনন্তর হরিতাল (বৃক্ষ)-সমূহে আমার পাণ্ডুরতা নিঃশেষে আধান করি ॥ ১২

উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ।
দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্ মো অহং দ্বিষতে রধম্ ॥ ১৩

উদিত হইয়াছেন এই আদিত্য নিখিল বল বা তেজ লইয়া, শত্রুকে আমার বিনাশ করিয়া। না (করি) আমি যেন শত্রুর প্রতি দ্বেষ ॥ ১৩

বিশ্বদেব

১.৮৯

আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতো-
ঽদব্ধাসো অপরীতাস উদ্ভিদঃ।
দেবা নো যথা সদমিদ্‌বৃধে অস-
ন্নপ্রায়ুবো রক্ষিতারো দিবে দিবে ॥ ১

আমাদের মঙ্গলকর যজ্ঞসমূহ আগমন করুক্ সর্বদিক্ হইতে, অহিংসিত, অপ্রতিরুদ্ধ, উদ্ভেদকারী। দেবগণ আমাদের যেন সর্বদাই বৃদ্ধির (হেতু) হ'ন, (পরিত্যাগ করিয়া) চলিয়া না যা'ন, রক্ষাকারী (হ'ন) দিনে দিনে ॥ ১

দেবানাং ভদ্রা সুমতি ঋজূয়তাং
দেবানাং রাতিরভি নো নি বর্ততাম্।
দেবানাং সখ্যমুপ সেদিমা বয়ং
দেবা ন আয়ুঃ প্র তিরন্তু জীবসে ॥ ২

দেবগণের মঙ্গলময় শোভন মতি, ঋজুকামী দেবগণের দান-অভিমুখে আমাদের বর্তমান থাকুক্। দেবগণের বন্ধুত্ব উপগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হই আমরা। দেবগণ আমাদের আয়ু প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি করুন্ বাঁচিবার জন্য ॥ ২

তান্ পূর্বয়া নিবিদা হূমহে বয়ং
ভগং মিত্রমদিতিং দক্ষমস্রিধম্।
অর্যমণং বরুণং সোমমশ্বিনা
সরস্বতী নঃ সুভগা ময়স্করৎ ॥ ৩

তাঁহাদের প্রাচীন নিবিৎ (মন্ত্র) দ্বারা আহ্বান করি আমরা—ভগকে, মিত্রকে, অদিতিকে, শোষণহীন প্রাণকে বা প্রজাপতিকে, অর্যমাকে, বরুণকে, সোমকে, অশ্বিদ্বয়কে। শোভন ঐশ্বর্যশালিনী সরস্বতী আমাদের সুখ (সম্পাদন) করুন্ ॥ ৩

তন্নো বাতো ময়োভু বাতু ভেষজং
তন্মাতা পৃথিবী তৎ পিতা দ্যৌঃ।
তদ্ গ্রাবাণঃ সোমসুতো ময়োভুব-
স্তদশ্বিনা শৃণুতং ধিষ্ণ্যা যুবম্ ॥ ৪

সেই আমাদের বায়ু সুখকারক ঔষধ প্রাপ্ত করান। জননী পৃথিবী তাহা (প্রাপ্ত করান), তাহাই পিতা দ্যুলোক। তাহাই সোমাভিষবকারী, সুখসম্পাদক প্রস্তরসমূহ (প্রাপ্ত করান)। তাহাই, হে অশ্বিদ্বয়! শ্রবণ কর বুদ্ধি দিয়া তোমরা উভয়ে ॥ ৪

তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং
ধিয়ংজিন্বমবসে হূমহে বয়ম্।
পূষা নো যথা বেদসামসদ্ বৃধে
রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে ॥ ৫

সেই ঈশানকে, জঙ্গম ও স্থাবরের পতিকে, বুদ্ধির প্রীতিকারিকে (আমাদের) রক্ষণের জন্য আহ্বান করি আমরা। পূষা যেন আমাদের সম্পদ্‌সমূহের বৃদ্ধির (কারণ) হ'ন, রক্ষক, পালক, অহিংসিত (হ'ন) মঙ্গলের জন্য ॥ ৫

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ
স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ৬

মঙ্গলকর (হউন্) আমাদের ভূরিকীর্তি ইন্দ্র। মঙ্গলকর (হউন্) আমাদের সর্বজ্ঞ পূষা। মঙ্গলকর (হউন্) আমাদের গরুড় (যিনি) অবাধগতি। মঙ্গল আধান করুন্ আমাদের বৃহস্পতি ॥ ৬

পৃষদশ্বা মরুতঃ পৃশ্নিমাতরঃ
শুভংযাবানো বিদথেষু জগ্ময়ঃ।
অগ্নিজিহ্বা মনবঃ সূরচক্ষসো
বিশ্বে নো দেবা অবসা গমন্নিহ ॥ ৭

চিত্র-বিচিত্র অশ্বযুক্ত মরুদ্‌গণ, পৃশ্নি যাঁহাদের মাতা, শোভন যাঁহাদের গমন, কর্মসমূহে (যজ্ঞাদিতে) যাঁহারা গমনশীল, অগ্নি যাঁহাদের জিহ্বা, মননশীল যাঁহারা, সূর্যের মত দীপ্তিশীল নিখিল দেবগণ আমাদের রক্ষণ-সহ (অর্থাৎ রক্ষণের জন্য) এখানে আগমন করুন্‌ ॥ ৭

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা

ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-

র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ ৮

মঙ্গলই (যেন) কর্ণসমূহের দ্বারা (আমরা) শ্রবণ করি, হে দেবগণ! মঙ্গলই যেন দর্শন করি নয়নসমূহের দ্বারা, হে যজনীয় (দেবগণ)! অচঞ্চল অঙ্গসমূহের দ্বারা (তোমাদের) স্তুতি করিয়া দেহ দ্বারা যেন প্রাপ্ত হই দেবহিতকর যে আয়ু ॥ ৮

শতমিন্নু শরদো অন্তি দেবা

যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাম্‌।

পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি

মা নো মধ্যা রীরিষতায়ুর্গন্তোঃ ॥ ৯

শত শরৎই (অর্থাৎ সংবৎসর) যথার্থ (আমাদের) সমীপে, হে দেবগণ! যেখানে (বা যখন) আমাদের করিয়াছ (বা আনিয়াছ) জরা দেহসমূহের। পুত্রগণ যখন পিতা হ'ন। আয়ু চলিয়া যাইবার আগে মাঝখানে যেন আমাদের হিংসা (অর্থাৎ বিনাশ) করিও না ॥ ৯

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষ-

মদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।

বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা

অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্‌ ॥ ১০

অদিতিই (অখণ্ডিতা দেবমাতা) দ্যুলোক, অদিতিই অন্তরিক্ষ, অদিতিই জননী, তিনিই পিতা, তিনিই পুত্র। নিখিল দেবগণই অদিতি। পঞ্চ (-শ্রেণীতে বিভক্ত অর্থাৎ চতুর্বর্ণ ও অন্ত্যজ, নিখিল) জনসমূহই অদিতি। অদিতিই জাত (সব কিছু), অদিতিই জননের কারণ বা আশ্রয় ॥ ১০

বিশ্বদেব

১.৯০

ঋজুনীতী নো বরুণো মিত্রো নয়তু বিদ্বান্।
অর্যমা দেবৈঃ সজোষাঃ ॥ ১

সরল গতিতে আমাদের বরুণ ও মিত্র লইয়া চলুন্, জানিয়া (আমাদের গন্তব্য) । অর্যমা (আমাদের লইয়া চলুন্), দেবগণের সহিত (যিনি) সমপ্রীতি ॥ ১

তে হি বস্বো বসবানাস্তে অপ্রমূরা মহোভিঃ।
ব্রতা রক্ষন্তে বিশ্বাহা ॥ ২

তাঁহারাই যথার্থ সম্পদের নিবাসস্থল। তাঁহারা অমূঢ় (অর্থাৎ প্রাজ্ঞ), (স্বকীয়) তেজঃ সমূহের দ্বারা ব্রতসকলকে রক্ষা করেন সর্বদিনে ॥ ২

তে অস্মভ্যং শর্ম যংসন্নমৃতা মর্ত্যেভ্যঃ।
বাধমানা অপ দ্বিষঃ ॥ ৩

তাঁহারা আমাদিগকে মঙ্গল সুখ দান করুন্, অমর (তাঁহারা) মরণশীলদিগকে, বিনাশ করিয়া (অমঙ্গল বা পাপরূপ) শত্রুগণকে ॥ ৩

বি নঃ পথঃ সুবিতায় চিয়ন্ত্বিন্দ্রো মরুতঃ।
পূষা ভগো বন্দ্যাসঃ ॥ ৪

আমাদের পথকে সুষ্ঠু প্রাপ্তব্যের জন্য বিচয়ন (অর্থাৎ কুপথ হইতে পৃথক্) করুন্ ইন্দ্র, মরুদ্গণ, পূষা ও ভগ, (যাঁহারা) বন্দনীয় ॥ ৪

উত নো ধিয়ো গো অগ্রাঃ পূষন্ বিষ্ণবেবয়াবঃ।
কর্তা নঃ স্বস্তিমতঃ ॥ ৫

(কর), অধিকন্তু আমাদের বুদ্ধিকে জ্যোতির্মুখ হে পূষন্! বিষ্ণু! সর্বগামী মরুদ্গণ! কর আমাদের মঙ্গলযুক্ত ॥ ৫

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥ ৬

ঋত অর্থাৎ সত্য (পথে) গমনকারীর প্রতি বায়ু মধু (ক্ষরণ করে), মধু ক্ষরণ করে সিন্ধুসকল, মধু হোক্ আমাদের ওষধিসমূহ ॥ ৬

মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥ ৭

মধু (হোক্) রাত্রি এবং উষা (অর্থাৎ দিনগুলি)। মধুসিক্ত (হোক্) পার্থিব লোক। (আমাদের) পালক দ্যুলোক হোক্ মধু ॥ ৭

মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥ ৮

মধুযুক্ত (হোক্) আমাদের বনস্পতি। মধুযুক্ত হোক্ সূর্য। মধু হোক্ রশ্মিসমূহ আমাদের (প্রতি) ॥ ৮

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥ ৯

মঙ্গল (সুখকর) (হউন্) আমাদের মিত্র, মঙ্গলময় বরুণ, মঙ্গলময় আমাদের হউন্ অর্যমা। মঙ্গলময় আমাদের ইন্দ্র যিনি বৃহতের পালক (বা বৃহস্পতি), মঙ্গলময় আমাদের বিষ্ণু, বিস্তীর্ণ যাঁর পদসঞ্চার ॥ ৯

বৈশ্বানর অগ্নি

১.৯৮

বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম
রাজা হি কং ভুবনানামভিশ্রীঃ।
ইতো জাতো বিশ্বমিদং বি চষ্টে
বৈশ্বানরো যততে সূর্যেণ ॥ ১

বৈশ্বানরের সুমতিতে যেন থাকি, যেহেতু (তিনিই) রাজা ভুবনসমূহের, অভি (-মুখ হইয়া যিনি) আশ্রয়ণীয়। ইহা হইতে জাত এই বিশ্বকে বিশেষরূপে দেখেন। বৈশ্বানর সূর্যের সঙ্গে সংগত হ'ন ॥ ১

পৃষ্টো দিবি পৃষ্টো অগ্নিঃ পৃথিব্যাং
পৃষ্টো বিশ্বা ওষধীরা বিবেশ।
বৈশ্বানরঃ সহসা পৃষ্টো অগ্নিঃ
স নো দিবা স রিষঃ পাতু নক্তম্ ॥ ২

সংস্পৃষ্ট দ্যুলোকে, সংস্পৃষ্ট অগ্নি পৃথিবীতে, সংস্পৃষ্ট (সেই অগ্নি) নিখিল ওষধিতে আবিষ্ট হইয়াছেন। বৈশ্বানর বলের দ্বারা সংস্পৃষ্ট। সেই অগ্নি আমাদের দিনে হিংসাকারী হইতে রক্ষা করুন্, তিনিই রাত্রিতে (রক্ষা করুন্) ॥ ২

বৈশ্বানর তব তৎ সত্যম-
স্ত্বস্মান্ রায়ো মঘবানঃ সচন্তাম্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তা-
মদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৩

হে বৈশ্বানর! তোমার তাহা সত্য হোক্। আমাদের ধনসম্পদ্‌যুক্ত সমৃদ্ধি সেবা করুক্ (প্রাপ্ত হোক্)। সেই আমাদের মিত্র, বরুণ পালন করুন্, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী এবং দ্যুলোক (পালন করুন্) ॥ ৩

জাতবেদা অগ্নি

১.৯৯

জাতবেদসে সুনবাম সোম-
মরাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ।
স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা
নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ১

জাতবেদা (অগ্নির) উদ্দেশ্যে সবন করি সোম। শত্রুর ন্যায় আচরণকারীর নিঃশেষে দহন করুন্ (সমস্ত) ধন। তিনি আমাদের পার করুন্ নিখিল দুর্গতিসমূহকে, নৌকার দ্বারা যেমন সিন্ধুকে (পার করান্ কর্ণধার)। দুরিত অর্থাৎ পাপসমূহকেও (পার করান্) অগ্নি ॥ ১

সূর্য

১.১৫

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আ প্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং
সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ১

বিচিত্র দ্যুতির পুঞ্জ উদিত হইয়াছে। চক্ষু (-স্বরূপ তাহা) মিত্রের, বরুণের ও অগ্নির। আপুরিত করিল (সেই দ্যুতি) দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ। সূর্যই আত্মা জঙ্গমের ও স্থাবরের ॥ ১

সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং
মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।
যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি
বি তন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম্ ॥ ২

সূর্য দীপ্যমানা দেবী উষাকে, পুরুষ যেমন যুবতিকে (অনুসরণ করে সেইরূপ) অনুসরণ করেন পশ্চাৎ (পশ্চাৎ)। যখন (অর্থাৎ যে উষাকালে) মানুষ দেবতাকে কামনা করিয়া যুগ্মরূপে (অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী একসঙ্গে) বিস্তারিত করেন মংগলের জন্য মঙ্গল (কর্মকে) ॥ ২

ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্যস্য
চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ।
নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠমস্থুঃ
পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ ॥ ৩

সূর্যের মঙ্গলকর হরণশীল অশ্বগণ বিচিত্র, ব্যাপনশীল, উন্মাদনাযুক্ত—নত হইয়া দ্যুলোকের পৃষ্ঠে উঠিয়াছে এবং দ্যুলোক ও পৃথিবীকে পরিক্রমা করে সদ্যই (অর্থাৎ একই দিনের মধ্যে) ॥ ৩

তৎ সূর্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং
মধ্যা কর্তোর্বিততং সংজভার।
যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থা-
দাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ ॥ ৪

তাহাই সূর্যের দেবত্ব, তাহাই মহত্ত্ব, মধ্যেই কর্মের বিতত (রশ্মিজালকে) সংহরণ করেন। যখনই বিযুক্ত করেন হরণশীল (অশ্বসমূহকে) সহস্থান (অর্থাৎ রথ বা পৃথিবী) হইতে, অনন্তরই রাত্রি আচ্ছাদন (অর্থাৎ অন্ধকার) বিস্তার করে সকলের প্রতি ॥ ৪

তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে
সূর্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে।
অনন্তমন্যদ্ রুশদস্য পাজঃ
কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সংভরন্তি ॥ ৫

মিত্রের ও বরুণের সম্মুখে (অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যার মাঝে) সূর্য (আপন) রূপকে (বিস্তার) করেন দ্যুলোকের মধ্যে। অনন্ত এক দীপ্যমান (শুভ্র) ইহার বল, কৃষ্ণ আর এক—হরণশীল (অশ্ব বা রশ্মিসমূহ) সম্ভরণ (পোষণ বা সৃষ্টি) করিয়া থাকে ॥ ৫

অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য
নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তা-
মদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৬

আজ হে দ্যুতিময় (রশ্মিসমূহ)! সূর্যের উদয়ে পাপ হইতে নি(-র্মুক্ত করিয়া) আমাদের পালন কর, নি (-র্মুক্ত করিয়া) নিন্দনীয় (কর্ম হইতে)। ইহাই আমাদের মিত্র ও বরুণ অনুমোদন করুন্, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী এবং দ্যুলোক (অনুমোদন করুন্) ॥ ৬

বিষ্ণু

১.১৫৪

বিষ্ণোর্নু কং বীর্যাণি প্রবোচং
যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং
বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ ॥ ১

বিষ্ণুর এখনই শক্তিসমূহের কথা বলিতেছি, যিনি পার্থিব লোকসমূহকে নির্মাণ করিয়াছেন। যিনি স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছেন উর্দ্ধে অন্তরিক্ষকে, বিবিধরূপে পরিক্রমণ করিয়া তিনবার, বিস্তারিতভাবে স্তুত (সেই বিষ্ণু) ॥ ১

প্র তদ্ বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ
মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণে-
ষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা ॥ ২

সেই বিষ্ণু বিশেষরূপে স্তুত হ'ন (তাঁহার) শক্তির জন্য, সিংহ যেমন ভয়ঙ্কর দুর্গমপ্রদেশচারী গিরিস্থিত (তাহার শক্তির জন্য স্তুত হয়)। যাঁহার বিস্তীর্ণ তিনটি পদসঞ্চরণে আশ্রিত হইয়া আছে নিখিল ভুবনসমূহ ॥ ২

যস্য ত্রী পূর্ণা মধুনা পদা-

ন্যক্ষীয়মাণা স্বধয়া মদন্তি।

য উ ত্রিধাতু পৃথিবীমুত দ্যা-

মেকো দাধার ভুবনানি বিশ্বা॥ ৩

যাঁহার তিনটি মধু (অমৃত) দ্বারা পূর্ণ পদ ক্ষয়হীনরূপে স্বকীয় রসে উল্লসিত হইয়া থাকে, যিনি তিনটি ধাতু বা উপাদানে (পৃথ্বী, জল ও তেজ) রচিত পৃথিবী ও দ্যুলোককে একাই ধারণ করিয়াছিলেন, নিখিল ভুবনসমূহকে (ধারণ করিয়াছিলেন)॥ ৩

তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং

নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।

উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা

বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ॥ ৫

সেই ইঁহার প্রিয় অন্তরিক্ষ যেন ব্যাপ্ত হই (প্রাপ্ত হই), দেবকামী মানুষ যেখানে আনন্দ করে। এইরূপে তিনিই বন্ধু। বিস্তীর্ণপদসঞ্চারী বিষ্ণুর পরম পদে অমৃতের উৎস (আছে)॥ ৫

তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ

যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।

অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ

পরমং পদমবভাতি ভূরি॥ ৬

সেই তোমাদের উভয়ের আবাসসমূহে যাইতে কামনা করি, যেখানে রশ্মি-সকল বহু-উত্তুঙ্গ ও অতিবিস্তৃত। এইখানেই সেই বহুগীত (কীর্তিত) বর্ষণশীল (বিষ্ণুর) পরম পদ প্রকাশিত প্রভূতরূপে॥ ৬

বিশ্বদেব

১.১৬৪

কো দদর্শ প্রথমং জায়মান-

মস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্তি।

ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক স্বিৎ

কো বিদ্বাংসমুপ গাৎ প্রষ্টুমেতৎ ॥ ৪

কে দেখিয়াছে প্রথম জায়মানকে—অস্থিবান্‌কে (অর্থাৎ দেহকে) যাহা (স্বয়ং) অস্থিশূন্য (হইয়া) ভরণ করে? পৃথিবী (অর্থাৎ জড়) হইতে প্রাণ, শোণিত-আত্মা (অর্থাৎ মাংস-রুধিরের মধ্যে প্রাণ বা আত্মা) কোথায়? কে জ্ঞানীর কাছে যাইবে জিজ্ঞাসা করিতে ইহা? ॥ ৪

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া

সমানং বৃক্ষং পরি ষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্ব-

ত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি ॥ ২০

দুই শোভনপক্ষযুক্ত সংযুক্ত সখাদ্বয় একই বৃক্ষকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া আছে। তাহাদের উভয়ের একজন পক্কফল স্বাদু ভক্ষণ করে, না খাইয়া অপরজন সন্নিহিত (হইয়া) শুধু দেখে ॥ ২০

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌

যস্মিন্‌ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।

যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি

য ইৎ তদ্‌ বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৩৯

ঋকের ক্ষরণরহিত পরম ব্যোমে, যাহাতে নিখিল দেবগণ আশ্রিত আছেন, যে তাহাকে জানে না (সে) ঋকের দ্বারা কি করিবে? যাহারাই তাহাকে জানিয়াছে সেই ইহারাই সম্যকরূপে অবস্থিত (বা সুস্থিত) থাকে ॥ ৩৯

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি

তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।

গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি

তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥ ৪৫

চারিটি বাক্যের পরিমিত পদ। সেইগুলি জানেন ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা মনীষী। গুহায় (অর্থাৎ গভীর গহনে) তিনটি নিহিত অভিব্যক্ত করেন না। চতুর্থ বাক্যের (পদটি) মনুষ্যগণ বলিয়া থাকে ॥ ৪৫

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু-

রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদ-

ন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ ৪৬

(তাঁহাকেই) ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি বলেন। আবার দ্যুতিমান্ তিনিই শোভনপক্ষযুক্ত গরুড়। একরূপে অবস্থিত (তাঁহাকেই) মেধাবিগণ বহুরূপে বলেন (অর্থাৎ বর্ণনা করেন)—অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা (বা বায়ু) বলেন ॥ ৪৬

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা-

স্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।

তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত

যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ৫০

যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ যজন (বা অনুষ্ঠান) করিয়াছিলেন দেবগণ। সেই সকলই প্রথম ধর্মসমূহ হইয়াছিল। সেই সকল মহিমা (বা মহিমাযুক্ত যজমানেরা) স্বর্গকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, যেখানে পূর্বের সাধ্য (বা কর্মলভ্য) দেবগণ আছেন ॥ ৫০

অগ্নি

১.১৮৯

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥ ১

হে অগ্নি! লইয়া চল সুপথ দিয়া সমৃদ্ধির প্রতি আমাদের। হে দ্যুতিমান্! নিখিল কর্মকে তুমি জান। বিযুক্ত কর আমাদের (সত্তা) হইতে কুটিল পাপকে। বারংবার তোমার প্রতি 'নমঃ' এই উক্তি করি (অর্থাৎ নমস্কার জানাই)॥ ১

অগ্নি

২.৬

ইমাং মে অগ্নে সমিধমিমামুপসদং বনেঃ।
ইমা উ ষু শ্রুধী গিরঃ॥ ১

হে অগ্নি! এই আমার সমিধ্ (যজ্ঞে প্রদীয়মান কাষ্ঠখণ্ড), এই আমার উপসদ্ (নামক যজ্ঞ বা আহুতি) সম্ভোগ কর। এই সকল স্তুতিবাক্য যথাযথভাবে শ্রবণ কর॥ ১

অয়া তে অগ্নে বিধেমোর্জোনপাদশ্বমিষ্টে।
এনা সূক্তেন সুজাত॥ ২

ইহার দ্বারা তোমাকে হে অগ্নি! পরিচারণা করি, হে বলের সন্তান! হে যজ্ঞে ব্যাপনশীল (অগ্নি)! এই স্তোত্রের দ্বারা (পরিতুষ্ট করি তোমাকে) হে শোভনজন্মা!॥ ২

তং ত্বা গীর্ভির্গির্বণসং দ্রবিণস্যুং দ্রবিণোদঃ।
সপর্যেম সপর্যবঃ ॥ ৩

সেই তোমাকে স্তুতি দ্বারা স্তবনীয়কে, ধনকামীকে—হে ধনদাতা! অর্চনা করি অর্চনশীল আমরা ॥ ৩

স বোধি সূরির্মঘবা বসুপতে বসুদাবন্।
যুযোধ্যস্মদ্দ্বেষাংসি ॥ ৪

সেই (তুমি) উদ্বুদ্ধ হও, জ্ঞানী সম্পদ্শালী, হে ধনাধিপতি! হে ধনদাতা! বিযুক্ত কর আমাদের নিকট হইতে শত্রুসমূহকে ॥ ৪

স নো বৃষ্টিং দিবস্পরি স নো বাজমনর্বাণম্।
স নঃ সহস্রিণীরিষঃ ॥ ৫

তিনি আমাদের বৃষ্টি (দান করুন্) দ্যুলোকের পার হইতে, তিনি আমাদের অবিচল বল (দান করুন্), তিনি আমাদের সহস্র (অর্থাৎ অজস্র) অন্ন (দান করুন্) ॥ ৫

ঈড়ানায়াবস্যবে যবিষ্ঠ দূত নো গিরা।
যজিষ্ঠ হোতরাগহি ॥ ৬

স্তুতিকারীর প্রতি, রক্ষাকামীর প্রতি, হে যুবতম দূত! আমাদের স্তুতিবাক্য দ্বারা, হে শ্রেষ্ঠ যজনশীল হোতা! আগমন কর ॥ ৬

অন্তর্হ্যগ্ন ঈয়সে বিদ্বাঞ্জন্মোভয়া কবে।
দূতো জন্যেব মিত্র্যঃ ॥ ৭

অন্তরে হে অগ্নি! গমন করিয়া থাক (তুমি), জানিয়া উভয় জন্মকে, হে ক্রান্তদর্শী! দূত যেমন মানুষেব হিতকারী বন্ধুরূপে (সব জানিয়া থাকে) ॥ ৭

স বিদ্বাঁ আ চ পিপ্রয়ো যক্ষি চিকিত্ব আনুষক্।
আ চাস্মিন্ সৎসি বর্হিষি ॥ ৮

সেই জ্ঞানী (তুমি) সর্বতোভাবে পরিপূরণ কর (আমাদের), যজন কর, হে বোদ্ধা! যথাক্রমে। আসীন হও এই কুশে ॥ ৮

ইন্দ্র

২.১২

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্
দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্‌রোদসী অভ্যসেতাং
নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ১

যিনি জাত হইয়াই শ্রেষ্ঠ মনস্বী, দ্যুতিমান্ (তিনি) (অন্য) দেবগণকে জ্ঞানের দ্বারা অতিক্রম করিয়াছিলেন, যাঁহার শারীরিক শক্তিতে দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত হইয়াছিল, বলের মহত্ত্বের দ্বারা তিনিই, হে জনগণ, ইন্দ্র॥ ১

যঃ পৃথিবীং ব্যথমানামদৃংহদ্
যঃ পর্বতান্ প্রকুপিতাঁ অরম্ণাৎ।
যো অন্তরিক্ষং বিমমে বরীয়ো
যো দ্যামস্তভ্নাৎ স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ২

যিনি কম্পমানা পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছিলেন, যিনি প্রকুপিত পর্বতসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, যিনি বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে বিশেষভাবে নির্মাণ করিয়াছিলেন, যিনি দ্যুলোককে স্তব্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই হে জনগণ, ইন্দ্র॥ ২

যো হত্বাহিমরিণাৎ সপ্ত সিন্ধূন্
যো গা উদাজদপধা বলস্য।
যো অশ্মনোরন্তরগ্নিং জজান
সংবৃক্ সমৎসু স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ৩

যিনি হনন করিয়া অহিকে, প্রসৃত করিয়াছিলেন সপ্ত সিন্ধুকে, যিনি রশ্মি-সমূহকে (অথবা গাভীগণকে) উদগমন করাইয়াছিলেন বলের (অসুরের) অবরোধ হইতে, যিনি মেঘের (অথবা প্রস্তরের) মধ্য হইতে অগ্নিকে (অথবা

বিদ্যুৎকে) উৎপাদন করিয়াছিলেন, যিনি সম্যক বিনাশকারী সংগ্রামে, তিনিই, হে জনগণ, ইন্দ্র ॥ ৩

যেনেমা বিশ্বা চ্যবনা কৃতানি
যো দাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ।
শ্বঘ্নীব যো জিগীবাঁল্লক্ষমাদ-
দর্যঃ পুষ্টানি স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৪

যাঁহার দ্বারা এই সকল চ্যুতিশীল (জগৎ) কৃত (অর্থাৎ সৃষ্ট) হইয়াছে, যিনি দাস জাতিকে নিম্নে গুহার (প্রেরণ)করিয়াছিলেন, ব্যাধের মত যিনি জয়শীল হইয়া লক্ষ্যকে গ্রহণ করেন, শত্রুর সম্পদ্‌সমূহকে, তিনিই, হে জনগণ, ইন্দ্র ॥ ৪

যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি ঘোর-
মুতেমাহুর্নৈ যো অস্তীত্যেনম্।
সো অর্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবা মিনাতি
শ্রদস্মৈ ধত্ত স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৫

যাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে কোথায় সেই ভয়ঙ্কর ? আরও বলে 'না ইনি নাই' ইহাকে (অর্থাৎ ইহার সম্বন্ধে)। তিনি শত্রুর সম্পদ্‌কে, পাশায় দানের মত, সর্বতোভাবে গ্রহণ করেন, বিশ্বাস ইহাতে পোষণ কর—তিনিই, হে জনগণ, ইন্দ্র ॥ ৫

যো রধ্রস্য চোদিতা যঃ কৃশস্য
যো ব্রহ্মণো নাধমানস্য কীরেঃ।
যুক্তগ্রাব্‌ণো যোঽবিতা সুশিপ্রঃ
সুতসোমস্য স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৬

যিনি সমৃদ্ধের (অর্থাৎ ধনীর) প্রেরক, যিনি দরিদ্রের, যিনি যাচনশীল, স্তুতিকারী ব্রাহ্মণের (প্রেরক বা রক্ষক), সুন্দর নাসাযুক্ত যিনি (সোমরস নিষ্কাসনের) প্রস্তরদ্বয়ের যোগকারীকে রক্ষা করেন, সোমরসনিষ্কাসনকারীরও (যিনি রক্ষক), তিনিই, হে জনগণ, ইন্দ্র ॥ ৬

যস্যাশ্বাসঃ প্রদিশি যস্য গাবো
যস্য গ্রামা যস্য বিশ্বে রথাসঃ।
যঃ সূর্যং য উষসং জজান
যো অপাং নেতা স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৭

যাঁহার অশ্বসমূহ প্রকৃষ্ট অনুশাসনে, যাঁহার গোসমূহ, যাঁহার গ্রামসমূহ, যাঁহার নিখিল রথসমূহ, যিনি সূর্যকে, যিনি উষাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যিনি জলরাশির প্রেরক, তিনিই, হে জনগণ, ইন্দ্র ॥ ৭

যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে
পরেঽবর উভয়া অমিত্রাঃ।
সমানং চিদ্ রথমাতস্থিবাংসা
নানা হবেতে স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৮

যাঁহাকে চীৎকারকারী পরস্পর সঙ্গত (দুই সৈন্য) বিবিধরূপে আহ্বান করে, শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট উভয় শত্রুগণই। একই রথে আরূঢ় (তাহারা) নানাভাবে আহ্বান করে, তিনিই, হে জনগণ, ইন্দ্র ॥ ৮

যস্মান্ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসো
যং যুধ্যমানা অবসে হবন্তে।
যো বিশ্বস্য প্রতিমানং বভুব
যো অচ্যুতচ্যুৎ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৯

যাঁহাকে ছাড়া বিজয়লাভ করে না জনগণ, যাঁহাকে যুদ্ধকারীগণ রক্ষার জন্য আহ্বান করে, যিনি নিখিলের প্রতিমা হইয়াছিলেন, যিনি অচ্যুতেরও (অর্থাৎ পর্বতাদিরও) চ্যুতিকারী—তিনিই, হে জনগণ, ইন্দ্র ॥ ৯

যঃ শশ্বতো মহ্যেনো দধানা-
নমন্যমানাঞ্ছর্বা জঘান।
যঃ শর্ধতে নানুদদাতি শৃধ্যাং
যো দস্যোর্হন্তা স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১০

যিনি বহুকে, প্রচুর পাপধারণকারীকে, অমান্যকারীকে বজ্র দ্বারা হনন করিয়াছিলেন, যিনি স্পর্ধাকারীর অনুমোদন করেন না স্পর্ধাকে, যিনি দস্যুর বিঘাতক, তিনিই হে জনগণ, ইন্দ্র ॥ ১০

যঃ শম্বরং পর্বতেষু ক্ষিয়ন্তং
চত্বারিংশ্যাং শরদ্যন্ববিন্দৎ।
ওজায়মানং যো অহিং জঘান
দানুং শয়ানং স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১১

যিনি শম্বরকে (সেই নামের অসুরকে) পর্বতসমূহে নিবাসকারীকে (আত্ম-গোপনকারীকে) চত্বারিংশ বৎসরে খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, বলপ্রকাশকারী অহিকে যিনি হনন করিয়াছিলেন শয়ান দানবকে, তিনিই, হে জনগণ, ইন্দ্র ॥ ১১

যঃ সপ্তরশ্মির্বৃষভস্তুবিষ্মা-
নবাসৃজৎ সর্তবে সপ্ত সিন্ধূন্।
যো রৌহিণমস্ফুরদ্ বজ্রবাহু-
র্দ্যামারোহন্তং স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১২

যিনি সপ্তরশ্মিযুক্ত, বর্ষণকারী, বলবান্, মুক্ত করিয়াছিলেন প্রবাহিত হওয়ার জন্য সপ্ত সিন্ধুকে। বজ্রবাহু যিনি দ্যুলোকে আরোহণকারী রৌহিণকে (সেই নামের অসুরকে) নিপাতিত করিয়াছিলেন, তিনিই, হে জনগণ, ইন্দ্র ॥ ১২

দ্যাবা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে
শুষ্মাচ্চিদস্য পর্বতা ভয়ন্তে।
যঃ সোমপা নিচিতো বজ্রবাহু-
র্যো বজ্রহস্তঃ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১৩

দ্যুলোক ও পৃথিবী ইঁহার প্রতি প্রণত হয়, পরাক্রম হইতে ইঁহার পর্বতসকল ভীত হয়, যিনি সোমপানকারী (রূপে) প্রখ্যাত, বজ্রের মত (দৃঢ়) যাঁর বাহু, বজ্র যাঁহার হস্তে, তিনিই, হে জনগণ, ইন্দ্র ॥ ১৩

যঃ সুন্বন্তমবতি যঃ পচন্তং

যঃ শংসন্তং যঃ শশমানমূতী।

যস্য ব্রহ্ম বর্ধনং যস্য সোমো

যস্যেদং রাধঃ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১৪

যিনি সবনকারীকে পালন করেন, যিনি পাককারীকে, যিনি (শস্ত্রাদি) শংসনকারীকে, যিনি রক্ষার জন্য (স্তোত্রাদি) পাঠকারীকে (পালন করেন), যাঁহার বর্ধনকারী বৃহৎ (স্তোত্র), যাঁহার (বর্ধনকারী) সোম, যাঁহার এই (যজ্ঞীয়) অন্ন, তিনিই, হে জনগণ, ইন্দ্র ॥ ১৪

যঃ সুন্বতে পচতে দুধ্র আ চিদ্

বাজং দর্দর্ষি স কিলাসি সত্যঃ।

বয়ং ত ইন্দ্র বিশ্বহ প্রিয়াসঃ

সুবীরাসো বিদথমা বদেম ॥ ১৫

দুর্ধর যে তুমি সবনকারীকে, পাককারীকে সর্বতোভাবে বল (বা অন্ন) বিশেষভাবে প্রাপ্ত করাও, সে তুমি যথার্থই আছ। আমরা তোমার, হে ইন্দ্র! চিরদিন প্রিয় শোভনবীর হইয়া স্তোত্র বলিব (স্তুতি করিব) ॥ ১৫

ইন্দ্র

৩.৪০

ইন্দ্র ত্বা বৃষভং বয়ং সুতে সোমে হবামহে।

স পাহি মধ্বো অন্ধসঃ ॥ ১

হে ইন্দ্র! তোমাকে বর্ষণকারীকে আমরা নিষ্কাসিত সোমরসে (তাহা পানের জন্য) আহ্বান করি। সেই (তুমি) পান কর মধুময় অন্ন ॥ ১

ইন্দ্র ক্রতুবিদং সুতং সোমং হর্য পুরুষ্টুত।
পিবা বৃষস্ব তাতৃপিম্॥ ২

হে ইন্দ্র! যজ্ঞের বেত্তা, নিষ্কাসিত (এই) সোমকে কামনা কর। হে বহুস্তুত (ইন্দ্র)! পান কর, সর্বতোভাবে সিঞ্চন কর এই তৃপ্তিকর (সোম)॥ ২

ইন্দ্র প্র ণো ধিতাবানং যজ্ঞং বিশ্বেভির্দেবেভিঃ।
তির়ঃ স্তবান বিশ্‌পতে॥ ৩

হে ইন্দ্র! প্রকৃষ্টরূপে আমাদের সম্ভৃতহবিযুক্ত যজ্ঞকে নিখিল দেবগণসহ বর্ধিত কর, হে স্তূয়মান লোকপতি!॥ ৩

ইন্দ্র সোমাঃ সুতা ইমে তব প্র যন্তি সৎপতে।
ক্ষয়ং চন্দ্রাস ইন্দবঃ॥ ৪

হে ইন্দ্র! এই নিষ্কাসিতরস সোমসকল তোমার (দিকে) চলিয়াছে। হে সৎপতি! জঠরের (প্রতি চলিয়াছে) আহ্লাদকর উজ্জ্বল (এই সোমরস)॥ ৪

দধিষ্বা জঠরে সুতং সোমমিন্দ্র বরেণ্যম্।
তব দ্যুক্ষাস ইন্দবঃ॥ ৫

ধারণ কর জঠরে অভিষুত বরণীয় (এই) সোম, হে ইন্দ্র! তোমার দ্যুলোকে বাস করে এই উজ্জ্বল (সোমসমূহ)॥ ৫

গির্বণঃ পাহি নঃ সুতং মধোর্ধারাভিরজ্যসে।
ইন্দ্র ত্বাদাতমিদ্ যশঃ॥ ৬

স্তুতি দ্বারা ভজনীয় (হে ইন্দ্র) পান কর আমাদের নিষ্কাসিত (এই সোমরস)। অমৃতের ধারা দ্বারা (তুমি) আনন্দিত হইয়া থাক। হে ইন্দ্র! তোমার দ্বারাই গৃহীত এই যশস্কর বা ব্যাপ্ত (সোমরস)॥ ৬

অভি দ্যুম্নানি বনিন ইন্দ্রং সচন্তে অক্ষিতা।
পীত্বী সোমস্য বাবৃধে॥ ৭

(দেবতাকে) সন্তজমান (যজমানের) অক্ষয় ও দীপ্যমান (সোমাদি) ইন্দ্রেতেই সমবেত হয় (অর্থাৎ ইন্দ্রকেই প্রাপ্ত হয়)। পান করিয়া সোমকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'ন (ইন্দ্র) ॥ ৭

অর্বাবতো ন আ গহি পরাবতশ্চ বৃত্রহন্।
ইমা জুষস্ব নো গিরঃ ॥ ৮

অর্বাচীন (অর্থাৎ নিকটস্থ দেশ) হইতে আমাদের নিকট আগমন কর, সুদূর হইতেও (আগমন কর) হে বৃত্রহা! এই সকল আমাদের স্তুতিবাক্যে প্রীত হও ॥ ৮

যদন্তরা পরাবতমর্বাবতং চ হূয়সে।
ইন্দ্রেহ তত আ গহি ॥ ৯

যে দূর ও নিকটের মধ্যে (যেখান হইতেই) আহূত হও, হে ইন্দ্র! এখানে সেখান হইতেই আগমন কর ॥ ৯

মিত্র

৩.৫৯

মিত্রো জনান্ যাতয়তি ব্রুবাণো
মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্।
মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভি চষ্টে
মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত ॥ ১

মিত্র জনগণকে গমন করান (কর্মে প্রেরণ করেন) স্তুত হইয়া (বা শব্দ করিয়া)। মিত্র ধারণ করেন পৃথিবী এবং দ্যুলোককে। মিত্র কর্মসমূহকে অনিমেষ (দৃষ্টিতে) দেখেন। মিত্রের উদ্দেশ্যে ঘৃতযুক্ত হবি আহুতি দাও ॥ ১

প্র স মিত্র মর্তো অস্তু প্রযস্বান্
যস্ত আদিত্য শিক্ষতি ব্রতেন।
ন হন্যতে ন জীয়তে ত্বোতো
নৈনমংহো অশ্নোত্যন্তিতো ন দূরাৎ ॥ ২

প্রকৃষ্টরূপে, হে মিত্র! সেই মানুষ হোক্ অন্নশালী, যে তোমার উদ্দেশে, হে আদিত্য! দান করে ব্রতের (যজ্ঞের) দ্বারা। না হত হয়, না জিত হয় তোমার দ্বাবা রক্ষিত (সেই লোক)। না ইহাকে পাপ প্রাপ্ত হয় (স্পর্শ করে) নিকট হইতে, না দূর হইতে ॥ ২

অনমীবাস ইড়য়া মদন্তো
মিতজ্ঞবো বরিমন্না পৃথিব্যাঃ।
আদিত্যস্য ব্রতমুপক্ষিয়ন্তো
বয়ং মিত্রস্য সুমতৌ স্যাম ॥ ৩

রোগশূন্য (হইয়া) ইডা (অর্থাৎ অন্ন) দ্বাবা আনন্দ কবিষা, পরিমিত জ্ঞানযুক্ত (অথবা জান্নুযুক্ত) হইয়া বিস্তীর্ণ (দেশে) এই পৃথিবীর, আদিত্যের ব্রত পালন কবতঃ আমরা মিত্রেব সুমতিতে (অর্থাৎ অনুগ্রহে) যেন থাকি ॥ ৩

অয়ং মিত্রো নমস্যঃ সুশেবো
রাজা সুক্ষত্রো অজনিষ্ট বেধাঃ।
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যা-
হপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ৪

এই মিত্র প্রণম্য, সুখসেব্য,রাজা,শোভনবলযুক্ত,বিধাতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। আমরা যজনীয় তাঁহার সুমতিতে এবং কল্যাণকর সৌমনস্যে যেন থাকি ॥ ৪

মহাঁ আদিত্যো নমসোপসদ্যো
যাতযজ্জনো গৃণতে সুশেবঃ।
তস্মা এতৎ পন্যতমায় জুষ্ট-
মগ্নৌ মিত্রায় হবিরা জুহোত ॥ ৫

মহান্ (এই) আদিত্য প্রণামের দ্বারা অভিগম্য। গমন করান্ (স্ব স্ব কর্মে) জনগণকে যিনি, (এমন এই মিত্র) স্তুতিকারীর নিকট সুখসেব্য। তাঁহার প্রতি, এই সর্বাপেক্ষা স্তবনীয়ের প্রতি, মিত্রের প্রতি প্রীতিকর এই হবি অগ্নিতে আহুতি দাও ॥ ৫

মিত্রস্য চর্ষণীধৃতোঽবো দেবস্য সানসি।
দ্যুম্নং চিত্রশ্রবস্তমম্ ॥ ৬

মনুষ্যের ধারক দ্যুতিমান্ মিত্রের রক্ষণ বা পালন (অথবা অন্ন) (সকলের) আশ্রয়ণীয়। (তাঁহার) দ্যুতি বিচিত্রতম কীর্তিযুক্ত ॥ ৬

অভি যো মহিনা দিবং মিত্রো বভূব সপ্রথাঃ।
অভি শ্রবোভিঃ পৃথিবীম্ ॥ ৭

যে মিত্র (স্বকীয়) মহিমা দ্বারা দ্যালোককে অভিভূত করিয়াছেন, তিনি প্রথিতযশা। কীর্তিসমূহের দ্বারা (অথবা অন্নের দ্বারা) পৃথিবীকেও অভি (-ভূত করিয়াছেন তিনি) ॥ ৭

মিত্রায় পঞ্চ যেমিরে জনা অভিষ্টিশবসে।
স দেবান্ বিশ্বান্ বিভর্তি ॥ ৮

মিত্রের প্রতি পঞ্চজন (জাতিসমূহ) উদ্‌গমন করিয়াছিল, (শত্রুর) অভিমুখে গমনকারীর বলযুক্ত (সেই মিত্রের প্রতি)। তিনি নিখিল দেবগণকে (বা দ্যুতিসমূহকে) পালন করেন ॥ ৮

মিত্রো দেবেষ্বায়ুষু জনায় বৃক্তবর্হিষে।
ইষ ইষ্টব্রতা অকঃ ॥ ৯

মিত্র দ্যুতিমান্ মনুষ্যসমূহের মধ্যে (যে) লোক কুশ ছিন্ন করিয়াছে (অর্থাৎ যজনশীল ঋত্বিক) তাহাকে অন্নসমূহ, যাহা দ্বারা ইষ্টকর্ম সিদ্ধ হয়, (দান) করেন ॥ ৯

উষা

৩.৬১

উষো বাজেন বাজিনি প্রচেতাঃ
স্তোমং জুষস্ব গৃণতো মঘোনি।
পুরাণী দেবি যুবতিঃ পুরন্ধি-
রনু ব্রতং চরসি বিশ্ববারে ॥ ১

হে উষস্! অন্নের দ্বারা অন্নবতি! ধনবতি! প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্তা হইয়া স্তুতিকারীর স্তোত্রসমূহ সেবন (অর্থাৎ গ্রহণ) কর। হে দেবি! প্রাচীনা যুবতী বহুকর্মময়ী (তুমি) অনু (-সরণ করতঃ) ব্রতকে (কর্মকে) বিচরণ করিয়া থাক, হে বিশ্বের বরণীয়া ॥ ১

উষো দেব্যমর্ত্যা বি ভাহি
চন্দ্ররথা সূনৃতা ঈরয়ন্তী।
আ ত্বা বহন্তু সুযমাসো অশ্বা
হিরণ্যবর্ণাং পৃথুপাজসো যে ॥ ২

হে উষা দেবি! অমরণশীলা (তুমি) বিশেষভাবে প্রকাশিত হও উজ্জ্বলরথযুক্তা, শোভনসত্য উচ্চারণ করতঃ। তোমাকে, আবহন করিয়া আনুক্ সুনিয়ন্ত্রিত অশ্বসমূহ, স্বর্ণবর্ণাকে, প্রভূতবলশালী যাহারা ॥ ২

উষঃ প্রতীচী ভুবনানি বিশ্বো-
র্ধ্বা তিষ্ঠস্যমৃতস্য কেতুঃ।
সমানমর্থং চরণীয়মানা
চক্রমিব নব্যস্যাববৃৎস্ব ॥ ৩

হে উষস্! অভিমুখীনা (অর্থাৎ সম্মুখে) নিখিল ভুবনের উর্ধ্বে (তুমি) অবস্থিত থাক, অমৃতের (অর্থাৎ সূর্যের) কেতু (বা জ্ঞাপিকা) রূপে। একই অর্থে (বা

মার্গে) বিচরণশীলা (তুমি) চক্রের মত, হে (নিত্য) নবায়মানা, আবর্তিত হও (অর্থাৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আস) ॥ ৩

অব স্যূমেব চিন্বতী মঘো-

ন্যুষা যাতি স্বসরস্য পত্নী।

স্বর্জনন্তী সুভগা সুদংসা

আন্তাদ্ দিবঃ পপ্রথ আ পৃথিব্যাঃ ॥ ৪

বস্ত্রের মত অবচয়ন করিতে করিতে ধনবতী উষা যাইতেছেন, সূর্যের (বা দিনের) যিনি পত্নী। আলোককে জন্মদান করতঃ সৌভাগ্যশীলা, শোভনকর্মা (এই উষা) প্রান্ত হইতে দ্যুলোকের বিস্তৃত হইয়াছেন পৃথিবী পর্যন্ত ॥ ৪

অচ্ছা বো দেবীমুষসং বিভাতীং

প্র বো ভরধ্বং নমসা সুবৃক্তিম্।

ঊর্ধ্বং মধুধা দিবি পাজো অশ্রেৎ

প্র রোচনা রুরুচে রণ্বসন্দৃক্ ॥ ৫

(হে স্তোতৃগণ) লক্ষ্য করিয়া তোমাদের দ্যোতমানা দেবী উষাকে, প্রকৃষ্টরূপে ভরণ কর (অর্থাৎ সম্পাদন কর) তোমাদের নমস্কারের সহিত সুন্দর স্তুতি। ঊর্ধ্বে মধুধারিণী (এই উষা) দ্যুলোকে তেজকে আশ্রয় করিয়াছেন। প্রকৃষ্ট দ্যুতিশীলা দীপ্যমানা হইয়াছেন (এই) রমণীয়দর্শনা (উষা) ॥ ৫

ঋতাবরী দিবো অর্কৈরবো-

ধ্যা রেবতী রোদসী চিত্রমস্থাৎ।

আয়তীমগ্ন উষসং বিভাতীং

বামমেষি দ্রবিণং ভিক্ষমাণঃ ॥ ৬

সত্যময়ী (এই উষা) দ্যুলোকের তেজঃসমূহের দ্বারা পরিজ্ঞাতা হইয়াছেন। ধনশালিনী (এই উষা) দ্যুলোক ও ভূলোককে বিচিত্ররূপে অধিষ্ঠান

করিয়াছেন। হে অগ্নি! আগমনকারিণী দ্যোতমানা উষাকে (অর্থাৎ উষার কাছে) ভিক্ষা করিয়া (তুমি) কাম্য ধন পাইয়া থাক ॥ ৬

ঋতস্য বুধ্ন উষসামিষণ্যন্
বৃষা মহী রোদসী আবিবেশ।
মহী মিত্রস্য বরুণস্য মায়া
চন্দ্রেব ভানুং বিদধে পুরুত্রা ॥ ৭

সত্যের মূলে উষাকে প্রেরণ করিয়া বর্ষণকারী (আদিত্য) বিশাল দ্যুলোক ও ভূলোকে আবিষ্ট হইয়াছেন। মহতী মিত্রের ও বরুণের এই মায়া (অর্থাৎ প্রভারূপিণী এই উষা) চন্দ্রের মত (আপন) দীপ্তিকে বিধান (অর্থাৎ স্থাপন) করিয়াছেন বহুস্থলে ॥ ৭

সবিতা

৩.৬২

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১০

সেই সবিতার বরণীয় জ্যোতি দ্যুতিমানের ধ্যান করি, ধীসমূহকে (বুদ্ধি বা কর্মকে) যিনি আমাদের প্রেরণ করেন ॥ ১০

দেবস্য সবিতুর্বয়ং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধ্যা।
ভগস্য রাতিমীমহে ॥ ১১

দ্যুতিমান্ সবিতার আমরা বল কামনা করিয়া, স্তুতি দ্বারা সম্পদের দান যাচনা করি ॥ ১১

দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞৈঃ সুবৃক্তিভিঃ।
নমস্যন্তি ধিয়েষিতাঃ ॥ ১২

মেধাবী নরগণ (অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণ) দ্যুতিমান্ সবিতাকে যজ্ঞসমূহের দ্বারা, শোভন বচন (বা স্তুতি) দ্বারা নমস্কার করিয়া থাকেন ধী দ্বারা প্রেরিত হইয়া ॥ ১২

সবিতা

৪.৫৩

তদ্ দেবস্য সবিতুর্বার্যং মহদ্
বৃণীমহে অসুরস্য প্রচেতসঃ।
ছর্দির্যেন দাশুষে যচ্ছতি ত্মনা
তন্নো মহাঁ উদয়ান্ দেবো অক্তুভিঃ ॥ ১

সেই দ্যুতিমান্ সবিতার বরণীয় মহৎ (তেজ) বরণ করি, (সেই) শক্তিধরের প্রাজ্ঞের তেজ, যাহা দানকারীকে (যজমানকে) দিয়া থাকেন স্বয়ংই। তাহা (সেই তেজ), আমাদের জন্য সেই মহান্ দেবতা উদিত করুন্ দিনে দিনে ॥ ১

দিবো ধর্তা ভুবনস্য প্রজাপতিঃ
পিশঙ্গং দ্রাপিং প্রতি মুঞ্চতে কবিঃ।
বিচক্ষণঃ প্রথয়ন্নাপৃণন্নুর্ব-
জীজনৎ সবিতা সুম্নমুক্থ্যম্ ॥ ২

দ্যুলোকের ধারক, ভুবনেরও (ধারক), প্রজার পালক হিরণ্যবর্ণ আচ্ছাদন প্রতিমুক্ত (উন্মুক্ত) করেন ক্রান্তদর্শী (সেই সবিতা)। বিচক্ষণ (অর্থাৎ বিশিষ্ট দ্রষ্টা) প্রথিত (বা বিস্তৃত) করিয়া, আপুরিত করিয়া প্রভূতরূপে উৎপাদন করিয়াছেন সেই সবিতা সুন্দর স্তুতি ॥ ২

আপ্রা রজাংসি দিব্যানি পার্থিবা

শ্লোকং দেবঃ কৃণুতে স্বায় ধর্মণে।

প্র বাহূ অস্রাক্ সবিতা সবীমনি

নিবেশয়ন্ প্রসুবন্নক্তুভির্জগৎ ॥ ৩

আপুরিত করিয়াছেন লোকসমূহ দিব্য ও পার্থিব (স্বকীয় তেজ দ্বারা)। দীপ্তি, সেই দেবতা (সৃষ্টি) করেন স্বকীয় ধারণের জন্য। বাহুদ্বয়কে প্রসারিত করিয়াছেন সবিতা প্রসবকর্মেতে, নিবিষ্ট করিয়া, প্রসূত করিয়া (আপন) কান্তি দ্বারা জগৎকে ॥ ৩

অদাভ্যো ভুবনানি প্রচাকশদ্

ব্রতানি দেবঃ সবিতাভি রক্ষতে।

প্রাস্রাগ্ বাহূ ভুবনস্য প্রজাভ্যো

ধৃতব্রতো মহো অজ্মস্য রাজতি ॥ ৪

অবাধিত (রূপে) ভুবনসমূহকে উদ্ভাসিত করিয়া ব্রতসমূহকে (বা কর্মসকলকে) দ্যুতিমান্ সবিতা সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। প্রসারিত করেন বাহুদ্বয়কে ভুবনের জনগণের প্রতি। ব্রতধারী (অর্থাৎ কর্মের ধারণকর্তা তিনি) বিপুল জগতের অধীশ্বর (বা প্রকাশক) হ'ন ॥ ৪

ত্রিরন্তরিক্ষং সবিতা মহিত্বনা

ত্রী রজাংসি পরিভূস্ত্রীণি রোচনা।

তিস্রো দিবঃ পৃথিবীস্তিস্র ইন্বতি

ত্রিভির্ব্রতৈরভি নো রক্ষতি ত্মনা ॥ ৫

ত্রিবিধ অন্তরিক্ষকে সবিতা (আপন) মহত্বের দ্বারা (পরিব্যাপ্ত করেন); তিন লোককে সর্বতোভাবী (সবিতা ব্যাপ্ত করেন), তিন দীপ্যমান, তিন দ্যুলোককে, তিন পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করেন। ত্রিবিধ ব্রতের দ্বারা সর্বতোভাবে আমাদের রক্ষা করেন স্বস্বরূপে ॥ ৫

বৃহৎসুম্নঃ প্রসবীতা নিবেশনো
জগতঃ স্থাতুরুভয়স্য যো বশী।
স নো দেবঃ সবিতা শর্ম যচ্ছ-
ত্বস্মে ক্ষয়ায় ত্রিবরূথমংহসঃ ॥ ৬

বিপুল সুখ (-স্বরূপ), প্রসবিতা (বা সৃষ্টিকর্তা), আশ্রয়স্থল, জঙ্গম ও স্থাবর উভয়ের যিনি নিয়ামক, সেই দ্যুতিমান্ সবিতা আমাদের সুখ (বা জ্ঞান) দান করুন্, আমাদের অংহ (বা পাপের) ত্রিবিধ স্থান (বা আবাসস্থল) ক্ষয় (বা বিনাশের) জন্য ॥ ৬

আগন্ দেব ঋতুভির্বর্ধতু ক্ষয়ং
দধাতু নঃ সবিতা সুপ্রজামিষম্।
স নঃ ক্ষপাভিরহভিশ্চ জিন্বতু
প্রজাবন্তং রয়িমস্মে সমিন্বতু ॥ ৭

আগমন করুন্ দ্যুতিমান্ (সবিতা) ঋতুদের সঙ্গে, বর্ধিত করুন্ নিবাসস্থলকে (অর্থাৎ সমৃদ্ধ করুন্ গৃহকে); ধারণ করুন্ (বা দান করুন্) আমাদের সবিতা শোভন সন্ততিগণকে ও অন্নকে। তিনি আমাদের রাত্রে ও দিনে (অর্থাৎ সর্বদা) প্রীতি করুন্। সন্ততিযুক্ত সম্পদ্ আমাদের সম্যক্রূপে ব্যাপ্ত করুক্ (অর্থাৎ প্রাপ্ত হোক্) ॥ ৭

বামদেব

৪.২৬

অহং মনুরভবং সূর্যশ্চা-
হং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জুনেয়ং ন্যৃঞ্জে
অহং কবিরুশনা পশ্যতা মা ॥ ১

আমি মনু হইয়াছিলাম, সূর্যও, আমি কক্ষীবান্ (নামক) ঋষি হই মেধাবী। আমি কুৎস আর্জুনেয় (নামক ঋষিকে) প্রসাধিত করি। আমি ক্রান্তদর্শী উশনা (নামক) ঋষি। দেখ (সর্বস্বরূপ) আমাকে ॥ ১

অহং ভূমিমদদামার্যায়াহং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়।
অহমপো অনয়ং বাবশানা মম দেবাসো অনু কেতমায়ন্ ॥ ২

আমি ভূমি দিয়াছি আর্যকে, আমি বৃষ্টি (দিয়াছি) (আহুতি-) দানশীল মানবকে, আমি জলসমূহকে (বহন করিয়া) লইয়া গিয়াছি (যাহারা) গর্জনশীল। দেবগণ আমার ইচ্ছা অনুসরণ করিয়া আগমন করিয়া থাকেন ॥২

অহং পুরো মন্দসানো ব্যৈরং নব সাকং নবতীঃ শম্বরস্য।
শততমং বেশ্যং সর্বতাতা দিবোদাসমতিথিগ্বং যদাবম্ ॥ ৩

আমি শম্বরনামক অসুরের নিরানব্বইটি পুর একসঙ্গেই সোমমত্ত হইয়া বিধ্বস্ত করিয়াছি। শততম (পুরটিকে) নিবাসযোগ্য (করিয়াছি), যজ্ঞে দিবোদাস (নামক রাজর্ষিকে), অতিথির প্রতি গমনকারীকে যখন রক্ষা (বা পালন) করিয়াছিলাম ॥ ৩

ইন্দ্র

৪.৩১

কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা।
কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ ১

কাহার দ্বারা আমাদের (প্রতি) বিচিত্র (ইন্দ্র) অভিমুখ হইবেন রক্ষণের জন্য, (যিনি) সদা বর্ধনশীল বন্ধু? কোন্ বলিষ্ঠ বর্তন বা কর্ম দ্বারা (অভিমুখ হইবেন)? ॥ ১

কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ।
দৃলহা চিদারুজে বসু ॥ ২

তোমাকে কোন্ যথার্থ মাদকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সোমরস মাতাইবে, (শক্রর) দৃঢ় (অর্থাৎ দুর্ভেদ্য) সম্পদ্‌কেও সর্বতোভাবে বিনষ্ট করার জন্য? ॥ ২

দধিক্রাঃ

৪.৩৯

দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখাকরৎ প্রাণ আয়ুংষি তারিষৎ ॥ ৫

দধিক্রাবার (স্তুতি) করিলাম, জয়শীলের, অশ্বের বেগশালীর। সুরভিত আমাদের মুখ করুন্। প্রকৃষ্টরূপে আমাদের আয়ুকে বর্ধিত করুন্ ॥ ৫

ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্মিং

ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব ।

মধুশ্চুতং ঘৃতমিব সুপূত-

মৃতস্য নঃ পতয়ো মৃড়য়ন্তু ॥ ২

ক্ষেত্রের হে পতি ! মধুমান্ ঊর্মিকে (অর্থাৎ জলরাশিকে), ধেনু যেমন দুগ্ধকে (ক্ষরণ করে তেমনি), আমাদের জন্য দোহন কর, (যে ঊর্মি) মধুস্রাবি, ঘৃতের মত সুপবিত্র। ঋতের অধিপতিগণ আমাদের সুখী করুন্ ॥ ২

মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো

মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষম্ ।

ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্ নো অস্ত্ব-

রিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম ॥ ৩

মধুমতী (হোক্) ওষধি, দ্যুলোকসমূহ ও জলরাশি, মধুমান্ আমাদের প্রতি হোক্ অন্তরিক্ষ। ক্ষেত্রের স্বামী মধুমান্ আমাদের প্রতি হউন্। অহিংসিত (থাকিয়া) পশ্চাতে ইহার বিচরণ করিব (আমরা) ॥ ৩

অগ্নি বা সূর্য

৪.৫৮

চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা

দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।

ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি

মহো দেবো মর্ত্যাঁ আ বিবেশ ॥ ৩

চারিটি শৃঙ্গ, তিনটি ইঁহার পাদ, দুইটি মস্তক, সাতটি হস্ত ইঁহার। তিনভাবে বাঁধা বৃষভ গর্জন করিতেছেন। (সেই) মহান্ দেবতা মর্ত্য সব কিছুতে আবিষ্ট (অর্থাৎ প্রবিষ্ট) হইয়াছেন ॥ ৩

অগ্নি

৫.৩

ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যৎ

ত্বং মিত্রো ভবসি যৎ সমিদ্ধঃ।

ত্বে বিশ্বে সহসস্পুত্র দেবা-

স্ত্বমিন্দ্রো দাশুষে মর্ত্যায় ॥ ১

তুমিই, হে অগ্নি, বরুণ (রূপে) জাত হও যে, তুমি মিত্র হও যে সমিদ্ধ (অর্থাৎ প্রদীপ্ত হইয়া)। তোমাতেই নিখিল দেবগণ (আশ্রিত), হে বলের পুত্র! তুমিই ইন্দ্র, দানশীল মানবের (অর্থাৎ যজমানের) প্রতি ॥ ১

বিশ্বদেব

৫.৪৪

যো জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তে

যো জাগার তমু সামানি যন্তি।

যো জাগার তময়ং সোম আহ

তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ ॥ ১৪

যিনি জাগিয়া আছেন তাঁহাকেই ঋক্‌সমূহ কামনা করে, যিনি জাগিয়া আছেন তাঁহার (প্রতিই) সামসমূহ গমন করিয়া থাকে, যিনি জাগিয়া আছেন তাঁহাকেই এই সোম বলিয়া থাকে : 'তোমারই আমি আছি বন্ধুত্বে নিত্যনিবাসী' ॥ ১৪

অগ্নির্জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তে-

হগ্নির্জাগার তমু সামানি যন্তি।

অগ্নির্জাগার তময়ং সোম আহ

তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ ॥ ১৫

অগ্নিই জাগিয়া আছেন, তাঁহাকেই ঋক্‌সমূহ কামনা করে। অগ্নিই জাগিয়া আছেন, তাঁহার প্রতিই সামসমূহ গমন করে। অগ্নিই জাগিয়া আছেন, তাঁহাকেই এই সোম বলে : 'তোমারই আমি আছি বন্ধুত্বে নিত্যনিবাসী' ॥ ১৫

বিশ্বদেব

৫.৫১

স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ

স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্বণঃ।

স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ

স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা॥ ১১

মঙ্গল আমাদের করুন্ অশ্বিদ্বয় (ও) ভগ। মঙ্গল (করুন্) দেবী অদিতি। মঙ্গল পূষা প্রাণদীপ্ত আধান করুন্ আমাদের। মঙ্গল (করুন্) দ্যুলোক ও ভূলোক শোভন বুদ্ধি দ্বারা॥ ১১

স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রবামহৈ

সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ।

বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে

স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ॥ ১২

মঙ্গলের জন্য বায়ুকে বলিব (স্তুতি করিব)। সোমকে মঙ্গলের জন্য (বলিব), ভুবনের যিনি পতি (বা পালক)। বৃহস্পতিকে, নিখিল (দেব)গণকে মঙ্গলের জন্য (বলিব)। মঙ্গলের জন্য (অর্থাৎ নিমিত্ত) আদিত্যগণ হোন্ আমাদের প্রতি॥ ১২

বিশ্বে দেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে

বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে।

দেবা অবন্ত্বৃভবঃ স্বস্তয়ে

স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ॥ ১৩

নিখিল দেবগণ আমাদের আজ মঙ্গলের নিমিত্ত (হোন্)। বৈশ্বানর বসু অগ্নি মঙ্গলের নিমিত্ত (হোন্)। দেবগণ রক্ষা করুন্, ঋভুগণ, মঙ্গলের নিমিত্ত। মঙ্গল (করুন্) আমাদের রুদ্র, রক্ষা করুন্ পাপ হইতে॥ ১৩

স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি।
স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি ॥ ১৪

মঙ্গল (কর) হে মিত্র ও বরুণ! মঙ্গল (কর) হে পথ্যা! সম্পদশালিনী (দেবি)! মঙ্গল (কর) আমাদের ইন্দ্র এবং অগ্নিও। মঙ্গল আমাদের হে অদিতি! কর ॥ ১৪

স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্যাচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সং গমেমহি ॥ ১৫

মঙ্গলকর পথে বিচরণ করিব (আমরা) সূর্য ও চন্দ্রের মত। আরও (অর্থাৎ পুনশ্চ) দানকারীর সহিত, অহিংসকের সহিত, পরিচিতের সহিত যেন সম্মিলিত হই (আমরা) ॥ ১৫

মিত্রাবরুণ

৫.৬৮

প্র বো মিত্রায় গায়ত বরুণায় বিপা গিরা।
মহিক্ষত্রাবৃতং বৃহৎ ॥ ১

প্রকৃষ্টরূপে তোমরা মিত্রের উদ্দেশ্যে গান কর (এবং) বরুণের উদ্দেশ্যে, ব্যাপক (অর্থাৎ বিস্তৃত) বাণী দ্বারা, (যাঁহারা উভয়ে) মহাবল (তাঁহাদের উদ্দেশ্যে) ঋত (অর্থাৎ স্তোত্র) বৃহৎ (অর্থাৎ বহু বা অনেক) (গান কর) ॥ ১

সম্রাজা যা ঘৃতযোনী মিত্রশ্চোভা বরুণশ্চ।
দেবা দেবেষু প্রশস্তা ॥ ২

সম্রাট্ যাঁহারা, দীপ্তির (বা উদকের) উৎস, মিত্র এবং বরুণ উভয়ে, দেবগণের মধ্যে (যাঁহারা) দেব (অর্থাৎ দ্যুতিমান্) প্রকৃষ্টরূপে শস্ত (অর্থাৎ স্তুত) ॥ ২

তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য মহো রায়ো দিব্যস্য।
মহি বাং ক্ষত্রং দেবেষু॥ ৩

তাঁহারা উভয়ে আমাদের (দান করিতে) সমর্থ হোন্ পার্থিব এবং দিব্য বিপুল সম্পদ্। মহৎ তোমাদের বল (বা শক্তি) দেবগণের মধ্যে (হে মিত্রাবরুণ !)॥ ৩

ঋতমৃতেন সপন্তেষিরং দক্ষমাশাতে।
অদ্রুহা দেবৌ বর্ধেতে॥ ৪

ঋতকে ঋতের দ্বারা স্পর্শ করতঃ ইচ্ছা বা কামনাযুক্ত দক্ষ (অর্থাৎ নিপুণ যজমানকে) (তোমরা) ব্যাপ্ত কর। দ্রোহহীন (এই) দেবতাদ্বয় বর্ধিত হইতেছেন॥ ৪

বৃষ্টিদ্যাবা রীত্যাপেষস্পতী দানুমত্যাঃ।
বৃহন্তং গর্তমাশাতে॥ ৫

বর্ষণকারী দ্যুলোক যাঁহাদের উভয়ের জন্য, কামনার আপ্তি- (অর্থাৎ পূরণ-) কারক যাঁহারা, অন্নের অধিপতি দানযুক্তার, (এমন মিত্র ও বরুণ) বিরাট রথে আরূঢ় হইয়াছেন (যজ্ঞস্থলে আসিবার জন্য)॥ ৫

সবিতা

৫,৮২

তৎ সবিতুর্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনম্।
শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি॥ ১

সেই সবিতার বরণ করি আমরা দ্যুতিমানের পালন (বা ভোগ্য ধন)। (যাহা) শ্রেষ্ঠ, সকলের উত্তম ধারণকারী, (শত্রুর) হিংসাকারী (সেই) সৌন্দর্যের (অর্থাৎ দ্যুতির) ধ্যান করি॥ ১

অস্য হি স্বযশস্তরং সবিতুঃ কচ্চন প্রিয়ম্।
ন মিনন্তি স্বরাজ্যম্ ॥ ২

এই সবিতারই স্বকীয় শ্রেষ্ঠ যশ, (যাহা সকলের) প্রিয়, কেহ হিংসা (অর্থাৎ বিনাশ) করিতে পারেনা সেই স্বকীয় দীপ্তি (বা ঐশ্বর্য) ॥ ২

স হি রত্নানি দাশুষে সুবাতি সবিতা ভগঃ।
তং ভাগং চিত্রমীমহে ॥ ৩

তিনিই রত্নসমূহ (হবিঃ-) দানকারীকে প্রেরণ করেন, সবিতা সুন্দর (বা ভজনীয়)। সেই ভজনীয় বিচিত্র (সম্পদ্) যাচনা করি ॥ ৩

অদ্যা নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎ সাবীঃ সৌভগম্।
পরা দুঃস্বপ্ন্যং সুব ॥ ৪

আজ আমাদের হে দ্যুতিমান্ সবিতা! প্রজাযুক্ত (অর্থাৎ সন্ততিসহ) সৌভাগ্য প্রেরণ কর। দুঃস্বপ্নকে দূর কর ॥ ৪

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরা সুব।
যদ্ ভদ্রং তন্ন আ সুব ॥ ৫

হে দ্যুতিমান্ সবিতা! নিখিল দুরিতকে (অর্থাৎ পাপকে) বিদূরিত কর। যাহা মঙ্গল তাহা আমাদের আনয়ন কর ॥ ৫

অনাগসো অদিতয়ে দেবস্য সবিতুঃ সবে।
বিশ্বা বামানি ধীমহি ॥ ৬

অনপরাধী (অর্থাৎ নিষ্পাপ) অদিতির (অর্থাৎ ভূমি বা পৃথিবীর) প্রতি (হইব) দ্যুতিমান্ সবিতার প্রেরণায় (বা আদেশে)। নিখিল ভজনীয় (সম্পদ্ বা জ্যোতিকে) ধ্যান করি ॥ ৬

আ বিশ্বদেবং সৎপতিং সূক্তৈরদ্যা বৃণীমহে।
সত্যসবং সবিতারম্ ॥ ৭

নিখিলদেব (-স্বরূপ), সত্যের পালক, সত্যের উৎপাদক (বা প্রসবকারী) সবিতাকে আজ সূক্ত- (অর্থাৎ স্তোত্র-) সমূহের দ্বারা বরণ করি ॥ ৭

য ইমে উভে অহনী পুর এত্যপ্রযুচ্ছন্।
স্বাধীর্দেবঃ সবিতা ॥ ৭

যিনি এই উভয় লোকের (অথবা দিবা-রাত্রির) সম্মুখে আগমন করেন অপ্রতিহতরূপে, শোভনধ্যান (বা শোভনকর্মা) দ্যুতিমান্ সবিতা (তাঁহাকে বরণ করি) ॥ ৭

য ইমা বিশ্বা জাতান্যাশ্রাবয়তি শ্লোকেন।
প্র চ সুবাতি সবিতা ॥ ৮

যিনি এই নিখিল জাতসমূহকে (অর্থাৎ প্রাণিবর্গকে) সর্বতোভাবে অভিষিক্ত করেন দীপ্তি দ্বারা, প্রকৃষ্টরূপে প্রেরণ করেন সবিতা (তাঁহাকে বরণ করি) ॥ ৮

বরুণ

৫.৮৫

প্র সম্রাজে বৃহদর্চা গভীরং
ব্রহ্ম প্রিয়ং বরুণায় শ্রুতায়।
বি যো জঘান শমিতেব চর্মো-
পস্তিরে পৃথিবীং সূর্যায় ॥ ১

প্রকৃষ্টরূপে সম্রাটের (বা সম্যক্‌রূপে দীপ্যমানের) উদ্দেশ্যে বৃহৎ (বা প্রভূত) অর্চনা (অর্থাৎ স্তুতি) কর, (যে-স্তুতি) গভীর, ব্যাপক, প্রিয় বরুণের উদ্দেশ্যে, বিশ্রুতের (অর্থাৎ প্রখ্যাতের) উদ্দেশ্যে। বিশেষরূপে যিনি হনন (অর্থাৎ পিটাইয়া বিস্তৃত) করিয়াছেন পৃথিবীকে, পশুঘাতী যেমন চর্মকে (বিস্তৃত করে), আস্তরণের জন্য সূর্যের ॥ ১

বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান

বাজমর্বৎসু পয় উস্রিয়াসু।

হৃৎসু ক্রতুং বরুণো অপ্স্বগ্নিং

দিবি সূর্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ ॥ ২

(যে) বরুণ বনসমূহে অন্তরিক্ষকে বিস্তৃত করিয়াছেন, বলকে (বা শক্তিকে) অশ্বসমূহে, দুগ্ধকে গোসমূহে, হৃদয়ে সংকল্পকে, জলসমূহে অগ্নিকে। দ্যুলোকে সূর্যকে আধান (অর্থাৎ স্থাপন) করিয়াছেন, সোমকে অদ্রিতে (অর্থাৎ পর্বতে) ॥ ২

নীচীনবারং বরুণঃ কবন্ধং

প্র সসর্জ রোদসী অন্তরিক্ষম্।

তেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা

যবং ন বৃষ্টির্ব্যুনত্তি ভূম ॥ ৩

নিম্নমুখ (অর্থাৎ অধোমুখ করিয়া) বরুণ মেঘকে প্রকৃষ্টরূপে সৃষ্টি (অর্থাৎ বিস্তার) করিয়াছেন দ্যুলোক-ভূলোক অন্তরিক্ষের প্রতি। তাহার দ্বারা (অর্থাৎ মেঘের বা জলের দ্বারা) নিখিল ভুবনের রাজা (বরুণ), যবকে যেমন বৃষ্টি (ক্লিন্ন করে তেমনি) আর্দ্র (বা ক্লিন্ন) করেন ভূমিকে (বা পৃথিবীকে) ॥ ৩

উনত্তি ভূমিং পৃথিবীমুত দ্যাং

যদা দুগ্ধং বরুণো বষ্ট্যাদিৎ।

সমভ্রেণ বসত পর্বতাস-

স্তবিষীয়ন্তঃ শ্রথয়ন্ত বীরাঃ ॥ ৪

আর্দ্র করেন ভূমিকে, পৃথিবীকে (বা অন্তরিক্ষকে) এবং দ্যুলোককে, যখন দুগ্ধকে (অর্থাৎ ওষধি প্রভৃতির রসকে) বরুণ কামনা করেন। অনন্তরই সম্যকরূপে অভ্রের (অর্থাৎ মেঘের) দ্বারা আচ্ছাদন করেন পর্বতসমূহকে। বলকামী বীরগণ (বা বিশেষরূপে প্রেরক মরুদ্গণ) (তখন) শিথিল করেন (বা ছড়াইয়া দেন মেঘকে) ॥ ৪

ইমামূ ম্বাসুরস্য শ্রুতস্য
মহীং মায়াং বরুণস্য প্র বোচম্।
মানেনেব তস্থিবাঁ অন্তরিক্ষে
বি যো মমে পৃথিবীং সূর্যেণ ॥ ৫

এই আসুরের (অর্থাৎ প্রাণবন্তের), বিশ্রুতের বরুণের, মহতী মায়াকে (অর্থাৎ মায়ার কথা) প্রকৃষ্টরূপে বলিলাম। মানের (অর্থাৎ পরিমাপক দণ্ডের) দ্বারা যেন, স্থিত হইয়া অন্তরিক্ষে যিনি বিশেষরূপে পরিমাপ করিয়াছেন পৃথিবীকে সূর্যের দ্বারা ॥ ৫

ইমামূ নু কবিতমস্য মায়াং
মহীং দেবস্য নকিরা দধর্ষ।
একং যতুদ্না ন পৃণন্ত্যেনী-
রাসিঞ্চতীরবনয়ঃ সমুদ্রম্ ॥ ৬

কবিতমের (অর্থাৎ প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠের) দ্যুতিমানের এই মহতী মায়াকে (কেহ) ধর্ষণ (অর্থাৎ হিংসা বা বিনাশ) করিতে পারে না। একটি সমুদ্রকে যেহেতু উদকের দ্বারা পুরণ করিতে পারে না গমনশীলা (বা শুভ্রবর্ণা) (জল-) সিঞ্চন-কারিণী নদীসমূহ। (অর্থাৎ ইহা বরুণের মহতী মায়ার একটি নিদর্শন যে নিরন্তর জলসিঞ্চনেও নদীসমূহ সমুদ্রকে আপুরিত করিতে পারে না) ॥ ৬

অর্যম্যং বরুণ মিত্র্যং বা
সখায়ং বা সদমিদ্ ভ্রাতরং বা।
বেশং বা নিত্যং বরুণারণং বা
যৎ সীমাগশ্চকৃমা শিশ্রথস্তৎ ॥ ৭

অর্যমার প্রতি, হে বরুণ! অথবা মিত্রের প্রতি বা সখার (অর্থাৎ বন্ধুর) প্রতি বা সদাই ভ্রাতার প্রতি বা প্রতিবেশীর প্রতি নিত্যই, হে বরুণ! অদাতার প্রতি বা যাহা কিছু এই অপরাধ করিয়াছি তাহা শিথিল (অর্থাৎ বিনাশ) কর ॥ ৭

কিতবাসো যদ্ রিরিপুর্ন দীবি
যদ্ বা ঘা সত্যমুত যন্ন বিদ্ম।
সর্বা তা বি ষ্য শিথিরেব দেবা-
ধা তে স্যাম বরুণ প্রিয়াসঃ ॥ ৮

কিতবগণ (অর্থাৎ দ্যূতকর বা জুয়াড়ীরা) যে লেপন (অর্থাৎ আরোপ) করিয়া থাকে (দোষ বা পাপ) যেমন দ্যূতে (অর্থাৎ পাশাখেলায়) (তেমনি আরোপিত দোষ বা পাপসমূহ) যাহা বা সত্যই (অর্থাৎ আরোপিত নহে) এবং যাহা জানিনা (অর্থাৎ অজ্ঞাত পাপ), সে-সমস্ত বিশ্লিষ্ট কর শিথিল (-মূল ফলাদির) মত। হে দেব! অনন্তর তোমার যেন হই, হে বরুণ! প্রিয় (অর্থাৎ প্রীতিভাজন আমরা) ॥ ৮

ইন্দ্র

৬.৪৭

ইন্দ্র মৃড় মহ্যং জীবাতুমিচ্ছ
চোদয় ধিয়ময়সো ন ধারাম্।
যৎ কিং চাহং ত্বায়ুরিদং বদামি
তজ্জুষস্ব কৃধি মা দেববন্তম্ ॥ ১০

হে ইন্দ্র! সুখ দাও আমাকে, জীবন দিতে ইচ্ছা কর, প্রেরিত কর (তীক্ষ্ণ কর) বুদ্ধিকে লৌহের (বা সোনার) ধারের মত। যাহা কিছু আমি তোমাকে কামনা করিয়া এই বলিতেছি তাহা সেবন (গ্রহণ) কর। কর আমাকে দেবযুক্ত (বা দ্যুতিমান্) ॥ ১০

ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং
হবেহবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্।
হ্বয়ামি শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং
স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ॥ ১১

ত্রাণকারী ইন্দ্রকে, রক্ষাকারী ইন্দ্রকে, প্রতি আহ্বানে সুখে (অনায়াসে) আহ্বানের যোগ্য, পরাক্রান্ত ইন্দ্রকে আহ্বান করি, শক্রকে (বা সমর্থকে), বহু আহূত ইন্দ্রকে (আহ্বান করি)। মঙ্গল আমাদের সম্পদ্শালী ইন্দ্র বিধান করুন্॥ ১১

ইন্দ্রঃ সুত্রামা স্ববাঁ অবোভিঃ
সুমৃড়ীকো ভবতু বিশ্ববেদাঃ।
বাধতাং দ্বেষো অভয়ং কৃণোতু
সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম॥ ১২

ইন্দ্র (যিনি) শোভন ত্রাতা, জ্যোতির্ময় (বা ধনবান্,(তিনি) রক্ষণসমূহের দ্বারা শোভন সুখকর হোন্ (সেই) সর্ববিদ্। নিবারণ করুন্ শত্রুদের, অভয় (দান) করুন্। শোভন শক্তির অধিকারী যেন হই (আমরা)॥ ১২

তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যা-
ঽপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম।
স সুত্রামা স্ববাঁ ইন্দ্রো অস্মে
আরাচ্চিদ্ দ্বেষঃ সনুতর্যুযোতু॥ ১৩

সেই যজ্ঞিয়ের (যজ্ঞযোগ্য ইন্দ্রের) আমরা সুমতিতে এবং মঙ্গলকর শোভন মনোভাবে যেন থাকি। সেই শোভন ত্রাতা, জ্যোতির্ময় ইন্দ্র আমাদের নিকট হইতে দূরে শত্রুগণকে অন্তর্হিত, বিযুক্ত করুন্॥ ১৩

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ॥ ১৮

রূপে রূপে প্রতিরূপ (তাহার অনুরূপ) হইয়াছেন, সেই ইহার রূপকে প্রতিখ্যাপনের (জ্ঞাপনের) জন্য। ইন্দ্র মায়াসমূহের দ্বারা বহুরূপ প্রাপ্ত হ'ন। সংযুক্ত আছে ইহার অশ্ব শত দশ (অর্থাৎ সহস্র) ॥ ১৮

পূষন্

৬.৫৪

সং পূষন্ বিদুষা নয় যো অঞ্জসানুশাসতি।
য এবেদমিতি ব্রবৎ ॥ ১

সম্যক্‌রূপে হে পূষন্! সেই জ্ঞানীর সঙ্গে মিলিত কর (অর্থাৎ সেই জ্ঞানীর কাছে লইয়া চল) যিনি সোজাসুজি অনুশাসন (অর্থাৎ উপদেশ) করিবেন, যিনি 'এই যে' এইরূপ বলিবেন ॥ ১

সমু পূষ্ণা গমেমহি যো গৃহাঁ অভিশাসতি।
ইম এবেতি চ ব্রবৎ ॥ ২

সম্যক্‌রূপে পূষাকর্তৃক (অনুগৃহীত) যেন আমরা যাই (বা প্রাপ্ত হই তাঁহাকে) যিনি গৃহ-সমূহকে যথাযথভাবে জানাইয়া দিবেন এবং 'এই যে সব' এইরূপ বলিবেন। ২

পূষ্ণশ্চক্রং ন রিষ্যতি ন কোশোঽব পদ্যতে।
নো অস্য ব্যথতে পবিঃ ॥ ৩

পূষনের না চক্র বিনষ্ট হয়, না (তাহার) কোশ (খাপ) বিপন্ন (বা বিনষ্ট) হয়, না তাহার ধার কুণ্ঠিত হয় ॥ ৩

যো অস্মৈ হবিষাবিধন্ন　　তং পূষাপি মৃষ্যতে।
প্রথমো বিন্দতে বসু ॥ ৪

যে ইহাকে হবির দ্বারা বিধান (পরিচর্যা) করে, তাহাকে পুষা একটুও হিংসা করেন না। (সে) প্রথম অর্থাৎ প্রধান (-রূপে) লাভ করে ধন বা সম্পদ্ ॥ ৪

পূষা গা অন্বেতু নঃ　　পূষা রক্ষত্বর্বতঃ।
পূষা বাজং সনোতু নঃ ॥ ৫

পুষা গোসমূহকে অনুসরণ করুন্ আমাদের। পুষা রক্ষা করুন্ অশ্বসমূহকে। পুষা অন্ন (বা বল) দান করুন্ আমাদের ॥ ৫

পূষন্নন্নু প্র গা ইহি　　যজমানস্য সুন্বতঃ।
অস্মাকং স্তুবতামুত ॥ ৬

হে পূষণ! অনুগমন কর প্রকৃষ্টরূপে গোসমূহকে যজমানের সোমাভিষবকারীর, আমাদেরও স্তোত্রকারীদের ॥ ৬

মাকির্নেশদ্মাকীং রিষদ্　　মাকীং সং শারি কেবটে।
অথারিষ্টাভিরা গহি ॥ ৭

না নষ্ট হোক্, না হিংসিত হোক্, না সংশীর্ণ হোক্ কূপে (পতিত হইয়া গোসমূহ)। অনন্তর অহিংসিত (তাহাদের লইয়া) আগমন কর ॥ ৭

শৃণ্বন্তং পূষণং বয়-　　মির্যমনষ্টবেদসম্।
ঈশানং রায় ঈমহে ॥ ৮

শুনিতেছেন (যিনি সেই) পুষন্‌কে আমরা, প্রেরককে, অবিনষ্টধনকে, অধিপতিকে ধনের যাচনা করি ॥ ৮

পূষন্ তব ব্রতে বয়ং　　ন রিষ্যেম কদা চন।
স্তোতারস্ত ইহ স্মসি ॥ ৮

হে পুষন্! তোমার ব্রতে (বা কর্মে) আমরা যেন না হিংসিত হই কখনও। স্তোতৃগণ (হইয়া) তোমার এখানে রহিয়াছি (বা আছি) ॥ ৮

পরি পূষা পরস্তা- দ্ধস্তং দধাতু দক্ষিণম্।
পুনর্নো নষ্টমাজতু ॥

সর্বতোভাবে পূষা দূর হইতে (তাঁহার) দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করুন্। পুনরায় আমাদের বিনষ্ট (সম্পদ্) ফিরিয়া আসুক্ ॥ ৯

বিশ্বদেব

৭·৩৫

শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ
শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা।
শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শং যোঃ
শং ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ ॥ ১

কল্যাণকর আমাদের ইন্দ্র ও অগ্নি হোন্ রক্ষণের দ্বারা। কল্যাণকর (হোন্) আমাদের ইন্দ্র ও বরুণ (যাঁহাদের উদ্দেশ্যে) দত্ত হইয়াছে হবি। কল্যাণকর ইন্দ্র ও সোম সবনকারীর প্রতি শান্তি ও সমৃদ্ধি (আনুন্)। কল্যাণকর আমাদের ইন্দ্র ও পুষন্ (হোন্) অন্নলাভে ॥ ১

শং নো ভগঃ শমু নঃ শংসো অস্তু
শং নঃ পুরন্ধিঃ শমু সন্তু রায়ঃ।
শং নঃ সত্যস্য সুযমস্য শংসঃ
শং নো অর্যমা পুরুজাতো অস্তু ॥ ২

কল্যাণকর আমাদের ভগ, কল্যাণকর আমাদের শংসন হোক্। কল্যাণকর আমাদের বহুধী, কল্যাণকর হোক্ সম্পদ্‌সমূহ। কল্যাণকর আমাদের সত্যের সুনিয়ন্ত্রিতের শংসন (কথন)। কল্যাণকর আমাদের অর্যমা বহুজাত হোন্ ॥ ২

শং নো ধাতা শমু ধর্তা নো অস্তু
শং ন উরূচী ভবতু স্বধাভিঃ।
শং রোদসী বৃহতী শং নো অদ্রিঃ
শং নো দেবানাং সুহবানি সন্তু ॥ ৩

কল্যাণকর আমাদের ধাতা, কল্যাণকর ধারণকর্তা আমাদের হোন্। কল্যাণকরী আমাদের বিস্তীর্ণগামিনী (পৃথিবী) হোন্ অন্নসমূহের দ্বারা। কল্যাণকর বৃহৎ দ্যুলোক-ভূলোক, কল্যাণকর আমাদের পর্বত, কল্যাণকর আমাদের দেবতাদের শোভন আহ্বানসমূহ হোক্ ॥ ৩

শং নো অগ্নির্জ্যোতিরনীকো অস্তু
শং নো মিত্রাবরুণাবশ্বিনা শম্।
শং নঃ সুকৃতাং সুকৃতানি সন্তু
শং ন ইষিরো অভি বাতু বাতঃ ॥ ৪

কল্যাণকর আমাদের অগ্নি জ্যোতির্মুখ হোন্। কল্যাণকর আমাদের মিত্র ও বরুণ। অশ্বিদ্বয় কল্যাণকর। কল্যাণকর আমাদের শোভনকর্মকারীর শোভনকর্মসমূহ হোক্। কল্যাণকর আমাদের প্রবহমান অভিমুখে বহুক্ বায়ু ॥ ৪

শং নো দ্যাবাপৃথিবী পূর্বহূতৌ
শমন্তরিক্ষং দৃশয়ে নো অস্তু।
শং ন ওষধীর্বনিনো ভবন্তু
শং নো রজসস্পতিরস্তু জিষ্ণুঃ ॥ ৫

কল্যাণকর আমাদের দ্যুলোক ও পৃথিবী প্রথম আহ্বানে (হোক্)। কল্যাণকর অন্তরিক্ষ, দর্শনের জন্য আমাদের হোক্। কল্যাণকর আমাদের

ওষধিসমূহ, বৃক্ষসমূহ হোক্। কল্যাণকর আমাদের লোকাধিপতি হোন্ জয়শীল (ইন্দ্র) ॥ ৫

শং ন ইন্দ্রো বসুভির্দেবো অস্তু
শমাদিত্যেভির্বরুণঃ সুশংসঃ।
শং নো রুদ্রো রুদ্রেভির্জলাষঃ
শং নস্ত্বষ্টা গ্নাভিরিহ শৃণোতু ॥ ৬

কল্যাণকর আমাদের ইন্দ্র বসুগণ সহ দ্যুতিমান্ হোন্। কল্যাণকর (হোন্) আদিত্যগণসহ বরুণ শোভনশংসন (বা স্তুতিযুক্ত যিনি)। কল্যাণকর আমাদের রুদ্র রুদ্রগণসহ সুখস্বরূপ (হোন্)। কল্যাণকর আমাদের ত্বষ্টা দেবপত্নীগণ সহ শ্রবণ করুন্ (স্তুতি) ॥ ৬

শং নঃ সোমো ভবতু ব্রহ্ম শং নঃ
শং নো গ্রাবাণঃ শমু সন্তু যজ্ঞাঃ।
শং নঃ স্বরূণাং মিতয়ো ভবন্তু
শং নঃ প্রস্ব শম্বস্তু বেদিঃ ॥ ৭

কল্যাণকর আমাদের সোম হোক্। ব্রহ্ম (বা স্তুতি) কল্যাণকর (হোক্) আমাদের। কল্যাণকর আমাদের প্রস্তরসমূহ (যাহা দ্বারা সোম ছেঁচা হয়), কল্যাণকর হোক্ যজ্ঞসমূহ। কল্যাণকর আমাদের যূপসমূহের পরিমাপ হোক্। কল্যাণকর আমাদের ওষধিসমূহ, কল্যাণকর হোক্ বেদি ॥ ৭

শং নঃ সূর্য উরুচক্ষা উদেতু
শং নশ্চতস্রঃ প্রদিশো ভবন্তু।
শং নঃ পর্বতা ধ্রুবয়ো ভবন্তু
শং নঃ সিন্ধবঃ শমু সন্ত্বাপঃ ॥ ৮

কল্যাণকর আমাদের সূর্য বিস্তীর্ণদৃষ্টি উদিত হোন্। কল্যাণকর আমাদের চারিটি প্রকৃষ্ট দিক্ হোক্। কল্যাণকর আমাদের অবিচল পর্বতসমূহ হোক্। কল্যাণকর আমাদের নদীসমূহ, কল্যাণকর হোক্ জলসমূহ ॥ ৮

শং নো অদিতির্ভবতু ব্রতেভিঃ
শং নো ভবন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ।
শং নো বিষ্ণুঃ শমু পূষা নো অস্তু
শং নো ভবিত্রং শম্বস্তু বায়ুঃ ॥ ৯

কল্যাণকর আমাদের অদিতি হোন্ ব্রত বা কর্মসমূহের সঙ্গে। কল্যাণকর আমাদের হোন্ শোভনার্চন মরুদ্গণ। কল্যাণকর আমাদের বিষ্ণু, কল্যাণকর পূষা আমাদের হোন্। কল্যানকর আমাদের ভুবন, কল্যাণকর হোক্ বায়ু ॥ ৯

শং নো দেবঃ সবিতা ত্রায়মাণঃ
শং নো ভবন্তুষসো বিভাতীঃ।
শং নঃ পর্জন্যো ভবতু প্রজাভ্যঃ
শং নঃ ক্ষেত্রস্য পতিরস্তু শংভুঃ ॥ ১০

কল্যাণকর আমাদের (হোন্) দ্যুতিমান্ সবিতা ত্রাণকরতঃ। কল্যাণকর আমাদের হোন্ প্রকাশময়ী উষা। কল্যাণকর আমাদের পর্জন্য হোন্ প্রজাদিগের প্রতি। কল্যাণকর আমাদের ক্ষেত্রের অধিপতি হোন্ সুখের সম্পাদক ॥ ১০

শং নো দেবা বিশ্বদেবা ভবন্তু
শং সরস্বতী সহ ধীভিরস্তু।
শমভিষাচঃ শমু রাতিষাচঃ
শং নো দিব্যাঃ পার্থিবাঃ শং নো অপ্যাঃ ॥ ১১

কল্যাণকর আমাদের দ্যুতিমান্ নিখিল দেবগণ হোন্। কল্যাণকরী সরস্বতী ধীসমূহ সহ হোন্। কল্যাণকর (হোন্) অভিমুখে সেবমান, কল্যাণকর হোন্ দানের দ্বারা সেবমান। কল্যাণকর আমাদের দ্যুলোকে জাত, পৃথিবীতে জাত, কল্যাণকর আমাদের জলে জাত (সব কিছু হোক্) ॥ ১১

শং নঃ সত্যস্য পতয়ো ভবন্তু
শং নো অর্বন্তঃ শমু সন্তু গাবঃ।
শং নঃ ঋভবঃ সুকৃতঃ সুহস্তাঃ
শং নো ভবন্তু পিতরো হবেষু ॥ ১২

কল্যাণকর আমাদের সত্যের পালকেরা হোন্। কল্যাণকর আমাদের অশ্বগণ, কল্যাণকর হোক্ গাভীগণও। কল্যাণকর আমাদের ঋভুগণ (যাহারা) শোভনকর্মকারী, শোভনহস্তশালী। কল্যাণকর আমাদের হোন্ পিতৃগণ আহ্বানে (বা স্তোত্রে) ॥ ১২

শং নো অজ একপাদ্দেবো অস্তু
শং নো অহির্বুধ্ন্যঃ শং সমুদ্রঃ।
শং নো অপাং নপাৎ পেরুরস্তু
শং নঃ পৃশ্নির্ভবতু দেবগোপা ॥ ১৩

কল্যাণকর আমাদের অজ একপাদ্ দেবতা হোন্। কল্যাণকর আমাদের অহির্বুধ্ন্য, কল্যাণকর সমুদ্র। কল্যাণকর আমাদের অপাং নপাৎ পারকর্তা হোন্। কল্যাণকর আমাদের পৃশ্নি হোন্ দেবপালিকা ॥ ১৩

আদিত্যা রুদ্রা বসবো জুষন্তে-
দং ব্রহ্ম ক্রিয়মাণং নবীয়ঃ।
শৃণ্বন্তু নো দিব্যাঃ পার্থিবাসো
গোজাতা উত যে যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ১৪

আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ সেবন করুন্ এই স্তুতি (যাহা) করা হইতেছে নূতন। শ্রবণ করুন্ আমাদের (স্তোত্র) দ্যুলোকনিবাসী, পৃথিবীনিবাসী, রশ্মিজাত এবং যাঁহারা যজনীয় ॥ ১৪

যে দেবানাং যজ্ঞিয়া যজ্ঞিয়ানাং
মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য
যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১৫

যাঁহারা দেবগণের যজনীয়, যজনীয়গণের (মধ্যে) মনু বা প্রজাপতির যজনীয়, অমরণশীল, সত্যজ্ঞ, তাঁহারা আমাদের দান করুন্ বিস্তীর্ণ কীর্তি আজ। তোমরা পালন কর মঙ্গলসমূহের দ্বারা সর্বদা আমাদের ॥ ১৫

অপ্

৭.৪৯

সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ
পুনানা যন্ত্যনিবিশমানাঃ।
ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ
তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ ১

সমুদ্র যাহাদের জ্যেষ্ঠ (সেই জলরাশি) অন্তরিক্ষের মধ্য হইতে (সব কিছুকে) পবিত্র করতঃ চলিয়াছে (কোথাও) না অবস্থিত হইয়া (বা দাঁড়াইয়া)। ইন্দ্র যে (জলরাশিকে) বজ্রধারী ও বর্ষণকারী (-রূপে) আলিখিত (প্রবাহিত) করেন, সেই জলরাশি দ্যুতিময়ী (বা অপ্‌রূপিণী দেবী) এখানে আমাকে রক্ষা করুন্ ॥ ১

যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি
খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ংজাঃ।
সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকা-
স্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ ২

যে অপ্‌সমূহ দিব্য (অর্থাৎ আকাশ হইতে উদ্ভূত) এবং (যাহা) বা প্রবাহিত হয় (নদী ইত্যাদিরূপে), খননের দ্বারা যাহা প্রাদুর্ভূত এবং যাহা বা স্বয়ং উদ্ভূত, সমুদ্রগামী যাহা শুভ্র (বা উজ্জ্বল), পবিত্রকর, সেই জলরাশি দ্যুতিময়ী (বা অপ্‌রূপিণী দেবী) এখানে আমাকে রক্ষা করুন্ ॥ ২

যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে
সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনানাম্।
মধুশ্চুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকা
স্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ ৩

যাহাদের (যে জলরাশির) রাজা বরুণ গমন করেন মাঝে (অর্থাৎ অন্তরিক্ষ-লোকে) সত্য এবং মিথ্যাকে অবলোকন করতঃ জনগণের—মধুস্রাবি, শুভ্র (বা দীপ্ত), যাহা পবিত্রকর সেই জলরাশি দ্যুতিময়ী এখানে আমাকে রক্ষা করুন্ ॥ ৩

যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো
বিশ্বে দেবা যাসূর্জং মদন্তি।
বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্ট-
স্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ ৪

যাহাদের মধ্যে (বর্তমান) রাজা বরুণ, যাহাদের মধ্যে সোম (বা অমৃত), নিখিল দেবগণ যাহাদের মধ্যে দীপ্ত (রূপে) আনন্দোচ্ছল হ'ন, বৈশ্বানর অগ্নি যাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট, সেই জলরাশি দ্যুতিময়ী এখানে আমাকে পালন করুন্ ॥ ৪

বাস্তোষ্পতি

৭.৫৪

বাস্তোষ্পতে প্রতি জানীহ্যস্মান্
স্বাবেশো অনমীবো ভবা নঃ।
যৎ ত্বেমহে প্রতি তন্নো জুষস্ব
শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ১

হে বাস্তোষ্পতি (গৃহের পালক দেবতা)! প্রতিবুদ্ধ কর আমাদের। শোভন আবেশ (-কারী), রোগশূন্য (-কারী) হও আমাদের। যাহা তোমার কাছে যাচনা করি তাহা আমাদের প্রতি দান কর। কল্যাণকর আমাদের হও

দ্বিপদে (অর্থাৎ পরিবারস্থ মনুষ্যদের প্রতি), কল্যাণকর চতুষ্পদে (অর্থাৎ গো অশ্বাদি পশুবর্গের প্রতি) ॥ ১

বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি
গয়স্ফানো গোভিরশ্বেভিরিন্দো।
অজরাসস্তে সখ্যে স্যাম
পিতেব পুত্রান্ প্রতি নো জুষস্ব ॥ ২

হে বাস্তোষ্পতি! প্রকৃষ্ট তরণ (-কারী) আমাদের (তুমি) এস (বা হও) ধনবর্ধক, গোসমূহ সহ, অশ্বসমূহ সহ, হে ইন্দু (চন্দ্রের মত আহ্লাদকর)! জরাহীন (হইয়া আমরা) তোমার সখ্যে যেন থাকি। পিতার ন্যায় পুত্রগণের প্রতি আমাদের পালন (সেবা) কর ॥ ২

বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া সংসদা তে
সক্ষীমহি রণ্বয়া গাতুমত্যা।
পাহি ক্ষেম উত যোগে বরং নো
যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩

হে বাস্তোষ্পতি! সুখকর সংসদের (আবাসের) সহিত তোমার যেন সঙ্গত হই, (যে-সংসদ) রমণীয়, সম্পদযুক্ত। রক্ষা কর ক্ষেমে (অর্থাৎ প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণে) এবং যোগে (অর্থাৎ অপ্রাপ্ত-বস্তুর প্রাপ্তিতে) বরণীয় (ধনকে) আমাদের। তোমরা পালন কর মঙ্গলসমূহের দ্বারা সর্বদা আমাদের ॥ ৩

রুদ্র

(মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র) ৭.৫৯

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ ১২

ত্র্যম্বককে যজন করি, শোভনগন্ধ (বা পুণ্যগন্ধ) -শালীকে, পুষ্টিবর্ধনকারীকে। উর্বারুক (ফলের) মত বন্ধন হইতে, মৃত্যু হইতে মুক্ত কর আমাকে অমৃত অবধি (অর্থাৎ যতদিন না অমৃতত্ব বা মোক্ষলাভ করি), অথবা মৃত্যু হইতে মুক্ত কর, অমৃত হইতে নয় ॥ ১২

পর্জন্য

৭.১০২

পর্জন্যায় প্র গায়ত দিবস্পুত্রায় মীঢ়ুষে।
স নো যবসমিচ্ছতু ॥ ১

পর্জন্যের উদ্দেশে প্রকৃষ্টরূপে গান কর, দ্যুলোকের পুত্রের উদ্দেশে, (জল) সিঞ্চনকারীর উদ্দেশে। তিনি আমাদের (ওষধিরূপ) অন্ন (দান করিতে) ইচ্ছা করুন্ ॥ ১

যো গর্ভমোষধীনাং গবাং কৃণোত্যর্বতাম্।
পর্জন্যঃ পুরুষীণাম্ ॥ ২

যে পর্জন্য গর্ভ (অর্থাৎ জলরূপ বীজ) ওষধিসমূহের, গোসমূহের, অশ্বসমূহের ও নারীগণের করিয়া থাকেন (সেই পর্জন্যের উদ্দেশে গান কর) ॥ ২

তস্মা ইদাস্যে হবি- র্জুহোতা মধুমত্তমম্।
ইড়াং নঃ সংযতং করৎ॥ ৩

তাঁহার উদ্দেশ্যে (অগ্নির) মুখে হবিঃ আহুতি দাও, (যে-হবিঃ) শ্রেষ্ঠ মধুময়। (তিনি) অন্ন আমাদের সম্যক্ নিয়ত করুন্ (অর্থাৎ দান করুন্)॥ ৩

অগ্নি

৮.১১

ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যেষ্বা।
ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ॥ ১

তুমি হে অগ্নি! ব্রতের বা কর্মের পালনকর্তা হও দ্যুতিমান্, মধ্যে মনুষ্যগণের ও মধ্যে (দেবগণের)। তুমি যজ্ঞসমূহে স্তবনীয়॥ ১

ত্বমসি প্রশস্যো বিদথেষু সহন্ত্য।
অগ্নে রথীরধ্বরাণাম্॥ ২

তুমি হও প্রশংসনীয় যজ্ঞসমূহে, হে (শত্রুগণের) অভিভবকারি! হে অগ্নি! (তুমি) চালক যজ্ঞসমূহের॥ ২

স ত্বমস্মদপ দ্বিষো যুযোধি জাতবেদঃ।
অদেবীরগ্নে অরাতীঃ॥ ৩

সেই তুমি আমাদের নিকট হইতে দূরে শত্রুগণকে বিযুক্ত কর, হে জাতবেদস্! দেবভিন্ন (অর্থাৎ আসুরী) শত্রুসেনাকে (বিযুক্ত কর), হে অগ্নি! ৩

অন্তি চিৎ সন্তমহ যজ্ঞং মর্তস্য রিপোঃ।
নোপ বেষি জাতবেদঃ ॥ ৪

নিকটে অবস্থিত যজ্ঞকেও (সেই) মানুষের শত্রুর, (তুমি) কামনা করনা, হে জাতবেদস্! ॥ ৪

মর্তা অমর্ত্যস্য তে ভূরি নাম মনামহে।
বিপ্রাসো জাতবেদসঃ ॥ ৫

মরণশীল (আমরা) অমরণশীল তোমার প্রভূত নাম মনন করি, মেধাবী (আমরা) জাতবেদার (তোমার) ॥ ৫

বিপ্রং বিপ্রাসোঽবসে দেবং মর্তাস উতয়ে।
অগ্নিং গীর্ভির্হবামহে ॥ ৬

মেধাবিকে (অগ্নিকে) মেধাবী (আমরা) রক্ষণের জন্য, দেবতাকে (অগ্নিকে) মর্ত্য (আমরা) পালনের জন্য, অগ্নিকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি ॥ ৬

আ তে বৎসো মনো যমৎ পরমাচ্চিৎ সধস্থাৎ।
অগ্নে ত্বাংকাময়া গিরা ॥ ৭

সর্বতোভাবে বৎস তোমার মনকে আকর্ষণ করুক্ পরম সহস্থান (অর্থাৎ দ্যুলোক) হইতে, হে অগ্নি! তোমার কামনাযুক্ত স্তুতি দ্বারা ॥ ৭

পুরুত্রা হি সদৃঙ্ঙসি বিশো বিশ্বা অনু প্রভুঃ।
সমৎসু ত্বা হবামহে ॥ ৮

বহুস্থানেতে নিশ্চয়ই সমানরূপে আছ (তুমি)। নিখিল জনগণকে লক্ষ্য করিয়া (অর্থাৎ তাহাদের প্রতি তুমি) প্রভু বা স্বামী। সংগ্রাম-সমূহে তোমাকে আহ্বান করি ॥ ৮

সমৎস্বগ্নিমবসে বাজয়ন্তো হবামহে।
বাজেষু চিত্ররাধসম্ ॥ ৯

সংগ্রামসমূহে, অগ্নিকে, রক্ষার জন্য সম্পদ্ কামনা করিয়া (আমরা) আহ্বান করি। সংগ্রামসমূহে বিচিত্রসম্পদ্শালীকে (অগ্নিকে)॥ ৯

প্রত্নো হি কমীড্যো অধ্বরেষু
সনাচ্চ হোতা নব্যশ্চ সৎসি।
স্বাং চাগ্নে তন্বং পিপ্রয়স্বা-
ইস্মভ্যং চ সৌভগমা যজস্ব॥ ১০

পুরাতন বা চিরন্তন নিশ্চয়ই স্তবনীয় (তুমি) যজ্ঞসমূহে; চিরকাল হইতেই আহ্বানকারী বন্দনীয় (-রূপে তুমি) বিরাজ কর। হে অগ্নি! স্বকীয় তনুকেও পুরিত বা তৃপ্ত কর। আমাদেরও সৌভাগ্য সর্বতোভাবে যজন বা দান কর॥ ১০

সোম

৮.৪৮

স্বাদোরভক্ষি বয়সঃ সুমেধা
স্বাধ্যো বরিববিত্তরস্য।
বিশ্বে যং দেবা উত মর্ত্যাসো
মধু ব্রুবন্তো অভি সংচরন্তি॥ ১

সুমেধা সু-অধ্যয়নশীল (আমি) স্বাদু অন্ন (অর্থাৎ সোম) (যাহা) শ্রেষ্ঠ পুজাশালী (তাহা) যেন ভক্ষণ করিতে পারি। যাহাকে নিখিল দেবগণ এবং মর্ত্যগণ মধু(-ময়) বলিয়া (তাহার) অভিমুখে সঞ্চরণ করেন॥ ১

অন্তশ্চ প্রাগা অদিতির্ভবাস্য-

বয়াতা হরসো দৈব্যস্য।

ইন্দবিন্দ্রস্য সখ্যং জুষাণঃ

শ্রৌষ্টীব ধুরমনু রায় ঋধ্যাঃ॥ ২

(হে সোম) অন্তরেও প্রকৃষ্টরূপে গমন কর (তুমি), হও অবগমনকারী (অর্থাৎ বোদ্ধা) দৈবী সম্পদের। হে ইন্দু! ইন্দ্রের সখ্য (বা বন্ধুত্ব) উপভোগ করতঃ (তাঁহার) দ্রুতগামী অশ্ব যেমন ধুরের (প্রতি অনুগমন করে তেমনি) অনু(সরণ করতঃ) সম্পদ্‌সমূহকে, সমৃদ্ধ হও॥ ২

অপাম সোমমমৃতা অভূমা-

গন্ম জ্যোতিরাবদাম দেবান্।

কিং নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ

কিমু ধূর্তিরমৃত মর্তস্য॥ ৩

পান করিয়াছি সোম, অমর হইয়াছি, পাইয়াছি জ্যোতি, জানিয়াছি দেবগণকে। কি এখন আমাদের করিবে শত্রু? কি-ই বা কুটিল (বা হিংসাকারী), হে অমৃত! মর্ত্যের (অর্থাৎ আমার, করিবে)? ৩

শং নো ভব হৃদ আ পীত ইন্দো

পিতেব সোম সূনবে সুশেবঃ।

সখেব সখ্য উরুশংস ধীরঃ

প্র ণ আয়ুর্জীবসে সোম তারীঃ॥ ৪

কল্যাণকর আমাদের হও হৃদয়ে, সর্বতোভাবে পীত (হইয়া), হে ইন্দু! পিতা যেমন হে সোম! পুত্রের নিকট, সুসুখকর সখা যেমন সখ্যে (বা বন্ধুত্বে)। হে বহু-প্রশংসিত (সোম)! ধীর (বা বিচক্ষণ, তুমি) প্রকৃষ্টরূপে আমাদের আয়ু বাঁচিবার জন্য, হে সোম! বর্ধন কর॥ ৪

ইমে মা পীতা যশস উরুষ্যবো

রথং ন গাবঃ সমনাহ পর্বসু।

তে মা রক্ষন্তু বিস্রসশ্চরিত্রা-

দুত মা স্রামাদ্যবয়ন্ত্বিন্দবঃ॥ ৫

পীত হইয়া, এই সকল (সোম), আমাকে, যশের বিস্তার করিতে ইচ্ছুক হইয়া রথে যেমন গাভীসকল সন্নদ্ধ থাকে (সেইরূপ) পর্বসমূহে (সন্নদ্ধ করুন্)। তাহারা (অর্থাৎ সোমেরা) আমাকে রক্ষা করুন্ চরিত্রের বিস্রংস (অর্থাৎ ভ্রংশ) হইতে এবং আমাকে ব্যাধি হইতে পৃথক (অর্থাৎ বিমুক্ত) করুন্ ইন্দুগণ (অর্থাৎ সোমসমূহ) ॥ ৫

অগ্নিং ন মা মথিতং সং দিদীপঃ
প্র চক্ষয় কৃণুহি বস্যসো নঃ।
অথা হি তে মদ আ সোম মন্যে
রেবাঁ ইব প্র চরা পুষ্টিমচ্ছ ॥ ৬

মথিত (অর্থাৎ সমিদ্ধ) অগ্নির মত আমাকে সম্যক্‌রূপে দীপ্ত কর, প্রকৃষ্টরূপে খ্যাপন কর, কর অতিশয় সম্পদ্‌শালী আমাদের। এখনই তোমাকে মদের (অর্থাৎ আনন্দের) জন্য আমনন (অর্থাৎ স্তুতি) করি, হে সোম! ধনবানের মত প্রকৃষ্টরূপে চরণ কর পুষ্টির অভিমুখে ॥ ৬

ইষিরেণ তে মনসা সুতস্য
ভক্ষীমহি পিত্র্যস্যেব রায়ঃ।
সোম রাজন্ প্র ণ আয়ূংষি তারী-
রহানীব সূর্যো বাসরাণি ॥ ৭

ইচ্ছুক মনের দ্বারা অভিষুত তোমাকে ভক্ষণ (অর্থাৎ উপভোগ) করি, পিতৃসম্বন্ধীয় ধনের মত। হে সোম! রাজন্ প্রকৃষ্টরূপে আমার আয়ু বৃদ্ধি কর, প্রকাশময় দিনসমূহকে যেমন সূর্য (বর্ধন করেন) ॥ ৭

সোম রাজন্ মৃড়য়া নঃ স্বস্তি
তব স্মসি ব্রত্যাস্তস্য বিদ্ধি।
অলর্তি দক্ষ উত মন্যুরিন্দো
মা নো অর্যো অনুকামং পরা দাঃ ॥ ৮

হে সোম! রাজন্! সুখসম্পাদন কর আমাদের, মঙ্গল। তোমারই হই (আমরা), ব্রতধারী তাহাকে জান। যাইতেছে দক্ষ এবং ক্রোধ, হে ইন্দু! না আমাদের শত্রুর কামনানুরূপ (যেন কিছু) দাও ॥ ৮

ত্বং হি নস্তন্বঃ সোম গোপা

গাত্রেগাত্রে নিষসথা নৃচক্ষাঃ।

যৎ তে বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি

স নো মৃড় সুষখা দেব বস্যঃ ॥ ৯

তুমিই নিশ্চিতরূপে আমাদের তনুর (দেহের বা অঙ্গের), হে সোম! রক্ষক। গাত্রে গাত্রে (অর্থাৎ সর্বাঙ্গে) নিষীদন (অর্থাৎ অবস্থান) করিতেছ নরগণের দ্রষ্টা (তুমি)। যদিও আমরা তোমার ব্রতসমূহকে হিংসা করি (অর্থাৎ যথাযথ অনুষ্ঠান না করিয়া বিনষ্ট করি, তবু) সেই (তুমি) সুখী কর শোভন সখা (হইয়া) হে দেব! শ্রেষ্ঠ অন্ন (স্বরূপ) ॥ ৯

ঋদূদরেণ সখ্যা সচেয়

যো মা ন রিষ্যেদ্‌হর্যশ্ব পীতঃ।

অয়ং যঃ সোমো ন্যধায্যস্মে

তস্মা ইন্দ্রং প্রতিরমেম্যায়ুঃ ॥ ১০

ঋদূদরের (অর্থাৎ সোমের) সহিত সখ্যের দ্বারা যেন সঙ্গত হই। যে (সোম) আমাকে যেন না হিংসা করে, হে হর্যশ্ব (হরিদ্বর্ণ অশ্ব যাঁহার অর্থাৎ ইন্দ্র)! পীত (হইয়া)। এই যে সোম নিহিত হইয়াছে আমাদের মধ্যে (অর্থাৎ জঠরে), তাহার জন্য ইন্দ্রের নিকট চির আয়ু যাচনা করি ॥ ১০

অপ ত্যা অস্থুরনিরা অমীবা

নিরত্রসন্ তমিষীচীরভৈষুঃ।

আ সোমো অস্মাঁ অরুহদ্ বিহায়া

অগন্ম যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ ॥ ১১

অপগত হোক্ তাহারা (যাহাদের) প্রেরণ (অর্থাৎ বিতাড়ন) করা যায় না (সেই সব) পীড়া (বা ব্যাধি), (যাহারা) নিঃশেষে কম্পিত করিয়াছিল (সেই) বলবান্

(ব্যাধি), (যাহারা) ভয় দেখাইয়াছিল। সর্বতোভাবে সোম আমাদের (নিকট) আগমন করিয়াছেন। পাইয়াছি (সেই সোমকে) যাহাতে বৃদ্ধি করে আয়ু॥ ১১

যো ন ইন্দুঃ পিতরো হৃৎসু পীতো-
ঽমর্ত্যো মর্ত্যাঁ আবিবেশ।
তস্মৈ সোমায় হবিষা বিধেম
মৃড়ীকে অস্য সুমতৌ স্যাম॥ ১২

যে আমাদের ইন্দু (অর্থাৎ সোম) হে পিতৃগণ! হৃদয়ে (অর্থাৎ অন্তরে) পীত হইয়া অমর্ত্য (-স্বরূপ সোম) মর্ত্যগণে (অর্থাৎ আমাদের মধ্যে) আবিষ্ট হইয়াছে, সেই সোমের উদ্দেশ্যে হবির দ্বারা পরিচর্যা করি। সুখকর ইহার সুমতিতে যেন থাকি॥ ১২

ত্বং সোম পিতৃভিঃ সংবিদানো
ঽনু দ্যাবাপৃথিবী আ ততন্থ।
তস্মৈ ত ইন্দো হবিষা বিধেম
বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্॥ ১৩

তুমি হে সোম! পিতৃগণের সহিত সঙ্গত হইয়া যথাক্রমে দ্যুলোক ও পৃথিবীকে আতত (অর্থাৎ বিস্তৃত) করিয়াছ। সেই তোমার প্রতি হে ইন্দু! হবির দ্বারা পরিচর্যা করি। আমরা যেন হই স্বামী (অর্থাৎ মালিক) সম্পদসমূহের॥ ১৩

ত্রাতারো দেবা অধি বোচতা নো
মা নো নিদ্রা ঈশত মোত জল্পিঃ।
বয়ং সোমস্য বিশ্বহ প্রিয়াসঃ
সুবীরাসো বিদথমা বদেম॥ ১৪

হে ত্রাণকারী দেবগণ! বলো (অর্থাৎ উপদেশ দাও) আমাদের। না যেন আমাদের (উপর) নিদ্রা প্রভুত্ব করে এবং না যেন জল্পনা (বা জল্পনাকারী নিন্দুক)। আমরা সোমের চিরদিন প্রিয় (হইয়া) শোভনবীর (হইয়া) যেন স্তোত্র বলি (অর্থাৎ স্তুতি করি) ॥ ১৪

ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো বয়োধা-
ত্বং স্বর্বিদা বিশা নৃচক্ষাঃ।
ত্বং ন ইন্দ ঊতিভিঃ সজোষাং
পাহি পশ্চাত্তাত্তুত বা পুরস্তাৎ ॥ ১৫

তুমি আমাদের হে সোম! সর্বতঃ (অর্থাৎ সর্বদিক হইতে) অন্নদাতা। তুমি স্বর্গের প্রাপক (বা জ্যোতির জ্ঞাতা), নরগণের দ্রষ্টা আবিষ্ট হও (আমাদের মধ্যে। তুমি আমাদের হে ইন্দু! গমনশীল (মরুদ্)-গণের সহিত সমপ্রীতি হইয়া রক্ষা কর পশ্চাতে এবং সম্মুখে ॥ ১৫

পবমান সোম

৯,১

স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া
ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ ॥ ১

স্বাদুতম মাদকতম ধারায় ক্ষরিক হও হে সোম! ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে পানের জন্য নিষ্কাসিত (তুমি) ॥ ১

রক্ষোহা বিশ্বচর্ষণি- রভি যোনিময়োহতম্
দ্রুণা সধস্থমাসদৎ ॥ ২

রাক্ষসহন্তা, নিখিলের দ্রষ্টা, লৌহ বা স্বর্ণ দ্বারা আহত (অর্থাৎ পেটান বা মোড়া), যোনির (উৎপত্তিস্থলের অর্থাৎ যেখানে সোমরস নিষ্কাসিত হয়, সেই স্থানের) অভি(মুখে) দ্রোণ(কলশের) দ্বারা সমানস্থানে (অর্থাৎ যজ্ঞস্থলে) আসীন হইয়াছ ॥ ২

বরিবোধাতমো ভব মংহিষ্ঠো বৃত্রহন্তমঃ।
পর্ষি রাধো মঘোনাম্ ॥ ৩

(হে সোম!) ধনের শ্রেষ্ঠ দাতা হও (তুমি), দাতৃশ্রেষ্ঠ শত্রুহন্তা (হও)। দাও (আমাদের) সম্পদ্ ধনশালী (শত্রুদের) ॥ ৩

অভ্যর্ষ মহানাং দেবানাং বীতিমন্ধসা।
অভি বাজমুত শ্রবঃ ॥ ৪

অভিগমন কর মহান্ দেবগণের যজ্ঞে অন্নসহ। অভি(মুখে) বলের এবং কীর্তির ॥ ৪

ত্বামচ্ছা চরামসি তদিদর্থং দিবেদিবে।
ইন্দো ত্বে ন আশসঃ ॥ ৫

তোমাকে লক্ষ্য করিয়াই (আমরা) চরণ (গমন) করিয়া থাকি, সেই উদ্দেশ্যেই দিনে দিনে। হে ইন্দু! তোমাতেই আমাদের আশংসন (বা কামনা) ॥ ৫

পুনাতি তে পরিস্রুতং সোমং সূর্যস্য দুহিতা।
বারেণ শশ্বতা তনা ॥ ৬

পবিত্র করেন (অর্থাৎ শোধন করেন) তোমার বিগলিত সোম (ধারাকে) সূর্যের দুহিতা, সর্বদা বিস্তৃত বলের দ্বারা ॥ ৬

পবমান সোম

৯,১১৩

শর্যণাবতি সোমমিন্দ্রঃ পিবতু বৃত্রহা।
বলং দধান আত্মনি করিষ্যন্ বীর্যং মহদ্
ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ১

শর্যণাবতের (এই নামের সরোবরের) সোম ইন্দ্র পান করুন্ (যিনি) বৃত্রহা (অর্থাৎ বৃত্রের ঘাতক)। বল আধান করিয়া নিজেতে, করিবেন বলিয়া বিপুল বীর্য (অর্থাৎ দেখাইবেন বলিয়া বিপুলশক্তি)—(সেই) ইন্দ্রের প্রতি হে ইন্দু! (অর্থাৎ সোম) পরিস্রুত (ক্ষরিত) হও ॥ ১

আ পবস্ব দিশাং পত আর্জীকাৎ সোম মীঢ্বঃ।
ঋতবাকেন সত্যেন শ্রদ্ধয়া তপসা সুত
ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ২

বহিয়া এস (বা ক্ষরিত হও) হে দিক্‌সমূহের পতি! আর্জীক (এই নামের দেশ) হইতে (অথবা ঋজু অর্থাৎ অকুটিল আধার হইতে), হে সোম! হে সেচনকারি! ঋতবচন, সত্য, শ্রদ্ধা, তপস্যা দ্বারা সুত (অর্থাৎ নিষ্কাসিত) (তুমি) ইন্দ্রের প্রতি হে ইন্দু! পরিস্রুত হও ॥ ২

পর্জন্যবৃদ্ধং মহিষং তং সূর্যস্য দুহিতাভরৎ।
তং গন্ধর্বাঃ প্রত্যগৃভ্ণন্ তং সোমে রসমাদধু-
রিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৩

পর্জন্যের দ্বারা বর্ধিত, মহান্ তাহাকে (অর্থাৎ সোমকে) সূর্যের দুহিতা আহরণ করিয়াছেন। তাহাকে গন্ধর্বগণ প্রতিগ্রহণ, (অর্থাৎ স্বীকার) করিয়াছেন। সেই রসকে সোমে আধান করিয়াছেন—(এমন তুমি) ইন্দ্রের প্রতি, হে ইন্দু! পরিস্রুত হও ॥ ৩

ঋতং বদন্ ঋতদ্যুম্ন   সত্যং বদন্ সত্যকর্মন্।
শ্রদ্ধাং বদন্ সোম রাজন্   ধাত্রা সোম পরিষ্কৃত
ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৪

ঋতকে বলিয়া (অর্থাৎ জ্ঞাপন করতঃ), হে ঋতদ্যুতি! সত্যকে বলিয়া, হে সত্যকর্মা! শ্রদ্ধাকে বলিয়া হে সোম! রাজন্! ধাতা (অর্থাৎ ধারক, যজ্ঞের পোষক যজমান) দ্বারা হে সোম! পরিষ্কৃত (অর্থাৎ অলঙ্কৃত বা ছাঁকা) হইয়া ইন্দ্রের প্রতি, হে ইন্দু! পরিস্রুত হও ॥ ৪

সত্যমুগ্রস্য বৃহতঃ   সং স্রবন্তি সং স্রবাঃ।
সং যন্তি রসিনো রসাঃ   পুনানো ব্রহ্মণা হর
ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৫

যথার্থই শ্রেষ্ঠের, বৃহতের (সোমের) সম্যক্ প্রবাহিত হইতেছে সম্যক্ স্রবণশীল (ধারা)। সংগত হইতেছে রসযুক্তের (সোমের) রসসমূহ। পবিত্রীকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ বা মন্ত্র দ্বারা, হে হরি (অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ সোম)! ইন্দ্রের প্রতি, হে ইন্দু! পরিস্রুত হও ॥ ৫

যত্র ব্রহ্মা পবমান   ছন্দস্যাং বাচং বদন্।
গ্রাব্ণা সোমে মহীয়তে   সোমেনানন্দং জনয়-
ন্নিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৬

যেখানে ব্রাহ্মণ, হে পবমান (সোম)! ছন্দোযুক্ত বাক্য বলিয়া প্রস্তরের দ্বারা সোমে (রস নিষ্কাসন করতঃ) পূজিত হয়, সোমের দ্বারা আনন্দ জন্মাইয়া, (সেখানে) ইন্দ্রের প্রতি হে ইন্দু! পরিস্রুত হও ॥ ৬

যত্র জ্যোতিরজস্রম্   যস্মিঁল্লোকে স্বর্হিতম্।
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত
ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৭

যেখানে জ্যোতি অজস্র, যে লোকে স্বঃ (অর্থাৎ আদিত্যরূপ জ্যোতি) নিহিত (বা স্থাপিত), সেখানে আমাকে স্থাপিত কর হে পবমান (সোম)! অমৃত লোকে, অক্ষয় (লোকে)—ইন্দ্রের প্রতি, হে ইন্দু! পরিস্রুত হও ॥ ৭

যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধী-
ন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৮

যেখানে রাজা বিবস্বান্‌তনয় (অর্থাৎ যম), যেখানে অবরোধ দ্যুলোকের (বা আদিত্যের), যেখানে ঐ সকল বিশাল জলরাশি, সেখানে আমাকে অমৃত কর—ইন্দ্রের প্রতি হে ইন্দু! পরিস্রুত হও ॥ ৮

যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতং কৃধী-
ন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৯

যেখানে কামনা অনুসারে (অর্থাৎ যথেচ্ছভাবে) বিচরণ, তৃতীয় স্বর্গে, তৃতীয় দ্যুলোকে দ্যুলোকের ; লোকসমূহ যেখানে জ্যোতির্ময়, সেখানে আমাকে অমৃত কর—ইন্দ্রের প্রতি, হে ইন্দু! পরিস্রুত হও ॥ ৯

যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধী-
ন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ১০

যেখানে কামসমূহ, শ্রেষ্ঠ কামসমূহ, যেখানে মূলের (অর্থাৎ নিখিলের সৃষ্টিমূল আদিত্যের) স্থান, স্বধাও (অর্থাৎ অন্নও) যেখানে, তৃপ্তিও, সেখানে আমাকে অমৃত কর—ইন্দ্রের প্রতি, হে ইন্দু! পরিস্রুত হও ॥ ১০

যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধী-
ন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ১১

যেখানে আনন্দ, মোদ, হর্ষ, প্রমোদ (সব কিছু) আছে (বা বিরাজিত), কামনার যেখানে প্রাপ্ত (অর্থাৎ পরিপূর্ণ) সব কামনা, সেখানে আমাকে অমৃত কর—ইন্দ্রের প্রতি, হে ইন্দু! পরিস্রুত হও ॥ ১১

আপঃ

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে॥ ১

আপঃ সত্যই (তোমরা) হও সুখকারিকা, সেই (তোমরা) আমাদিগকে উর্দ্ধে ধারণ কর, মহান্ রমণীয় দর্শনের জন্য॥ ১

যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ॥ ২

(হে আপঃ!) যাহা তোমাদের শিবতম (অর্থাৎ কল্যাণতম) রস, তাহার ভাগী কর এখন (বা এখানে) আমাদিগকে, কামনাময়ী মায়ের মত (অর্থাৎ সন্তানের সমৃদ্ধি বা পুষ্টিকামনায় জননী যেমন তাঁহার স্নেহরসে তাহাকে অভিসিক্ত করেন)॥ ২

তস্মা অরংগমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ॥ ৩

তাহা হইতে তৃপ্তি বা পর্যাপ্তি লাভ করিব তোমাদের (সেই রস হইতে), যাহার (অর্থাৎ যে-রসের) নিবাসের (অর্থাৎ স্থিতির) জন্য (তোমরা) প্রীত বা তৃপ্ত করিতেছ (আমাদের)। হে আপঃ! জন্মাইয়া দাও আমাদের (সেই তৃপ্তি)॥ ৩

শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভি স্রবন্তু নঃ॥ ৪

কল্যাণকর আমাদের দ্যুতিময়ী (বা দিব্য আপঃ হোন্) যজ্ঞের প্রতি। আপঃ হোন্ (আমাদের) পানের জন্য। (রোগাদির) কল্যাণ বা প্রশমন এবং পৃথক্করণ, অভিমুখে প্রবাহিত করুন্ আমাদের॥ ৪

ঈশানা বার্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাম্।
অপো যাচামি ভেষজম্ ॥ ৫

অধীশ্বরী বরণীয়গণের (অথবা বারিপ্রভব উদ্ভিদসমূহের), নিবাসকারিণী মনুষ্যগণের, (সেই) অপসমূহের নিকট যাচনা করি ভেষজ (অর্থাৎ সুখ) ॥ ৫

অপ্‌সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজম।
অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবম্ ॥ ৬

অপ্‌সমূহের মধ্যে, আমাকে সোম বলিয়াছেন, অন্তরে নিখিল ভেষজ (অর্থাৎ সুখ বা ঔষধ) এবং অগ্নি (যাহা) নিখিল কল্যাণ-সম্পাদক ॥ ৬

আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম।
জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥ ৭

অপ্‌সমূহ পুরণ করুন্ (অর্থাৎ রসসিক্ত করুন্) রোগনিবারক ভেষজকে (অর্থাৎ ঔষধকে), দেহের জন্য আমার, চিরদিন সূর্যকে দেখার জন্য (অর্থাৎ দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য) ॥ ৭

ইদমাপঃ প্র বহত যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি।
যদ্ বাহমভিদুদ্রোহ যদ্ বা শেপ উতানৃতম্ ॥ ৮

এই অপ্‌সমূহ প্রকৃষ্টরূপে বহাইয়া দিন্ (অর্থাৎ প্রক্ষালিত করুন্) যাহা কিছু পাপ আমাতে (আছে), যাহা বা আমি দ্রোহ করিয়াছি, যাহা বা শাপ এবং মিথ্যা ॥ ৮

আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি।
পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥ ৯

অপ্‌সমূহে আজ অনুচরণ (অর্থাৎ অবগাহন) করিয়াছি, রসের সহিত সঙ্গত হইয়াছি। রসময় হে অগ্নি! আগমন কর, সেই আমাকে সংসৃষ্ট (অর্থাৎ সংযুক্ত) কর তেজের সহিত ॥ ৯

যম

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু

বহুভ্যঃ পন্থামনু পস্পশানম্।

বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং

যমং রাজানং হবিষা দুবস্য ॥ ১

প্রাপ্ত করাইয়াছেন (যিনি) প্রকৃষ্ট (কর্ম-) বান্‌কে (সেই সেই) মহী বা ভূমি, বহুকে পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন (যিনি),(সেই) বৈবস্বতকে, মিলন(স্থান)কে জনগণের, যমরাজকে হবির দ্বারা পরিচর্যা কর ॥ ১

যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ

নৈষা গব্যূতিরপভর্তবা উ।

যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ু-

রেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনু স্বাঃ ॥ ২

যম আমাদের গমন (অর্থাৎ গতিকে) প্রথম জানেন। এই পথ (কেহ) অপহরণ (বা অপনয়ন) করিতে পারেনা। যে-(পথে) আমাদের পুর্ব পিতৃগণ পর(-লোক) গমন করিয়াছেন, সেই (পথে) জায়মান (সকলে) পথগতি (লাভ করে) অনুক্রমে (যথাযথভাবে) আপন আপন ॥ ২

মাতলী কব্যৈর্যমো অঙ্গিরোভি-

র্বৃহস্পতির্ঋক্বভির্বাবৃধানঃ।

যাংশ্চ দেবা বাবৃধুর্যে চ দেবান্

স্বাহান্যে স্বধয়ান্যে মদন্তি ॥ ৩

মাতলী (ইন্দ্রের সারথি) কব্যগণ (অর্থাৎ কব্যভাগী পিতৃগণ)সহ,যম অঙ্গিরাগণ (পিতৃবিশেষ) সহ, বৃহস্পতি ঋক্বগণ (পিতৃবিশেষ)সহ বর্ধমান (হ'ন)। যাঁহাদের (অর্থাৎ পিতৃপুরুষগণকে) দেবগণ বর্ধিত করিয়াছেন, যাঁহারা আবার

দেবগণকে (বর্ধিত করিয়াছেন) (তাঁহাদের মধ্যে) স্বাহা (দ্বারা) কেহ, স্বধা (দ্বারা) কেহ আনন্দিত হ'ন ॥ ৩

ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদা-
ঙ্গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ।
আ ত্বা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা বহ-
ন্ত্বেনা রাজন্ হবিষা মাদয়স্ব ॥ ৪

হে যম! এই প্রস্তীর্ণ (কুশঘাসে বা যজ্ঞে) আসীন হও নিশ্চিতই,অঙ্গিরানামক পিতৃগণসহ ভাব-সম্মিলিত হইয়া। তোমাকে বিদগ্ধপঠিত মন্ত্রসমূহ আবহন করিয়া আনুক্। হে রাজন্! এই হবির দ্বারা হর্ষিত হও ॥ ৪

অঙ্গিরোভিরাগহি যজ্ঞিয়েভি-
র্যম বৈরূপৈরিহ মাদয়স্ব।
বিবস্বন্তং হুবে যঃ পিতা তে-
ঽস্মিন্ যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিষদ্য ॥ ৫

অঙ্গিরাগণসহ আগমন কর (যাঁহারা) যজ্ঞার্হ। হে যম! বিবিধ রূপযুক্ত (অথবা বৈরূপসংজ্ঞক সাম যাঁহাদের প্রিয়, তাঁহাদের) লইয়া এখানে (আমাদের) আনন্দিত কর। বিবস্বান্‌কে আহ্বান করি,যিনি পিতা তোমার। এই যজ্ঞে কুশঘাসে আসিয়া নিষণ্ণ (অর্থাৎ উপবিষ্ট) হইয়া (আনন্দিত কর) ॥ ৫

অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা
অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানা-
মপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ৬

অঙ্গিরাগণ আমাদের পিতারা, নবগমনশালীরা, অথর্বাগণ, ভৃগুগণ—(সকলে) সোম্য (অর্থাৎ সোমলাভের যোগ্য)। আমরা সেই যজ্ঞিয়দের (অর্থাৎ যজ্ঞযোগ্যদের) সুমতিতে এবং কল্যাণকর সৌমনসে যেন থাকি ॥ ৬

প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভি-
র্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা
যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবম্ ॥ ৭

(পরলোকগামী আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে—) যাও, যাও পুরাতন (সেই সব) পথ দিয়া যেখানে (অর্থাৎ যে পথ দিয়া) আমাদের পূর্ব পিতৃগণ গমন করিয়াছেন। উভয় রাজাকে, স্বধা (অর্থাৎ অমৃতান্ন) দ্বারা যাঁহারা আনন্দ করিতেছেন, (সেই) যমকে দেখিবে, বরুণকেও দ্যুতিমান্‌কে ॥ ৭

সজচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনে-
ষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি
সজচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ ॥ ৮

সঙ্গত (অর্থাৎ মিলিত) হও পিতৃগণের সহিত, সং(-গত হও) যমের সহিত, ইষ্টাপূর্তের (অর্থাৎ পুণ্যকর্মফলের) সহিত, পরম ব্যোমে। পরিত্যাগ করিয়া পাপকে পুনরায় (আপন) আলয়ে এস। সংযুক্ত হও শোভনদীপ্তিযুক্ত তনুর সহিত (অর্থাৎ লাভ কর সুদীপ্ত দিব্য দেহ) ॥ ৮

অপেত বীত বি চ সর্পতাতো-
ঽস্মা এতং পিতরো লোকমক্রন্।
অহোভিরদ্ভিরক্তুভির্ব্যক্তং
যমো দদাত্যবসানমস্মৈ ॥ ৯

(শ্মশানে শবদেহকে লইয়া গিয়া অন্যান্য ভূতপ্রেতদের উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে—) অপগত হও, বিগত হও, বিদূরিত হও এখান হইতে। ইহার জন্য (অর্থাৎ এই মৃত ব্যক্তির জন্য) পিতৃগণ এই লোক (অর্থাৎ দাহস্থান) (নির্দিষ্ট) করিয়াছেন। দিনের দ্বারা, জলের দ্বারা, রাত্রির দ্বারা ব্যক্ত (এই) অবসান (অর্থাৎ দহনস্থান) যম দিয়াছেন ইহার জন্য ॥ ৯

অতি দ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ
চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা।
অথা পিতৄন্ সুবিদত্রাঁ উপেহি
যমেন যে সধমাদং মদন্তি ॥ ১০

(পরলোকগতকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইতেছে—) অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া যাও সারমেয়যুগলকে, কুকুর দুটিকে, (যাহারা) চারিচক্ষুবিশিষ্ট, চিত্রবিচিত্র (বর্ণযুক্ত), সাধু (বা সমীচীন) পথের দ্বারা। অনন্তর শোভনজ্ঞানশালী পিতৃগণের সমীপস্থ হও, যমের সহিত যাঁহারা সমান আনন্দে আনন্দ করেন ॥ ১০

যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ
চতুরক্ষৌ পথিরক্ষী নৃচক্ষসৌ।
তাভ্যামেনং পরি দেহি রাজন্
স্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি ॥ ১১

যে দুইটি তোমার কুকুর, হে যম! রক্ষকদ্বয়, চারিচক্ষুবিশিষ্ট, পথের প্রহরী, মানুষের দ্রষ্টা, তাহাদের কাছে ইহাকে সঁপিয়া দাও (রক্ষার নিমিত্ত)। কল্যাণ ইহার প্রতি এবং উপদ্রবরাহিত্য (অর্থাৎ শান্তি) দাও ॥ ১১

উরূণসাবসুতৃপা উদুম্বলৌ
যমস্য দূতৌ চরতো জনাঁ অনু।
তাবস্মভ্যং দৃশয়ে সূর্যায়
পুনর্দাতামসুমদ্যেহ ভদ্রম্ ॥ ১২

দীর্ঘনাসিকাযুক্ত, প্রাণের দ্বারা তৃপ্তিলাভকারী, বিস্তীর্ণ বলশালী (বা ঊর্ধ্ব-পুচ্ছশালী) যমের দূতদ্বয় (অর্থাৎ কুকুর দুইটি) বিচরণ করে জনগণের পশ্চাৎ (পশ্চাৎ)। তাহারা আমাদিগকে সূর্যকে দর্শনের জন্য পুনরায় দান করুক কল্যাণকর প্রাণ আজ এখানে ॥ ১২

যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ।
যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরঙ্কৃতঃ ॥ ১৩

যমের উদ্দেশ্যে সোমকে সবন কর (অর্থাৎ সোমরস নিষ্কাসন কর), যমের প্রতি আহুতি দাও হবি। যমের কাছেই যজ্ঞ গিয়া থাকে, অগ্নি যাহার (অর্থাৎ যে-যজ্ঞের) দূত (এবং) যাহা অলঙ্কৃত (অর্থাৎ সুশোভিত) ॥ ১৩

যমায় ঘৃতবদ্ধবির্জুহোত প্র চ তিষ্ঠত।
স নো দেবেষ্বা যমদ্দীর্ঘমায়ুঃ প্র জীবসে ॥ ১৪

যমের উদ্দেশ্যে ঘৃতযুক্ত হবি আহুতি দাও, প্রকৃষ্টরূপে, অবস্থিত হও (অর্থাৎ যমের সন্নিহিত হও)। তিনি আমাদিগকে দেবগণের মধ্যে দান করুন্ দীর্ঘ আয়ু, প্রকৃষ্টরূপে জীবনধারণের জন্য (অর্থাৎ বাঁচিবার জন্য) ॥ ১৪

যমায় মধুমত্তমং রাজ্ঞে হব্যং জুহোতন।
ইদং নম ঋষিভ্যঃ পুর্বজেভ্যঃ পুর্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ ॥ ১৫

যমরাজের উদ্দেশ্যে অতিশয় মধুর হব্য আহুতি দাও। এই (আমাদের) নমস্কার পুর্বজাত ঋষিগণের প্রতি, পুর্ব পথিকৃৎগণের প্রতি ॥ ১৫

ত্রিকদ্রুকেভিঃ পততি ষডুর্বীরেকমিদ্ বৃহৎ।
ত্রিষ্টুব্ গায়ত্রী ছন্দাংসি সর্বা তা যম আহিতা ॥ ১৬

(পরলোকগত আত্মা) ত্রিকদ্রুকের (অর্থাৎ ত্রিবিধ যজ্ঞের) দ্বারা প্রাপ্ত হয় ছয়টি ভূমি (বা লোক), একই বৃহৎ। ত্রিষ্টুপ্ গায়ত্রী (প্রভৃতি) ছন্দসমূহ সবই তাহারা যমে আহিত (বা স্থাপিত অর্থাৎ আশ্রিত) ॥ ১৬

প্রাবেপা মা বৃহতো মাদয়ন্তি

প্রবাতেজা ইরিণে বর্বৃতানাঃ।

সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো

বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্ ॥ ১

প্রকৃষ্ট কম্পনশীল বৃহতের (অর্থাৎ বিরাট বিভীদকবৃক্ষের) (অক্ষসমূহ) আমাকে মাতায়, (যাহারা) প্রচুর বায়ুযুক্ত দেশে জন্মিয়াছে (এবং) আস্ফারে (অর্থাৎ পাশার ছকের উপর) নড়াচড়া করে। মৌজবত (অর্থাৎ মুজবৎ পর্বতে জাত) সোমের ভক্ষণের (অর্থাৎ পানের) মত বিভীদক (অর্থাৎ পাশার ঘুঁটি) জাগরূক (রহিয়া) আমাকে অত্যন্ত মাতায় ॥ ১

ন মা মিমেথ ন জিহীড় এষা

শিবা সখিভ্য উত মহ্যমাসীৎ।

অক্ষস্যাহমেকপরস্য হেতো-

রনুব্রতামপ জায়ামরোধম্ ॥ ২

(আমার স্ত্রী) না আমাকে দ্বেষ করিত, না অনাদর করিত। সে কল্যাণী (অর্থাৎ প্রসন্না) (আমার) বন্ধুগণের প্রতি এবং আমার প্রতিও ছিল। পাশার আমি একমাত্র পরায়ণ (অর্থাৎ অনুরক্ত) হওয়ার কারণে অনুব্রতা (অর্থাৎ অনুকূলা) পত্নীকে (আমি) হারাইলাম ॥ ২

দ্বেষ্টি শ্বশ্রূরপ জায়া রুণদ্ধি

ন নাথিতো বিন্দতে মর্ডিতারম্।

অশ্বস্যেব জরতো বস্ন্যস্য

নাহং বিন্দামি কিতবস্য ভোগম্ ॥ ৩

(এখন আমাকে) দ্বেষ করে শাশুড়ী, পত্নী ফিরাইয়া দেয়। যাচনা করিয়াও পাওয়া যায় না (কোনো) সুখদাতাকে। জরাগ্রস্ত ঘোড়ার মত, যাহার মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছে (অর্থাৎ নিলামে বিক্রী করা হইতেছে) না আমি পাই কিতবের (অর্থাৎ জুয়াড়ীর) ভোগ ॥ ৩

অন্যে জায়াং পরি মৃশন্ত্যস্য
যস্যাগৃধদ্বেদনে বাজ্যক্ষঃ।
পিতা মাতা ভ্রাতর এনমাহু-
র্ন জানীমো নয়তা বদ্ধমেতম্ ॥ ৪

অপরেরা পত্নীকে ইহার স্পর্শালিঙ্গনাদি করে, যাহার ধনে বলবান্ অক্ষ (অর্থাৎ পাশা) লোভ করিয়াছে (অর্থাৎ লুব্ধ দৃষ্টি দিয়াছে)। পিতা, মাতা ভ্রাতৃগণ ইহার সম্বন্ধে বলে—জানিনা (বা চিনিনা আমরা), লইয়া যাও বাঁধিয়া ইহাকে। ৪

যদাদীধ্যে ন দবিষাণ্যেভিঃ
পরায়দ্ভ্যোঽব হীয়ে সখিভ্যঃ।
ন্যুপ্তাশ্চ বভ্রবো বাচমক্রতঁ
এমীদেষাং নিষ্কৃতং জারিণীব ॥ ৫

যখন সংকল্প করি (অর্থাৎ স্থির করি) পাশা খেলিবনা (আর) ইহাদের সঙ্গে, (তখন) পরাগমনকারী (অর্থাৎ ফিরিয়া যাওয়া) বন্ধুবর্গ দ্বারা অবহীন (অর্থাৎ পরিত্যক্ত) হই। নিক্ষিপ্ত (অর্থাৎ পাশার চালে ফেলা) বভ্রুবর্ণ (ঘুঁটিগুলি) (যেই) শব্দ করিয়া উঠে, (তখন) যাই-ই ইহাদের (খেলার) নির্দিষ্ট স্থানে জারিণীর (অর্থাৎ স্বৈরিণীর) মত ॥ ৫

সভামেতি কিতবঃ পৃচ্ছমানো
জেষ্যামীতি তন্বা শূশুজানঃ।
অক্ষাসো অস্য বি তিরন্তি কামং
প্রতিদীব্নে দধত আ কৃতানি ॥ ৬

সভায় আসে কিতব (অর্থাৎ জুয়াড়ী) জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, জিতিব এই(ভাবে) দেহে দীপ্যমান হইয়া। অক্ষসমূহ ইহার কামনাকে বিধ্বস্ত করে প্রতিপক্ষের কিতবকে আধান (অর্থাৎ দান) করিয়া কৃতগুলি (অর্থাৎ কচের দানগুলি) ॥ ৬

অক্ষাস ইদঙ্কুশিনো নিতোদিনো
নিকৃত্বানস্তপনাস্তাপয়িষ্ণবঃ।
কুমারদেষ্ণা জয়তঃ পুনর্হণো
মধ্বা সম্পৃক্তাঃ কিতবস্য বর্হণা ॥ ৭

অক্ষসমূহ নিশ্চয়ই অঙ্কুশযুক্ত (অর্থাৎ অঙ্কুশের মত আকর্ষণকারী), নিতরাং পীড়াজনক, ছেদনকারী, তাপযুক্ত, (অন্যের) সন্তাপজনক। কুমারের (অর্থাৎ বালকের) মত দাতা (অর্থাৎ দিয়াই আবার কাড়িয়া লয়), জয়শীলদের পুনরায় বিনাশকারী (অর্থাৎ পরাজয়ের দ্বারা সর্বনাশকারী), মধুর দ্বারা সম্মিশ্রিত কিতবের উদ্দীপনা ॥ ৭

ত্রিপঞ্চাশঃ ক্রীড়তি ব্রাত এষাং
দেব ইব সবিতা সত্যধর্মা।
উগ্রস্য চিন্মন্যবে না নমন্তে
রাজা চিদেভ্যো নম ইৎ কৃণোতি ॥ ৮

তিন-পঞ্চাশ (অর্থাৎ দেড়শত বা তিপ্পান্ন) খেলিতেছে ইহাদের (অর্থাৎ পাশার ঘুঁটির) সমূহ, সত্যধর্মা সবিতা দেবতার মত। উদ্ধতেরও ক্রোধে (ইহারা) নম্রিত বা নত হয় না, রাজা পর্য্যন্ত ইহাদের উদ্দেশ্যে নমস্কারই করেন ॥ ৮

নীচা বর্ত্তন্ত উপরি স্ফুরন্ত্য-
হস্তাসো হস্তবন্তং সহন্তে।
দিব্যা অঙ্গারা ইরিণে ন্যুপ্তাঃ
শীতাঃ সন্তো হৃদয়ং নির্দহন্তি ॥ ৯

(কখনও) নীচে থাকে, (কখনও) উপরে প্রকাশিত হয়। হস্তহীন ইহারা (অর্থাৎ পাশার ঘুঁটিরা) হস্তযুক্তকে (অর্থাৎ দ্যূতকরকে) অভিভূত করে। (ইহারা যেন) দ্যুতিমান্ (অর্থাৎ জলন্ত) অঙ্গার আস্ফারে (অর্থাৎ ছকের উপর) প্রোথিত বা নিহিত। (ইহারা স্বয়ং) শীতল (অথাৎ ঠাণ্ডা) হইয়াও হৃদয়কে দহন করে (অর্থাৎ পোড়ায়) ॥ ৯

জায়া তপ্যতে কিতবস্য হীনা
মাতা পুত্রস্য চরতঃ ক স্বিৎ।
ঋণাবা বিভ্যদ্ধনমিচ্ছমানো-
হন্যেষামস্তমুপ নক্তমেতি ॥ ১০

পত্নী সন্তপ্তা হয় কিতবের, পরিত্যক্তা হইয়া। মাতা (সন্তপ্তা হ'ন) পুত্রের (জন্য), বিচরণ করিতেছে (অর্থাৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে) কোথায় (কে জানে যে-পুত্র)। ঋণযুক্ত, ভীত (সে) ধন ইচ্ছা করিয়া অন্যের গৃহে রাত্রিকালে সন্নিহিত হয় (চুরির জন্য) ॥ ১০

স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বায় কিতবং ততাপা-
ন্যেষাং জায়াং সুকৃতং চ যোনিম্।
পূর্বাহ্নে অশ্বান্ যুযুজে হি বভ্রূন্
সো অগ্নেরন্তে বৃষলঃ পপাদ ॥ ১১

(অন্যের) স্ত্রীকে দেখিয়া কিতব সন্তপ্ত হয়, অন্যের পত্নীকে, সুন্দর কৃত অর্থাৎ নির্মিত গৃহকেও (দেখিয়া)। পূর্বাহ্নে বভ্রুবর্ণ অশ্বগণকে যুক্ত করিয়াছিল (অর্থাৎ পাশা খেলিয়াছিল), সে (এখন সায়াহ্নে) অগ্নির প্রান্তে (অর্থাৎ আগুনের ধারে) বৃষল (অর্থাৎ হীনকর্মা শূদ্রের মত) পতিত হইল ॥ ১১

যো বঃ সেনানীর্মহতো গণস্য
রাজা ব্রাতস্য প্রথমো বভূব।
তস্মৈ কৃণোমি ন ধনা রুণধ্মি
দশাহং প্রাচীস্তদৃতং বদামি ॥ ১২

(হে অক্ষগণ!) যে তোমাদের সেনাপতি বিরাট দলের 'রাজা' দলের প্রথম হইয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্যে করি (নমস্কার), ধনকে রুদ্ধ করিব না, (অথবা তাহার উদ্দেশ্যে করিব না অর্থাৎ নিয়োগ করিব না ধন, রোধ করিব)। দশটি (অঙ্গুলি) আমি পূর্বমুখী (করিতেছি) (অর্থাৎ যুক্তকরে) তাই সত্যই বলিতেছি (অর্থাৎ শপথ করিতেছি)॥ ১২

অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব
বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ।
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া
তন্মে বি চষ্টে সবিতায়মর্যঃ॥ ১৩

"অক্ষ (অর্থাৎ পাশা) দিয়া আর খেলিও না, কৃষিই কর্ষণ কর (অর্থাৎ চাষবাস কর), বিত্তে আনন্দ কর, (যাহা আছে তাহাই) বহু মনে করিয়া। সেখানেই (অর্থাৎ তাহাতেই) গোসমূহ, হে কিতব! তাহাতেই জায়া"—ইহাই আমাকে বিশেষরূপে বলিয়াছেন এই ঈশ্বর সবিতা॥ ১৩

মিত্রং কৃণুধ্বং খলু মৃড়তা নো
মা নো ঘোরেণ চরতাভি ধৃষ্ণু।
নি বো নু মন্যুর্বিশতামরাতি-
রন্যো বভ্রূণাং প্রসিতৌ ন্বস্তু॥ ১৪

(হে অক্ষ!) মৈত্রী কর নিশ্চয়ই, সুখী কর আমাদের! আমাদের প্রতি ধর্ষণশীল ঘোর(রূপে) চরণ (অর্থাৎ আগমন) করিও না। তোমাদের কোপ ত্বরিতে শত্রুগণে প্রবিষ্ট হোক্। অন্য (লোক) বভ্রুর (অর্থাৎ পাশার) প্রসিতিতে অর্থাৎ বন্ধনে পড়ুক্ আমরা (যেন না পড়ি)॥ ১৪

পুরুষ

(পুরুষসূক্ত) ১০.৯০

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্‌॥ ১

সহস্রশির পুরুষ, সহস্রনয়ন, সহস্রচরণ—তিনি ভূমিকে (অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডকে) সর্বতো(-ভাবে) ব্যাপ্ত করতঃ অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন দশ অঙ্গুলি (অর্থাৎ উর্ধ্বে)॥ ১

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্‌।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ২

পুরুষই এই সমস্ত (কিছু), যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে। আরও (তিনি) অমৃতত্বের অধীশ্বর, যেহেতু অন্নের (অর্থাৎ ভোগের) জন্য (স্বকীয় স্বরূপকে) অতিক্রম করিয়া প্রকট হ'ন॥ ২

এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ৩

এই পর্যন্ত (সব) ইহার মহিমা, ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ (সেই) পুরুষ। পাদ (অর্থাৎ অংশমাত্র) ইহার নিখিল ভূতবর্গ, ত্রিপাদ ইহার অমৃত (অর্থাৎ মরণরহিত) দ্যুলোকে বা দ্যোতমান স্বপ্রকাশ স্বরূপে (বিরাজিত)॥ ৩

ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্‌ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥ ৪

ত্রিপাদ (তাঁহার) উর্ধ্বে অতিক্রম করিয়া বিরাজিত, আবার (এক) পাদ ইহার এখানে হইয়াছে (অভিব্যক্ত)। তদনন্তর বিবিধভাবে ব্যাপ্ত করিয়াছেন ভোজনযুক্ত ও ভোজনবিহীনকে (অর্থাৎ চেতন ও অচেতনকে) লক্ষ্য করিয়া॥ ৪

তস্মাদ্‌বিরাডজায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্‌ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫

তাঁহা হইতে বিরাট্ জাত হইলেন, বিরাটের উপরে পুরুষ (জাত হইলেন)। তিনি জাত হইয়া অতিরিক্ত (আরও সব কিছু) হইলেন। তাহার পর ভূমি এবং অনন্তর পুর বা দেহ (হইল) ॥ ৫

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ৬

যে পুরুষরূপ হবি দ্বারা দেবগণ যজ্ঞকে বিস্তার করিলেন, বসন্ত ইহার হইয়াছিল আজ্য (অর্থাৎ ঘৃত), গ্রীষ্ম ইন্ধন এবং শরৎ (হইয়াছিল) হবি ॥ ৬

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৭

সেই যজ্ঞ (-স্বরূপ) অগ্রে (সর্বপ্রথমে) জাত পুরুষকে বর্হিতে (অর্থাৎ কুশে বা অগ্নিতে) প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারাই দেবগণ যজন করিয়াছিলেন, সাধ্যগণ এবং ঋষিগণ যাঁহারা ॥ ৭

তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূন্ তাঁশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৮

সেই নিখিল আহুতিময় যজ্ঞ হইতে সম্পন্ন হইল বিচিত্র আজ্য (বা ভোগ্য)। পশুগণকে, সেই সকলকে সৃষ্টি করিলেন বায়ব্য, আরণ্য এবং গ্রাম্য যাহারা ॥ ৮

তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্‌যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯

সেই নিখিল আহুতিময় যজ্ঞ হইতে ঋক্‌সমূহ, সামসমূহ জাত হইল। ছন্দঃসমূহ জাত হইল তাহা হইতে। যজুঃ তাহা হইতে জাত হইল ॥ ৯

তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ১০

তাহা হইতে অশ্বসমূহ জাত হইল এবং যে কেহ সকলে উভয়দন্তবিশিষ্ট। গাভীসকল জাত হইল তাহা হইতে, তাহা হইতে জাত হইল ছাগ ও মেষগণ ॥ ১০

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে ॥ ১১

(দেবগণ) যখন পুরুষকে বিধান (অর্থাৎ সৃষ্টি) করিলেন (যজ্ঞরূপে), (তখন) কতভাবে (তাঁহাকে) বিকল্পিত (অর্থাৎ বিবিধরূপে বিভাগ) করিয়াছিলেন? মুখ কী ইঁহার? কোন্ দুটি বাহু? কী উরুদ্বয়, পদদ্বয় কথিত হয়? ॥ ১১

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্‌বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২

ব্রাহ্মণ ইঁহার মুখ হইয়াছিলেন, বাহুদ্বয় (রূপে) রাজা বা ক্ষত্রিয় (-কে) করা হইয়াছিল। উরুদ্বয় যাহা ইঁহার তাহা বৈশ্য (হইয়াছিলেন)। পদদ্বয় হইতে শূদ্র জাত হইয়াছিলেন ॥ ১২

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥ ১৩

চন্দ্র মন হইতে জাত (হইয়াছিলেন), চক্ষু হইতে সূর্য জাত হইয়াছিলেন, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ হইতে বায়ু জাত হইয়াছিলেন ॥ ১৩

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকা অকল্পয়ন্ ॥ ১৪

নাভি হইতে হইয়াছিল অন্তরিক্ষ, মস্তক হইতে দ্যুলোক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, পদদ্বয় হইতে ভূমি, দিক্‌সমূহ হইতে শ্রোত্র বা কর্ণ এবং লোকসমূহ কল্পিত (অর্থাৎ সৃষ্টি) করিয়াছিলেন (দেবগণ) ॥ ১৪

সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্॥ ১৫

সাতটি (ছন্দ) ইহার (অর্থাৎ এই যজ্ঞের) ছিল পরিধি, তিন (-গুণিত) সাত (দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, ত্রিলোক এবং এক আদিত্য—এই একুশ) সমিধ্ (অর্থাৎ কাষ্ঠ)-সমূহ করা হইয়াছিল—দেবগণ যে যজ্ঞকে বিস্তার করতঃ বলি দিয়াছিলেন (বা বাঁধিয়াছিলেন) পুরুষকে পশু (রূপে)॥ ১৫

হিরণ্যগর্ভ

১০.১২১

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ১

হিরণ্যগর্ভ ছিলেন (সকলের) আদিতে। জাত (হইয়া তিনি) ভূতের (অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির) এক (অর্থাৎ অদ্বিতীয়) পতি ছিলেন। তিনি ধারণ করিয়াছিলেন পৃথিবীকে (অথবা বিস্তীর্ণা) দ্যুলোককে এবং ইহাকে—(তিনি ছাড়া আর) কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে হবি দ্বারা বিধান (অর্থাৎ পরিচর্যা) করিব (আমরা)?॥ ১

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব
উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ২

যিনি আত্মদাতা (অর্থাৎ প্রাণদাতা বা স্বরূপদাতা), বলদাতা, যাঁহার সকলে উপাসনা করে প্রকৃষ্ট শাসন (বা অনুশাসন), যাঁহার দেবগণ (উপাসনা করেন), যাঁহার ছায়া অমৃত, যাঁহার (ছায়া) মৃত্যু—(তিনি ছাড়া আর) কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে হবি দ্বারা বিধান করিব ? ॥ ২

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈ-
ক ইদ্রাজা জগতো বভুব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩

যিনি শ্বাসপ্রশ্বাসকারী, নিমেষ- (উন্মেষ)কারী (প্রাণিগণের) (আপন) মাহাত্ম্যের দ্বারা একমাত্র অধীশ্বর জগতের (বা জঙ্গম প্রাণিবর্গের) হইয়াছিলেন, যিনি প্রভুত্ব করেন এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ (জীবসমূহের) উপর—(তিনি ছাড়া আর) কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে হবি দ্বারা বিধান করিব ? ॥ ৩

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা
যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪

যাঁহার এইসকল হিমবান্ (পর্বতসমূহ) মাহাত্ম্যের দ্বারা (প্রকটিত), যাঁহার (মাহাত্ম্য) নদীসহ সমুদ্র, (সকলে) বলিয়া থাকে, যাঁহার এইসকল দিক্‌সমূহ যাঁহার বাহু (স্থানীয়)—(তিনি ছাড়া আর) কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে হবি দ্বারা বিধান করিব ? ॥ ৪

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃলহা
যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫

যাঁহা দ্বারা দ্যুলোক (হইয়াছে) উগ্র (অর্থাৎ ঊর্ধ্বস্থিত বা গহন) এবং পৃথিবী (হইয়াছে) দৃঢ়া (অর্থাৎ স্থির), যাঁহার দ্বারা স্বঃ (অর্থাৎ স্বর্লোক) হইয়াছে স্তব্ধ (অর্থাৎ বিধৃত), যাঁহার দ্বারা সূর্য (হইয়াছে স্তব্ধ), যিনি অন্তরিক্ষে রজের (অর্থাৎ জলের বা স্বর্গ-মর্ত্যের মধ্যবর্তী স্থানের) বিমান (অর্থাৎ নির্মাণকর্তা বা পরিমাপকারী)—(তিনি ছাড়া আর) কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে হবি দ্বারা বিধান করিব ? ॥ ৫

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে
অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬

যাঁহাকে, ক্রন্দসী (অর্থাৎ দ্যুলোক ও পৃথিবী) (যাঁহার) রক্ষণের দ্বারা স্তব্ধ (অর্থাৎ স্থির) হইয়া, অভিমুখে (বা সম্মুখে) দেখিয়াছিল, মনে মনে কম্পমান (বা দীপ্যমান) হইয়া, যাঁহাতে আশ্রিত হইয়া সূর্য উদিত হইয়া প্রকাশ পা'ন —(তিনি ছাড়া আর) কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে হবি দ্বারা বিধান করিব ? ॥ ৬

আপো হ যদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্
গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭

যে বৃহৎ (অর্থাৎ বিপুল) জলরাশি বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল, গর্ভ ধারণ করতঃ, উৎপন্ন করতঃ অগ্নিকে, তাহা হইতে দেবগণের জাত হইল এক প্রাণ —(তিনি ছাড়া আর) কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে হবি দ্বারা বিধান করিব ? ॥ ৭

যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যৎ
দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্ ।
যো দেবেষধি দেব এক আসীৎ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮

যিনি অপ্‌সমূহকে আপন মহিমা দ্বারা সর্বতোভাবে অবলোকন করিয়াছিলেন, (যে-অপ্‌রাশি) দক্ষকে (অর্থাৎ প্রজাপতিকে) ধারণ করতঃ সৃষ্টি করিয়াছিল যজ্ঞকে, যিনি দেবগণের মধ্যে (তাহাদের) উর্ধ্বে একমাত্র দেব হইয়াছিলেন —(তিনি ছাড়া আর) কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে হবি দ্বারা বিধান করিব ? ॥ ৮

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা
যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৯

আমাদের যেন হিংসা না করেন সৃষ্টিকর্তা যিনি পৃথিবীর, সত্যধর্মা যিনি বা দ্যুলোককে উৎপন্ন করিয়াছেন, যিনি আহ্লাদক (বা জ্যোতির্ময়) বিপুল জলরাশিকে সৃষ্টি করিয়াছেন—(তিনি ছাড়া আর) কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে হবি দ্বারা বিধান করিব ? ॥ ৯

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো
বিশ্বা জাতানি পরি তা বভুব।
যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্ত
বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ১০

হে প্রজাপতে ! না তুমি ছাড়া অন্য কেহ এই সমস্ত জাত (বস্তুকে) পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে। যাহা কামনা করিয়া তোমার উদ্দেশ্যে আহুতি দিই (আমরা), তাহা আমাদের হোক্। আমরা যেন হই স্বামী সম্পদসমূহের ॥ ১০

পরমাত্মা

(দেবীসূক্ত) ১০,১২৫

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরা-

ম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।

অহং মিত্রাবরুণোভা বিভ-

র্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১

আমি রুদ্রগণের সহিত, বসুগণের সহিত বিচরণ করি। আমি আদিত্যগণ সহ এবং বিশ্বদেবগণের সহিত (বিচরণ করি)। আমি মিত্র-বরুণ উভয়কে ভরণ করি, আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে, আমি অশ্বিদ্বয়কে (ভরণ বা পালন করি) ॥ ১

অহং সোমমাহনসং বিভ-

র্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।

অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে

সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২

আমি আহননযোগ্য (বা উন্মাদনাকর) সোমকে ভরণ করি। আমি ত্বষ্টাকে এবং পুষন্‌কে, ভগকে (ভরণ করি)। আমি আধান (বা দান) করি ধন হবিষ্মান্‌কে (অর্থাৎ হবির্যুক্তকে), শোভন প্রকৃষ্ট তর্পণকারীকে, সবনকারী যজমানকে ॥ ২

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং

চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।

তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা

ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩

আমিই রাষ্ট্রের অধিষ্ঠাত্রী, প্রাপনকারিণী সম্পদ্‌সমূহের, (আত্ম-)জ্ঞানময়ী, মুখ্যা যজ্ঞার্হগণের। সেই আমাকে দেবগণ বিধান (অর্থাৎ স্থাপন) করিয়াছেন বহুস্থলে, বহুধাস্থিতা, বহু-আবেশ (অর্থাৎ প্রবেশ-) কারিণীকে ॥ ৩

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪

আমার দ্বারাই সে অন্ন ভক্ষণ করে, যে দেখে, যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, যে শোনে উক্ত অর্থাৎ কথিত (শব্দ বা বাক্যকে), (সে-সবই আমার দ্বারা)। না জানিয়া (অথবা না মানিয়া) আমাকে, তাহারা (আমার) উপরেই (অর্থাৎ আশ্রয়েই) নিবাস করে (বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়)। শোনো, হে বিশ্রুত (অর্থাৎ প্রখ্যাত বা জ্ঞানী)! শ্রদ্ধেয় (অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য কথাই) তোমাকে বলিতেছি ॥ ৪

অহমেব স্বয়মিদং বদামি
জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫

আমিই স্বয়ংই ইহা বলিতেছি। সেবিত হইয়া দেবগণ কর্তৃক এবং মনুষ্যগণ কর্তৃক, যাহাকে (যাহাকে) ইচ্ছা করি তাহাকে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ করি, তাহাকে ব্রহ্মা (অর্থাৎ প্রজাপতি বা স্রষ্টা), তাহাকে ঋষি, তাহাকে শোভন মেধা (-শালী) ॥ ৫

অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণো-
ম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬

আমি রুদ্রের জন্য ধনুকে আতত (অর্থাৎ বিস্তৃত) করি, ব্রহ্মদ্বেষীকে, হিংসককে হনন করার নিমিত্ত। আমি লোকের জন্য সংগ্রাম করিয়া থাকি। আমি দ্যুলোক-ভূলোককে আবিষ্ট করিয়াছি (বা প্রবিষ্ট হইয়াছি) ॥ ৬

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো-
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥ ৭

আমি প্রসব করি পিতাকে ইহার মূর্ধায়। আমার যোনি (অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থল) জলরাশির মধ্যে সমুদ্রে। সেখান হইতে বিবিধরূপে অবস্থিত আছি ভুবনসমূহে নিখিলে এবং ঐ দ্যুলোককে দেহের দ্বারা স্পর্শ করি (অর্থাৎ দ্যুলোক অবধি ব্যাপ্ত হইয়া আছি) ॥ ৭

অহমেব বাত ইব প্র বাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিনা সং বভূব ॥ ৮

আমিই বায়ুর মত প্রবাহিত হই, আরব্ধ করিয়া (অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়া) নিখিল ভূবনসমূহ। দ্যুলোকের 'পরে (অর্থাৎ উর্ধ্বে), পরে এই পৃথিবীর, (সেই আমি) এই পর্যন্ত (অর্থাৎ এই সব) (আপন) মহিমা দ্বারা হইয়াছি ॥ ৮

রাত্রি

১০.১২৭

রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥ ১

রাত্রি বিশেষভাবে দেখেন আগমন করতঃ, বহুস্থলে (অর্থাৎ ব্যাগকভাবে) দ্যোতমানা অক্ষিসমূহ দ্বারা (অর্থাৎ অক্ষিস্থানীয় নক্ষত্রসমূহ দ্বারা)। নিখিল শ্রী (বা শোভা) অধিষ্ঠান (অর্থাৎ ধারণ) করেন ॥ ১

ওর্বপ্রা অমর্ত্যা　　নিবতো দেব্যুদ্বতঃ।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২

সর্বতোভাবে আপূরণ (অর্থাৎ আবৃত) করেন মরণহীনা দেবী (এই রাত্রি) নিম্নস্থ ও উর্ধ্বস্থ (সব কিছুকে)। জ্যোতির দ্বারা বাধিত করেন অন্ধকারকে ॥ ২

নিরু স্বসারমস্কৃতো-　　ষসং দেব্যায়তী।
অপেদু হাসতে তমঃ ॥ ৩

নিরাকরণ (অর্থাৎ বিদূরিত) করেন ভগিনীকে উষাকে আগমনকারিণী দেবী (এই রাত্রি)। (কারণ) অপগতই হয় অন্ধকার (উষার আগমনে) ॥ ৩

সা নো অদ্য যস্যা বয়ং　　নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি।
বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ ॥ ৪

সেই (তুমি) আমাদের আজ (প্রসন্ন হও), যে-তোমার যামেতে (অর্থাৎ প্রহরে বা কালে) আমরা নিবিষ্ট হই (নিদ্রায় বা সুখে), বৃক্ষে যেমন বসতি (অর্থাৎ নিবাস) করে পক্ষিগণ ॥ ৪

নি গ্রামাসো অবিক্ষত　　নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ।
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ ৫

গ্রামসমূহ (অর্থাৎ গ্রামবাসীগণ) নিবিষ্ট হয় (অর্থাৎ সুপ্ত হয় এই রাত্রিকালে), নিবিষ্ট হয় পদযুক্তেরা (অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুসমূহ), নিবিষ্ট হয় পক্ষিগণ, নিবিষ্ট হয় শ্যেনপক্ষিগণ, (যাহারা) অর্থী (অর্থাৎ মাংসাদিতে লুব্ধ বা শীঘ্র গমনশীল) ॥ ৫

যাবয়া বৃক্যং বৃকং　　যবয় স্তেনমূর্ম্যে।
অথা নঃ সুতরা ভব ॥ ৬

বিযুক্ত কর (অর্থাৎ দূর কর) বৃকীকে, বৃককে (অর্থাৎ হিংসাকারীকে), বিযুক্ত কর চোরকে, হে উর্ম্যে (অর্থাৎ রাত্রি)! অনন্তর আমাদের (প্রতি) শোভনতরা হও ॥ ৬

উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত।
উষ ঋণেব যাতয় ॥ ৭

সমীপে আমার বিলেপনকারী (অর্থাৎ চারিদিকে ঢাকা) অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্ত (অর্থাৎ পরিস্ফুট হইয়া), বিরাজিত। হে উষস্! ঋণের মত (তাহাকে) অপসারণ কর (অর্থাৎ মুক্ত কর) ॥ ৭

উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥ ৮

সমীপে তোমার (আসিয়া) গাভীর মত (অভিমুখ) করি (তোমাকে)। বরণ কর হে দ্যুলোক-দুহিতা! রাত্রি! স্তোত্রসমূহের মত, জয়েচ্ছুকে ॥ ৮

নাসদীয়

(ভাববৃত্ত) ১০.১২৯

নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম-
ন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্ ॥ ১

না অসৎ ছিল, না সৎ ছিল তখন। না ছিল রজস্ বা অন্তরিক্ষ, না পর ব্যোম যাহা। কি আবরণ করিয়াছিল ? কোথায় ? কাহার জ্ঞানে ? 'অম্ভঃ' বা জলরাশি কি ছিল গহন, গভীর ? ॥ ১

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥ ২

না মৃত্যু ছিল, না অমৃত তখন। না রাত্রি দ্বারা দিন ছিল প্রজ্ঞাত (অর্থাৎ বিশ্লিষ্টরূপে জ্ঞাত)। প্রাণিত হইয়াছিলেন বায়ুহীন সেই এক, স্বধা দ্বারা (অর্থাৎ আপন বিধানে)। তাহা ছাড়া অন্য পর (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) কিছুই ছিল না ॥ ২

তম আসীৎ তমসা গূঢ়হমগ্রে-
হপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ
তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্ ॥ ৩

অন্ধকার ছিল অন্ধকার দিয়া গূঢ় (অর্থাৎ ঢাকা) পূর্বে। অজ্ঞাত (বা অনির্দিষ্ট) জলরাশি সর্ব (দিক্) ব্যাপিয়া এই। তুচ্ছের (অর্থাৎ কল্পনার আবরণের) দ্বারা আবৃত ছিল যাহা, তপস্যার মহিমায় জাত হইল (সেই) এক ॥ ৩

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥ ৪

কাম সেই প্রথমে জাত হইল উপরে মনের, রেতঃ (অর্থাৎ সৃষ্টিবীজ) আদি (বা প্রথম) যাহা ছিল। সতের (অর্থাৎ অস্তিত্বের) বন্ধুকে (অর্থাৎ বন্ধনকারীকে) অসতের মধ্যে নিঃশেষে লাভ করিলেন হৃদয়ে মনন করিয়া কবিগণ (অর্থাৎ ক্রান্তদর্শীগণ) মনীষার দ্বারা ॥ ৪

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষা-
মধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্ৎ
স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫

তির্যগ্ভাবে বিস্তৃত (হইল) রশ্মি, ইহাদের নিম্নেও ছিল, উপরেও ছিল। বীজধারণকারী হইয়াছিল, মহিমাসকল হইয়াছিল, স্বধা (অর্থাৎ স্রষ্টার আপন বিধান ছিল) পশ্চাতে, প্রযতি (অর্থাৎ প্রকৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ) সম্মুখে ॥ ৫

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ

কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।

অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনা-

থা কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬

কে যথার্থ জানে, কে এখানে প্রকৃষ্টরূপে বলিবে কোথা হইতে সব জাত হইল, কোথা হইতে এই বিশেষ সৃষ্টি ? অর্বাচীন (অর্থাৎ পরবর্তী) দেবগণ, ইহার বিসর্জনের (অর্থাৎ সৃষ্টির)। তাহা হইলে কে জানে যেখান হইতে এই সমস্ত হইয়াছে ? ॥ ৬

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব

যদি বা দধে যদি বা ন।

যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ৎ

সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭

এই বিবিধ সৃষ্টি যেখানে হইতে সর্বতোভাবে হইয়াছে, যদি বা ধারণ করিয়া থাকেন, যদি বা না (ধারণ করিয়া থাকেন), যিনি ইহার অধ্যক্ষ (অর্থাৎ নিয়ন্তা) পরম ব্যোমে, তিনি যথার্থ জানেন, যদি বা না জানেন ॥ ৭

শ্রদ্ধা

১০.১৫১

শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ।

শ্রদ্ধাং ভগস্য মূর্ধনি বচসা বেদয়ামসি ॥ ১

শ্রদ্ধা দ্বারা অগ্নি সন্দীপিত হয়, শ্রদ্ধা দ্বারা আহুত হয় হবি। শ্রদ্ধাকে ভজনীয়ের (বা ধনের) শীর্ষস্থানে (অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ধনরূপে) বাক্যের দ্বারা জানাইতেছি (অর্থাৎ ঘোষণা করিতেছি) ॥ ১

প্রিয়ং শ্রদ্ধে দদতঃ প্রিয়ং শ্রদ্ধে দিদাসতঃ।
প্রিয়ং ভোজেষু যজ্বস্বিদং ম উদিতং কৃধি॥ ২

প্রিয় (কর অর্থাৎ অভীষ্ট দান কর) হে শ্রদ্ধা! দানকারীর প্রতি। প্রিয় (কর) হে শ্রদ্ধা! দানের ইচ্ছাকারীর প্রতি। প্রিয় (কর) ভোক্তৃসমূহের প্রতি। যজনশীলের প্রতি এই আমার উক্তিকে (প্রিয়) কর॥ ২

যথা দেবা অসুরেষু শ্রদ্ধামুগ্রেষু চক্রিরে।
এবং ভোজেষু যজ্বস্মাকমুদিতং কৃধি॥ ৩

যেমন দেবগণ উগ্র অসুরগণের প্রতি শ্রদ্ধা (অর্থাৎ বিনাশের জন্য দৃঢ় সংকল্প) করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভোগার্থী যজনশীলগণের প্রতি আমাদের উক্তিকে (সফল) কর॥ ৩

শ্রদ্ধাং দেবা যজমানা বায়ুগোপা উপাসতে।
শ্রদ্ধাং হৃদয্যয়াকূত্যা শ্রদ্ধয়া বিন্দতে বসু॥ ৪

শ্রদ্ধাকে দেবগণ, যজমানগণ, বায়ু (অর্থাৎ প্রাণ) দ্বারা রক্ষিত (হইয়া) উপাসনা করে। শ্রদ্ধাকে হৃদয়োত্থ আকূতি দ্বারা (উপাসনা করে)। শ্রদ্ধা দ্বারা লাভ করে সম্পদ্॥ ৪

শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে শ্রদ্ধাং মাধ্যন্দিনং পরি।
শ্রদ্ধাং সূর্যস্য নিম্রুচি শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ নঃ॥ ৫

শ্রদ্ধাকে প্রাতঃকালে আহ্বান করি, শ্রদ্ধাকে মাধ্যন্দিন উপলক্ষ্যে (অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালীন যজ্ঞে), শ্রদ্ধাকে সূর্যের নিম্নগমনে (অর্থাৎ অস্তকালে সায়াহ্নে)। হে শ্রদ্ধা! শ্রদ্ধাযুক্ত কর এখন আমাদের॥ ৫

ভাববৃত্ত

(সৃষ্টিসূক্ত) ১০.১৯০

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥ ১

ঋত এবং সত্যও সন্দীপিত তপস্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। তদনন্তর রাত্রি জাত হইয়াছিল, তদনন্তর সমুদ্র জলময়॥ ১

সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ ২

সমুদ্র হইতে, অর্ণব হইতে অনন্তর সংবৎসর (অর্থাৎ কাল) জাত হইয়াছিল, অহোরাত্রকে বিধান (অর্থাৎ সৃষ্টি) করতঃ (যে-কাল) নিখিল নিমেষ-উন্মেষকারীর (অর্থাৎ প্রাণিবর্গের) নিয়ন্তা॥ ২

সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ ৩

সূর্য ও চন্দ্রমাকে বিধাতা পূর্বের মত (অর্থাৎ পূর্বকল্পের ন্যায়) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দ্যুলোক এবং পৃথিবীকে ও অন্তরিক্ষকে, অনন্তর (নিখিল সৃষ্টির উদ্ভাসক) জ্যোতিকে॥ ৩

সংজ্ঞান

১০.১৯১

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে॥ ১

সঙ্গত (অর্থাৎ মিলিত) হইয়া গমন কর, সঙ্গত হইয়া (বাক্য) বল, সঙ্গত হইয়া তোমাদের মন (সব কিছু) অবগত হোক্। দেবগণ (আপন আপন হবির) ভাগকে যেমন পূর্বে সংজ্ঞাত হইয়া (অর্থাৎ সম্মিলিতরূপে) উপাসনা (অর্থাৎ স্বীকার) করিয়াছিলেন (তেমনি তোমরাও সম্মিলিত হইয়া সর্বসম্পদ্ ভোগ কর) ॥ ১

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
মানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ
সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥ ২

সমান (অর্থাৎ একরূপ হোক্) মন্ত্র, প্রাপ্তি (হোক্) সমান, সমান (হোক্) মন, একত্র (হোক্) চিত্ত ইহাদের। সমান মন্ত্রই অভিমন্ত্রিত (অর্থাৎ উচ্চারিত বা সুসংস্কৃত) করিব তোমাদের (অর্থাৎ দেবগণের) সমান হবির দ্বারাই তোমাদের আহুতি দিব ॥ ২

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ ৩

সমান (হোক্) তোমাদের আকূতি (অর্থাৎ অন্তরের আস্পৃহা), সমান (হোক্) হৃদয়সমূহ তোমাদের। সমান হোক্ তোমাদের মন, যেমন (অর্থাৎ যাহাতে) তোমাদের শোভন সাহিত্য হয় ॥ ৩

যজুর্বেদ

শুক্লযজুর্বেদ

প্রথম অধ্যায়

ওঁ ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়ব স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণ আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরনমীবা অযক্ষ্মা মাবস্তেন ঈশত মাঘশংসো ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীর্যজমানস্য পশূন্ পাহি ॥ ১

অন্নের (বা বৃষ্টির) জন্য তোমাকে (ছিন্ন করি), ঊর্জ বা বলের জন্য তোমাকে (সংনমিত অর্থাৎ ঋজু করি), বায়ু অর্থাৎ সঞ্চরণশীল হও (তোমরা), দ্যুতিমান্ সবিতা তোমাদের সমর্পণ (অর্থাৎ উৎসর্গ) করুন্ শ্রেষ্ঠতম কর্মের (অর্থাৎ যজ্ঞের) জন্য। আপ্যায়িত কর, হে অহিংসনীয় গাভীগণ! ইন্দ্রের ভাগকে (অর্থাৎ হবিকে), প্রজা (অর্থাৎ বৎস-) যুক্তা, রোগহীনা, রাজরোগশূন্যা (হইয়া)। না তোমাদের চোর সমর্থ হোক্ (অপহরণে)। না পাপভাষী (অর্থাৎ পাপাচারী)। ধ্রুব (অর্থাৎ স্থির বা শাশ্বতরূপে) এই গোপতিতে (অর্থাৎ যজমানে) থাক বহুসংখ্যায়। যজমানের পশুগণকে পালন কর ॥ ১

বসোঃ পবিত্রম স শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারম্।
দেবস্ত্বা সবিতা পুনাতু বসোঃ পবিত্রেণ শতধারেণ সুপ্বা কামধুক্ষঃ ॥ ৩

বসুর (অর্থাৎ যজ্ঞের) পবিত্র (অর্থাৎ পাবক বা শোধক) হও শতধারায়, বসুর পবিত্র হও সহস্রধারায়। দ্যুতিমান্ সবিতা তোমাকে পবিত্র করুন্ বসুর পবিত্রের দ্বারা শতধারায় শোভনপাবনের দ্বারা। কাহাকে দোহন করিয়াছ? ॥ ৩

অগ্নে ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাম্।
ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি ॥ ৫

হে অগ্নি! ব্রতপতি! ব্রত আচরণ (বা অনুষ্ঠান) করিব। তাহা যেন (পালন করিতে) সমর্থ হই। তাহা আমার সিদ্ধ (বা সমৃদ্ধ) হোক্। এই আমি অমৃত (অর্থাৎ মিথ্যা) হইতে সত্যকে প্রাপ্ত হইতেছি॥ ৫

ধূরসি ধূর্ব ধূর্বন্তং ধূর্ব তং যোঽস্মান্ ধূর্বতি তং ধূর্ব যং বয়ং ধূর্বামঃ। দেবানামসি বহ্নিতমং সস্নিতমং পপ্রিতমং জুষ্টতমং দেবহূতমম্॥ ৮

ধূঃ (অর্থাৎ হিংসক) হও (তুমি, অতএব) হিংসা কর হিংসাকারীকে, তাহাকে, যে আমাদের হিংসা করে, তাহাকে হিংসা কর, যাহাকে আমরা হিংসা করি। দেবগণের মধ্যে (তুমি) হও শ্রেষ্ঠ বহনকারী (বা বাহকতম), শুদ্ধতম, পূর্ণতম, সেবিততম (বা অভিপ্রেততম), দেবগণের শ্রেষ্ঠ আহ্বাতা॥ ৮

গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা পরিগৃহ্ণামি ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা পরিগৃহ্ণামি জাগতেন ত্বা ছন্দসা পরিগৃহ্ণামি। সুক্ষ্মা চাসি শিবা চাসি স্যোনা চাসি সুষদা চাস্যূর্জস্বতী চাসি পয়স্বতী চ॥ ৯

গায়ত্রীসম্বন্ধীয় ছন্দের দ্বারা তোমাকে পরিগ্রহ (অর্থাৎ স্বীকার) করি, ত্রিষ্টুপ-সম্বন্ধীয় ছন্দের দ্বারা তোমাকে পরিগ্রহ করি, জগতীসম্বন্ধীয় ছন্দের দ্বারা তোমাকে পরিগ্রহ করি। সুক্ষ্মাও তুমি, কল্যাণময়ীও তুমি, সুখস্বরূপও তুমি, শোভন-সদনাও (অর্থাৎ উপবেশনযোগ্যাও) তুমি, ঊর্জস্বতীও (অর্থাৎ তেজোময়ী বা অন্নবতীও) তুমি, পয়স্বতীও (অর্থাৎ রসময়ী বা দুগ্ধবতীও)॥ ৯

মনো জূতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু। বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তাম্ ওঁ প্রতিষ্ঠ ॥ ১৩

মন দ্রুতগতিশীল সেবন করুক্ আজ্যকে! বৃহস্পতি এই যজ্ঞকে বিস্তার করুন্। অহিংসিত (অর্থাৎ অবিনষ্ট) এই যজ্ঞকে সম্যক্‌রূপে ধারণ করুন্। নিখিল দেবগণ এখানে আনন্দ করুন্ (অর্থাৎ তৃপ্ত হোন্)। হাঁ, প্রকৃষ্টরূপে অবস্থিত হও (বা প্রস্থান কর) ॥ ১৩

বেদোঽসি যেন ত্বং দেব বেদ দেবেভ্যো বেদোঽভবস্তেন মহ্যং বেদো ভূয়াঃ। দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিত। মনসস্পত ইমং দেব যজ্ঞং স্বাহা বাতে ধাঃ ॥ ২১

তুমি বেদ (-স্বরূপ বা বেত্তা অর্থাৎ জ্ঞাতা), যেহেতু তুমি হে দেব! হে বেদ! দেবগণের প্রতি বেদ (অর্থাৎ জ্ঞাতা বা জ্ঞাপক) হইয়াছ, সেই হেতু আমার প্রতিও বেদ হও। হে দেবগণ! যজ্ঞবেত্তা! যজ্ঞকে জানিয়া যজ্ঞের প্রতি আগমন কর। হে মনের পতি (অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা চন্দ্র)! এই যজ্ঞকে হে দেব! আহুতি দিই (অর্থাৎ উৎসর্গ করি তোমাকে), বায়ুতে আধান কর (অর্থাৎ স্থাপন কর সেই যজ্ঞকে) ॥ ২১

সংবর্চসা পয়সা সংতনূভির্‌গন্মহি মনসা সংশিবেন। ত্বষ্টা সুদত্রো বিদধাতু রায়োঽনুমার্ষ্টু তন্বো যদ্‌বিলিষ্টম্ ॥ ২৪

(পুনরায় যেন) সংগত হই বর্চসের (অর্থাৎ ব্রহ্মতেজের) সহিত, রসের সহিত, সংগত হই (উপযুক্ত) দেহসমূহের (বা ভার্যাপুত্রাদির) সহিত, সংগত হই কল্যাণময় মনের সহিত। ত্বষ্টা শোভনদানশীল বিধান করুন্ সম্পদ্‌সমূহ, অনুকূলরূপে মার্জন করুন্ তনুর (অর্থাৎ দেহের) যাহা বিশ্লিষ্ট (অর্থাৎ শিথিল বা ন্যূন অংশ) ॥ ২৪

স্বয়ংভুরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মির্বর্চোদা অসি বর্চো মে দেহি।
সূর্যস্যাবৃতমন্বাবর্তে॥ ২৬

স্বয়ম্ভূ তুমি শ্রেষ্ঠ রশ্মি, বর্চসের (ব্রহ্মতেজের) দাতা তুমি, বর্চস্ আমাকে দাও। সূর্যের আবর্তন অনু(-সরণ করতঃ আমিও) আবর্তিত হই॥ ২৬

অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা সোমায় পিতৃমতে স্বাহা।
অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ॥ ২৯

কব্যবাহন (অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হবির বাহক) অগ্নির উদ্দেশ্যে স্বাহা। পিতৃমান্ (অর্থাৎ পিতৃগণের সহিত সংযুক্ত) সোমের উদ্দেশ্যে স্বাহা। অপগত (হোক্) অসুরগণ, রাক্ষসগণ, বেদিতে অবস্থানকারিগণ॥ ২৯

নমো বঃ পিতরো রসায় নমো বঃ পিতরঃ শোষায় নমো : পিতরো জীবায় নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ নমো বঃ পিতরো ঘোরায় নমো বঃ পিতরো মন্যবে নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বো গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত সতো বঃ পিতরো দেষ্মৈতদ্বঃ পিতরো বাস আধত্ত॥ ৩২

নমস্কার তোমাদের হে পিতৃগণ! রসস্বরূপকে (অর্থাৎ বসন্তঋতুরূপীকে), নমস্কার তোমাদের হে পিতৃগণ! শোষণস্বরূপকে (অর্থাৎ গ্রীষ্মকে), নমস্কার তোমাদের হে পিতৃগণ! জীবনস্বরূপকে (অর্থাৎ বর্ষাকে), নমস্কার তোমাদের হে পিতৃগণ! স্বধাস্বরূপকে (অর্থাৎ শরৎকে), নমস্কার তোমাদের হে পিতৃগণ! ঘোরস্বরূপকে (অর্থাৎ হেমন্তকে), নমস্কার তোমাদের হে পিতৃগণ! মন্যুস্বরূপকে (অর্থাৎ শিশিরকে)। নমস্কার তোমাদের হে পিতৃগণ! নমস্কার হে পিতৃগণ! গৃহসমূহ (অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রাদি) আমাদের, হে পিতৃগণ! দাও। বিদ্যমান (বস্তুসমূহ) তোমাদের, হে পিতৃগণ! দিব। এই তোমাদের, হে পিতৃগণ! বাস (অর্থাৎ আচ্ছাদন বা পরিধান) ধারণ কর॥ ৩২

উর্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্।
স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃন্॥ ৩৪

(হে অপ্) উর্জকে (অর্থাৎ অন্নকে) বহন করতঃ অমৃতকে, ঘৃতকে, দুগ্ধকে, বন্ধন-নিবারককে, পরিস্রুতকে (অর্থাৎ প্রবহমান অমৃতস্বরূপ ঐ সকল ঘৃত দুগ্ধ-অন্নরসকে), স্বধাস্থিত (অর্থাৎ পিতৃহবিঃস্বরূপ) হইয়া তৃপ্ত কর আমার পিতৃগণকে ॥ ৩৪

তৃতীয় অধ্যায়

অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা সূর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্যঃ স্বাহা।
অগ্নির্বর্চো জ্যোতির্বর্চঃ স্বাহা সূর্যো বর্চো জ্যোতির্বর্চঃ স্বাহা।
জ্যোতিঃ সূর্যঃ সূর্যো জ্যোতিঃ স্বাহা ॥ ৯

অগ্নিই জ্যোতি, জ্যোতিই অগ্নি, (তাহার উদ্দেশ্যে) স্বাহা (অর্থাৎ এই আহুতি দান)। সূর্যই জ্যোতি, জ্যোতিই সূর্য, (তাহার উদ্দেশ্যে) স্বাহা। অগ্নিই বর্চস্ (অর্থাৎ ব্রহ্মতেজ), জ্যোতিই বর্চস্, (তাহার উদ্দেশ্যে) স্বাহা। সূর্যই বর্চস্, জ্যোতিই বর্চস্, (তাহার উদ্দেশ্যে) স্বাহা। জ্যোতিই সূর্য, সূর্যই জ্যোতি (তাহার উদ্দেশ্যে) স্বাহা ॥ ৯

অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্।
অপাং রেতাংসি জিন্বতি ॥ ১২

অগ্নিই মূর্ধা (অর্থাৎ শিরঃস্থানীয়) দ্যুলোকের, ককুৎ (অর্থাৎ মহান্ অথবা গোপৃষ্ঠে অবস্থিত ককুদের মত সর্বোপরি অবস্থিত), পতি (অর্থাৎ পালক) পৃথিবীর ইনি। জলের সারসমূহকে প্রীত করেন (অর্থাৎ বর্ধিত করেন) ॥ ১২

ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্।
যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং
তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষম্॥ ৬২

তিন আয়ু (অর্থাৎ বাল্য, যৌবন ও জরা) জমদগ্নির, কশ্যপের তিন আয়ু, যাহা দেবগণের মধ্যে তিন আয়ু তাহা আমাদের হোক্ তিন আয়ু (অর্থাৎ আমরা যেন তাঁহাদের মত দীর্ঘায়ু লাভ করি)॥ ৬২

চতুর্থ অধ্যায়

চিৎপতির্মা পুনাতু বাক্‌পতির্মা পুনাতু দেবো মা সবিতা পুনাত্ব-চ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ।
তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রপূতস্য যৎকামঃ পুনে তচ্ছকেয়ম্॥ ৪

চিৎপতি আমাকে পবিত্র করুন্, বাক্‌পতি আমাকে পবিত্র করুন্, দ্যুতিমান্ সবিতা আমাকে পবিত্র করুন্ অচ্ছিদ্র (অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন) পবিত্র সূর্যের রশ্মিসমূহের দ্বারা। সেই তোমার, হে পবিত্রপালক! পবিত্রপূতের যে-কামনায় পূত করি (নিজেকে) তাহা যেন (লাভ করিতে) সক্ষম হই॥ ৪

আকূত্যৈ প্রযুজেঽগ্নয়ে স্বাহা মেধায়ৈ মনসেঽগ্নয়ে স্বাহা দীক্ষায়ৈ তপসেঽগ্নয়ে স্বাহা সরস্বত্যৈ পূষ্ণেঽগ্নয়ে স্বাহা।
আপো দেবীর্বৃহতীর্বিশ্বশংভুবো দ্যাবাপৃথিবী উরো অন্তরিক্ষ।
বৃহস্পতয়ে হবিষা বিধেম স্বাহা॥ ৭

আকূতিরূপ প্রয়োগস্বরূপ অগ্নির উদ্দেশ্যে স্বাহা, মেধারূপ মনোরূপ অগ্নির উদ্দেশ্যে স্বাহা, দীক্ষারূপ তপোরূপ অগ্নির উদ্দেশ্যে স্বাহা, সরস্বতীরূপ পুষারূপ অগ্নির উদ্দেশ্যে স্বাহা। হে অপ্‌রূপিণী দেবীগণ (যাঁহারা) বিশালা, নিখিলকল্যাণ সম্পাদিকা! হে দ্যুলোক-পৃথিবী! হে বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ! (তোমাদের উদ্দেশ্যে এবং) বৃহস্পতির উদ্দেশ্যে হবির্দান করি স্বাহা ॥ ৭

পুনর্মনঃ পুনরায়ুর্ম আগন্ পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্ পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্।
বৈশ্বানরো অদব্ধস্তনূপা অগ্নির্নঃ পাতু দুরিতাদবদ্যাৎ ॥ ১৫

পুনরায় মন, পুনরায় আয়ু আমার (ফিরিয়া) আসিয়াছে, পুনরায় প্রাণ, পুনরায় আত্মা আমার আসিয়াছে, পুনরায় চক্ষু পুনরায় শ্রোত্র আমার আসিয়াছে। বৈশ্বানর অবাধিত (বা অহিংসিত) তনুর পালক আমাদের রক্ষা করুন্ পাপ হইতে, যাহা বলিবার যোগ্য নহে (অর্থাৎ নিন্দিত কর্ম) তাহা হইতে ॥ ১৫

নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহো দেবায় তদৃতং সপর্যত।
দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্যায় শংসত ॥ ৩৫

নমস্কার মিত্রের প্রতি, বরুণের প্রতি, (নিখিলের) দ্রষ্টার প্রতি। মহান্ (বা তেজঃস্বরূপ) দেবতার (বা দ্যুতিমানের) উদ্দেশ্যে অতএব সত্যই (অর্থাৎ যথার্থরূপে) অর্চনা কর। দূর হইতে যিনি দেখেন (বা দূর হইতে যাঁহাকে দেখা যায়) তাঁহার প্রতি, দ্যুতি হইতে যিনি জাত (বা দেবগণ যাঁহা হইতে জাত) তাঁহার প্রতি, প্রজ্ঞাস্বরূপের প্রতি, দ্যুলোকের পুত্রের প্রতি, সূর্যের প্রতি শংসন (অর্থাৎ স্তুতিপাঠ) কর ॥ ৩৫

পঞ্চম অধ্যায়

ধ্রুবাসি ধ্রুবোঽয়ং যজমানোঽস্মিন্নায়তনে প্রজয়া পশুভির্ভূয়াৎ।
ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী পূর্যেথামিন্দ্রস্য ছদিরসি বিশ্বজনস্য ছায়া॥ ২৮

(তুমি যেমন) ধ্রুবা (অর্থাৎ নিশ্চলা সুপ্রতিষ্ঠিতা) ধ্রুব এই যজমান এই আয়তনে (অর্থাৎ গৃহে বা লোকে) প্রজা ও পশুগণ সহ হোক্। ঘৃতের দ্বারা দ্যুলোক-পৃথিবী পূরিত হোক্। (তুমি) ইন্দ্রের আচ্ছাদিকা, নিখিল জনের ছায়া (অর্থাৎ আশ্রয়)॥ ২৮

অয়ং নোঽগ্নির্বরিবস্কৃণোত্বয়ং মৃধঃ পুর এতু প্রভিন্দন্।
অয়ং বাজাঞ্জয়তু বাজসাতাবয়ং শত্রূঞ্জয়তু জর্হৃষাণঃ স্বাহা॥ ৩৭

এই আমাদের অগ্নি ধন (বা সম্পদ্ দান) করুন্। ইনি সংগ্রামের পুরোভাগে গমন করুন্ (সব বাধাকে) বিদীর্ণ করিয়া। ইনি অন্নসমূহকে জয় করুন্ অন্নসেবনের নিমিত্ত। ইনি শত্রুসমূহকে জয় করুন্ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া —স্বাহা॥ ৩৭

উরু বিষ্ণো বিক্রমস্বোরু ক্ষয়ায় নস্কৃধি।
ঘৃতং ঘৃতযোনে পিব প্রপ্র যজ্ঞপতিং তির স্বাহা॥ ৩৮

বিস্তীর্ণরূপে হে বিষ্ণু! বিক্রমণ কর (অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত হও)। বিস্তীর্ণ নিবাসের জন্য আমাদের কর। ঘৃতকে হে ঘৃতযোনি (অর্থাৎ অগ্নি)! পান কর, প্রকৃষ্টরূপে যজ্ঞপতিকে (অর্থাৎ যজমানকে) বর্ধিত কর—স্বাহা॥ ৩৮

দেব সবিতরেষ তে সোমস্তং রক্ষস্ব মা ত্বা দভন্।
এতৎ ত্বং দেব সোম দেবো দেবাঁ। উপাগা ইদমহং মনুষ্যান্ সহ রায়স্পোষেণ স্বাহা নির্বরুণস্য পাশান্ মুচ্যে॥ ৩৯

হে দ্যুতিমান্ সবিতা! এই তোমার সোম, তাহাকে রক্ষা কর, না তোমাকে (যেন অসুরেরা) হিংসা করে। এই তুমি, হে দ্যুতিমান্ সোম! দেবতা (হইয়া) দেবগণকে উপগত (অর্থাৎ প্রাপ্ত) হইয়াছ, এই আমি মনুষ্যগণকে ধনপুষ্টিসহ (প্রাপ্ত হইয়াছি)—স্বাহা। (এই আহুতিপ্রদানের ফলে) নিঃশেষে বরুণের পাশসমূহ হইতে যেন মুক্ত হই॥ ৩৯

অগ্নে ব্রতপাস্ত্বে ব্রতপা যা তব তনূর্ময্যভূদেষা সা ত্বয়ি যো মম তনূস্ত্বয্যভূদিয়ং সা ময়ি।
যথাযথং নৌ ব্রতপতে ব্রতান্যনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতিরমংস্তানু তপস্তপস্পতিঃ॥ ৪০

হে অগ্নি! ব্রতপালক তুমিই ব্রতপালক! যে তোমার তনু আমাতে ছিল সেই (দেহ) তোমাতে, যে আমার তনু তোমাতে ছিল এই তাহা আমাতে। যথাযথ আমাদের হে ব্রতপতি! ব্রতসমূহ (হোক্)। আমার দীক্ষাকে দীক্ষাপতি (অর্থাৎ অগ্নি বা সোম) অনুমোদন করিয়াছেন, অনু (মোদন করিয়াছেন) তপঃকে তপস্পতি (অর্থাৎ অগ্নি বা সোম)॥ ৪০

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাচং তে শুন্ধামি প্রাণং তে শুন্ধামি চক্ষুস্তে শুন্ধামি শ্রোত্রং তে শুন্ধামি নাভিং তে শুন্ধামি মেঢ্রং তে শুন্ধামি পায়ুং তে শুন্ধামি চরিত্রাংস্তে শুন্ধামি॥ ১৪

বাক্‌কে তোমার শোধন করি, প্রাণকে, চক্ষুকে, শ্রোত্রকে, নাভিকে, লিঙ্গকে, গুহ্যকে, চরিত্রকে তোমার শোধন করি॥ ১৪

মনস্ত আপ্যায়তাং বাক্ত আপ্যায়তাং প্রাণস্ত আপ্যায়তাং চক্ষুস্ত আপ্যায়তাং শ্রোত্রং ত আপ্যায়তাম্।
যত্তে ক্রূরং যদাস্থিতং তত্ত আপ্যায়তাং নিষ্ট্যায়তাং তত্তে শুধ্যতু শমহোভ্যঃ। ওষধে ত্রায়স্ব, স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ ॥ ১৫

মন তোমার আপ্যায়িত হোক্, বাক্, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ তোমার আপ্যায়িত হোক্। যাহা ক্রূর (অর্থাৎ বিকৃত বা অশান্ত), যাহা আস্থিত (অর্থাৎ উপস্থিত উপকরণাদিরূপে, সে সমস্ত) আপ্যায়িত হোক্। কল্যাণ (হোক্) দিনসমূহে। হে ওষধি! ত্রাণ কর, হে স্বধিতি (অর্থাৎ বজ্র বা ছেদনের অস্ত্র)! ইহাকে হিংসা করিওনা ॥ ১৫

ইদমাপঃ প্রবহতাবদ্যং চ মলং চ যৎ।
যচ্চাভিদুদ্রোহানৃতং যচ্চ শেপে অভীরুণম্।
আপো মা তস্মাদেনসঃ পবমানশ্চ মুঞ্চতু ॥ ১৭

হে অপ্‌সমূহ! ইহাকে (অর্থাৎ এই পাপকে) ধুইয়া দাও, অনুচ্চার্য (অর্থাৎ অকথ্য যাহা) এবং মল (অর্থাৎ মালিন্য), যাহা অভিদ্রোহ করিয়াছি মিথ্যা (বলিয়া), এবং যাহা শাপ দিয়াছি নিরপরাধীকে, অপ্‌সমূহ আমাকে সেই পাপ হইতে (মুক্ত করুন্), পবমানও (সোম বা বায়ুও) মুক্ত করুন্ ॥ ১৭

সপ্তম অধ্যায়

প্রাণায় মে বর্চোদা বর্চসে পবস্ব ব্যানায় মে বর্চোদা বর্চসে পবস্বো-দানায় মে বর্চোদা বর্চসে পবস্ব বাচে মে বর্চোদা বর্চসে পবস্ব ক্রতুদক্ষাভ্যাং মে বর্চোদা বর্চসে পবস্ব শ্রোত্রায় মে বর্চোদা বর্চসে পবস্ব চক্ষুর্ভ্যাং মে বর্চোদসৌ বর্চসে পবেথাম্ ॥ ২৭

প্রাণের প্রতি আমার বর্চসের (অর্থাৎ ব্রহ্মতেজের) দাতা বর্চসের জন্য প্রবর্তিত হও, ব্যানের প্রতি, উদানের প্রতি, বাকের প্রতি, ক্রতু (অর্থাৎ কামনা) ও দক্ষ (তাহার পুষ্টি বা সমৃদ্ধি) এই উভয়ের প্রতি, শ্রোত্রের প্রতি, চক্ষুর্দ্বয়ের প্রতি আমার বর্চসের দাতা বর্চসের জন্য প্রবর্তিত হও ॥ ২৭

আত্মনে মে বর্চোদা বর্চসে পবস্বৌজসে মে বর্চোদা বর্চসে পবস্বায়ুষে মে বর্চোদা বর্চসে পবস্ব বিশ্বাভ্যো মে প্রজাভ্যো বর্চোদসৌ বর্চসে পবেথাম্ ॥ ২৮

আত্মার প্রতি আমার বর্চসের দাতা বর্চসের জন্য প্রবর্তিত হও, ওজসের জন্য আমার বর্চসের দাতা বর্চসের জন্য প্রবর্তিত হও, আয়ুর জন্য আমার বর্চসের দাতা বর্চসের জন্য প্রবর্তিত হও, নিখিল আমার প্রজাবর্গের প্রতি বর্চসের দাতা বর্চসের জন্য প্রবর্তিত হও ॥ ২৮

কোঽদাৎ কস্মা অদাৎ কামোঽদাৎ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈতত্তে ॥ ৪৮

কে দিল ? কাহাকে দিল ? কাম দিল, কামকে দিল। কামই দাতা, কামই প্রতিগ্রহীতা (অর্থাৎ স্বীকর্তা)। হে কাম ! ইহা তোমারই ॥ ৪৮

অষ্টম অধ্যায়

যস্মান্ন জাতঃ পরো অন্যো অস্তি য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা।
প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংররাণস্ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে স ষোড়শী ॥ ৩৬

যাঁহা অপেক্ষা না জাত শ্রেষ্ঠ অন্য কেহ আছে, যিনি আবিষ্ট হইয়াছেন নিখিল ভুবনে বা ভূতসমূহে (অন্তর্যামিরূপে), সেই প্রজাপতি প্রজার সহিত সম্যক্ রমণ (অর্থাৎ ক্রীড়া বা লীলা) করতঃ তিনটি জ্যোতিকে সেবা (অর্থাৎ স্বকীয় জ্যোতিতে পূর্ণ) করেন, তিনিই ষোড়শী (অর্থাৎ ষোড়শকলাত্মিকা চিৎশক্তি) ॥ ৩৬

অদৃশ্রমস্য কেতবো বিরশ্ময়ো জনাঁ অনু। ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা। উপযামগৃহীতোঽসি সূর্যায় ত্বা ভ্রাজায়ৈষ তে যোনিঃ সূর্যায় ত্বা ভ্রাজায়। সূর্য ভ্রাজিষ্ঠ ভ্রাজিষ্ঠস্ত্বং দেবেষ্বসি ভ্রাজিষ্ঠোঽহং মনুষ্যেষু ভূয়াসম্ ॥ ৪০

বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়াছে ইহার কেতু (অর্থাৎ জ্ঞানরূপ) রশ্মিসমূহ জনসমূহে অনু-(গতরূপে), দীপ্যমান্ অগ্নিসমূহের মত। উপযামের দ্বারা গৃহীত হইয়াছ, (হে গ্রহপাত্র!) সূর্যের প্রতি তোমাকে দীপ্যমানের প্রতি (গ্রহণ করিয়াছি)। ইহাই তোমার যোনি (অর্থাৎ উদ্ভবস্থল)। (সেই) সূর্যের প্রতি তোমাকে দীপ্যমানের প্রতি (ধারণ করিয়াছি)। হে সূর্য! দীপ্ততম! দীপ্ততম তুমি দেবগণের মধ্যে হও, দীপ্ততম আমিও যেন মনুষ্যগণের মধ্যে হই ॥ ৪০

যজ্ঞস্য দোহো বিততঃ পুরুত্রা সো অষ্টধা দিবমন্বাততান।
স যজ্ঞ ধুক্ষ্ব মহি মে প্রজায়াং রায়স্পোষং বিশ্বমায়ুরশীয় স্বাহা ॥ ৬২

যজ্ঞের দোহ (অর্থাৎ পরিণামরূপ সার) বিতত (হইয়াছে) বহুধা। তাহা অষ্টরূপে (অর্থাৎ অষ্ট দিকে) দ্যুলোককে অনন্তর ব্যাপ্ত করিয়াছে। সেই হে যজ্ঞ! (তুমি) দোহন কর (অর্থাৎ ক্ষরণ কর তোমার সার) মহান্ (অর্থাৎ বিপুল)রূপে আমার প্রজাতে (অর্থাৎ সন্ততিগণে)। সম্পদের পুষ্টি, নিখিল আয়ু যেন প্রাপ্ত হই (আমিও)—স্বাহা ॥ ৬২

নবম অধ্যায়

আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাং চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাং শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাং পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাং যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম্। প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম স্বর্দেবা অগন্মামৃতা অভূম ॥ ২১

আয়ু যজ্ঞের দ্বারা সম্পাদিত হোক্, প্রাণ যজ্ঞের দ্বারা সম্পাদিত হোক্, চক্ষু যজ্ঞের দ্বারা সম্পাদিত হোক্, কর্ণ যজ্ঞের দ্বারা সম্পাদিত হোক্, পৃষ্ঠ যজ্ঞের দ্বারা সম্পাদিত হোক্, যজ্ঞ যজ্ঞের দ্বারা সম্পাদিত হোক্।
প্রজাপতির প্রজা (অর্থাৎ সন্ততি) হইয়াছি (আমরা), স্বর্গ, হে দেবগণ! প্রাপ্ত হইয়াছি, অমৃত হইয়াছি ॥ ২১

দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। সরস্বত্যৈ বাচো যন্তুর্যন্ত্রিয়ে দধামি বৃহস্পতেষ্ট্বা সাম্রাজ্যেনাভিষিঞ্চাম্যসৌ ॥ ৩০

তোমাকে সবিতা দেবতার প্রসবে (অর্থাৎ প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া) অশ্বিদ্বয়ের বাহু দ্বারা, পূষনের হস্ত দ্বারা সরস্বতীর উদ্দেশ্যে বাকের নিয়ন্তার নিয়ন্ত্রণে আধান (অর্থাৎ স্থাপন) করিতেছি। বৃহস্পতির সাম্রাজ্য (অর্থাৎ সম্রাট্‌ভাব) দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি ॥ ৩০

দশম অধ্যায়

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ২৪

(যিনি) হংস (অর্থাৎ আদিত্যরূপে) দীপ্তিতে আসীন, বসু (অর্থাৎ বাস করান যিনি, বায়ুরূপে) অন্তরিক্ষে আসীন, হোতা (অর্থাৎ দেবগণের আহ্বানকর্তা,

অগ্নিরূপে) বেদীতে আসীন, অতিথি (অর্থাৎ সোমরূপে) দুরোণে (অর্থাৎ যজ্ঞগৃহে বা দ্রোণকলশে) আসীন, নরে (অর্থাৎ মনুষ্যে যজমান) রূপে আসীন, বরে (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্টের মধ্যে) আসীন, ঋতে (অর্থাৎ সত্যের মধ্যে) আসীন, ব্যোমে (অর্থাৎ আকাশে) আসীন ; (যিনি) অপ্ হইতে জাত, গো (অর্থাৎ পৃথিবী) হইতে জাত, ঋত (অর্থাৎ সত্য) হইতে জাত, অদ্রি (অর্থাৎ পর্বত বা মেঘ) হইতে জাত, (তিনিই) ঋত (অর্থাৎ সত্যস্বরূপ), বৃহৎ (অর্থাৎ ব্রহ্ম বা পরমচৈতন্য) ॥ ২৪

একাদশ অধ্যায়

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে। স্বর্গ্যায় শক্ত্যা ॥ ২

যুক্ত (অর্থাৎ নিয়োজিত বা নিয়মিত) মনের দ্বারা আমরা দ্যুতিমান্ সবিতার প্রসবে (অর্থাৎ সৃষ্টিতে বা প্রেরণায়) স্বর্গসাধক (কর্মের) জন্য শক্তির দ্বারা (প্রয়াস করিব) ॥ ২

দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচং নঃ স্বদতু ॥ ৭

হে দ্যুতিমান্ সবিতা! প্রেরণ কর যজ্ঞকে, প্রেরণ কর যজ্ঞপতিকে (অর্থাৎ যজমানকে) সৌভাগ্যের প্রতি। দিব্য গন্ধর্ব জ্ঞানপাবনকারী জ্ঞানকে আমাদের পবিত্র করুন্, বাচস্পতি বাক্‌কে আমাদের আস্বাদ করুন্ ॥ ৭

শিবো ভব প্রজাভ্যো মানুষীভ্যস্ত্বমঙ্গিরঃ।
মা দ্যাবাপৃথিবী অভিশোচীর্মান্তরিক্ষং মা বনস্পতীন্ ॥ ৪৫

কল্যাণকর হও মানুষী প্রজাগণের প্রতি, হে অঙ্গিরস্! (অর্থাৎ হে অগ্নি!)। দ্যুলোক ও পৃথিবীকে সন্তপ্ত করিওনা, না অন্তরিক্ষকে, না বনস্পতি-সমূহকে ॥ ৪৫

দ্বাদশ অধ্যায়

শিবো ভূত্বা মহ্যমগ্নে অথো সীদ শিবত্বম্।
শিবাঃ কৃত্বা দিশঃ সর্বাঃ স্বং যোনিমিহাসদঃ॥ ১৭

কল্যাণকর হইয়া আমার প্রতি, হে অগ্নি! অনন্তর আসীন হও কল্যাণকর তুমি। কল্যাণময়ী করিয়া সমস্ত দিক্‌সমূহকে আপন যোনিতে (অর্থাৎ উৎপত্তিস্থলরূপ কুণ্ডে) এখানে আসিয়া উপবিষ্ট হও॥ ১৭

বিদ্মা তে অগ্নে ত্রেধা ত্রয়াণি বিদ্মা তে ধাম বিভৃতা পুরুত্রা।
বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যদ্বিদ্মা তমুৎসং যত আজগন্থ॥ ১৯

জানি তোমার হে অগ্নি! ত্রিধা (বিভক্ত) তিনটি (রূপ)। জানি তোমার ধাম (অর্থাৎ তেজ বা নিবাসস্থল) ছড়ান (যাহা) বহুস্থলে। জানি তোমার নাম পরম গহন বা গোপন যাহা। জানি তোমার উৎস যেখান হইতে আগমন কর॥ ১৯

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী।
পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসীঃ॥ ১৮

ভূ হও (তুমি), ভূমি হও (তুমি), অদিতি হও (তুমি), বিশ্বপোষণকারিণী, নিখিল ভুবনের ধারিকা। পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত কর, পৃথিবীকে দৃঢ় কর, পৃথিবীকে হিংসা করিওনা॥ ১৮

কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি।
এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ ॥ ২০

(ভূমির সহিত সম্বন্ধ) কাণ্ড হইতে প্ররোহ প্রাপ্ত হইয়া (অর্থাৎ অঙ্কুরিত হইয়া), (ভূমির সহিত অসম্বন্ধ) পরুস্ (অর্থাৎ গাঁট) হইতে, পরুস্ হইতে সর্বতোভাবে (যেমন প্রসারিত হও), তেমনি আমাদের হে দূর্বা! প্রকৃষ্টরূপে বিস্তৃত কর সহস্র দ্বারা, শত দ্বারা (অর্থাৎ অসংখ্যভাবে) ॥ ২০

যাস্তে অগ্নে সূর্যে রুচো দিবমাতন্বন্তি রশ্মিভিঃ।
তাভির্নো অদ্য সর্বাভী রুচে জনায় নস্কৃধি ॥ ২২

যে-সকল তোমার হে অগ্নি! সূর্যে (অবস্থিত) দীপ্তিসমূহ দ্যুলোককে পরিব্যাপ্ত (বা প্রকাশিত) করে রশ্মিসমূহ দ্বারা, সেই সকলের দ্বারা আমাদের আজ দীপ্তি (-ময়) পুরুষের জন্য আমাদের প্রতি (সৃষ্টি) কর ॥ ২২

বিরাড্ জ্যোতিরধারয়ৎ স্বরাড্ জ্যোতিরধারয়ৎ। প্রজাপতিষ্ট্বা সাদয়তু পৃষ্ঠে পৃথিব্যা জ্যোতিষ্মতীম্। বিশ্বস্মৈ প্রাণায়াপানায় ব্যানায় বিশ্বং জ্যোতির্যচ্ছ। অগ্নিষ্টেঽধিপতিস্তয়া দেবতয়াঙ্গিরস্বদ্ধ্রুবা সীদ ॥ ২৪

বিরাট্ (অর্থাৎ পৃথিবী) জ্যোতিকে (অর্থাৎ সূর্যকে) ধারণ করিয়াছে, স্বরাট্ (অর্থাৎ দ্যুলোক) জ্যোতিকে (অর্থাৎ সূর্যকে) ধারণ করিয়াছে। প্রজাপতি তোমাকে আসীন করান পৃষ্ঠে পৃথিবীর, জ্যোতিষ্মতীকে। নিখিল প্রাণের প্রতি, অপানের প্রতি, ব্যানের প্রতি নিখিল জ্যোতি দান কর। অগ্নি তোমার অধিপতি (অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা দেবতা), সেই দেবতা দ্বারা অঙ্গিরার মত নিশ্চলা হইয়া আসীন হও ॥ ২৪

মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকাবৃতু অগ্নেরন্তঃ শ্লেষোঽসি কল্পেতাং দ্যাবাপৃথিবী কল্পন্তামাপ ওষধয়ঃ কল্পন্তামগ্নয়ঃ পৃথঙ্ মম জ্যৈষ্ঠ্যায় সব্রতাঃ।
যে অগ্নয়ঃ সমনসোঽন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে। বাসন্তিকাবৃতু অভিকল্পমানা ইন্দ্রমিব দেবা অভিসংবিশন্তু তয়া দেবতয়াঙ্গিরস্বদ্ধ্রুবে সীদতম্ ॥ ২৫

মধু (অর্থাৎ চৈত্রমাস) এবং মাধবও (অর্থাৎ বৈশাখমাসও) বসন্ত-সম্বন্ধী ঋতুদ্বয়, অগ্নির অন্তরে শ্লিষ্ট (অর্থাৎ সংযুক্ত) আছ। সম্পাদন করুক্ (মঙ্গল) দ্যুলোক-পৃথিবী, সম্পাদন করুক্ অপ্‌সমূহ, ওষধিসমূহ, সম্পাদন করুক্ অগ্নিসমূহ পৃথক্‌ভাবে (প্রত্যেকে) আমার জ্যেষ্ঠত্বের (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকর্ষের) জন্য সমান ব্রতধারিগণ। যে-অগ্নিসমূহ সমান মনোযুক্ত, মধ্যে দ্যুলোক-পৃথিবীর এই সকল (অবস্থিত, তাহারাও) বসন্তসম্বন্ধী ঋতুর প্রতি অভিসম্পন্ন হইয়া ইন্দ্রেতে যেমন দেবগণ (সম্মিলিত হ'ন তেমনি) অভিনিবিষ্ট হোন্। সেই দেবতার দ্বারা অঙ্গিরার মত নিশ্চল হইয়া আসীন হও (তোমরা উভয়ে)॥ ২৫

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রাণং মে পাহ্যপানং মে পাহি ব্যানং মে পাহি চক্ষুর্ম উর্ব্যা বিভাহি শ্রোত্রং মে শ্লোকয়।
অপঃ পিন্বৌষধীর্জিন্ব দ্বিপাদব চতুষ্পাৎ পাহি দিবো বৃষ্টিমেরয়॥ ৮

প্রাণকে আমার রক্ষা কর, অপানকে আমার রক্ষা কর, ব্যানকে আমার রক্ষা কর, চক্ষুকে আমার বিস্তীর্ণ (দৃষ্টি) দ্বারা বিশেষভাবে প্রকাশিত কর, কর্ণকে আমার কীর্তিযুক্ত কর, জলকে সিঞ্চন কর, ওষধিসমূহকে প্রীত কর, দ্বিপাদ্‌কে রক্ষা কর, চতুষ্পাদ্‌কে পালন কর, দ্যুলোক হইতে বৃষ্টিকে প্রেরণ কর॥ ৮

আয়ুর্মে পাহি প্রাণং মে পাহ্যপানং মে পাহি ব্যানং মে পাহি চক্ষুর্মে পাহি শ্রোত্রং মে পাহি বাচং মে পিন্ব মনো মে জিন্বাত্মানং মে পাহি জ্যোতির্মে যচ্ছ॥ ১৭

আয়ুকে আমার পালন কর, প্রাণকে আমার পালন কর, অপানকে আমার পালন কর, ব্যানকে আমার পালন কর, চক্ষুকে আমার পালন কর, কর্ণকে আমার পালন কর, বাক্‌কে আমার অভিষিঞ্চিত কর, মনকে আমার প্রীত কর, আত্মাকে আমার রক্ষা কর, জ্যোতি আমাকে দাও ॥ ১৭

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো ভদ্রা রাতিঃ সুভগ ভদ্রো অধ্বরঃ। ভদ্রা উত প্রশস্তয়ঃ ॥ ৩৮

কল্যাণকর হোক্ আমাদের অগ্নি আহুত (হইয়া), কল্যাণকর হোক্ দান। হে সুভগ (অর্থাৎ শোভন ঐশ্বর্যযুক্ত)! কল্যাণকর হোক্ যজ্ঞ, কল্যাণকর অধিকন্তু আমাদের প্রশস্তিসমূহ ॥ ৩৮

ভদ্রা উত প্রশস্তয়ো ভদ্রং মনঃ কৃণুষ বৃত্রতূর্যে। যেনা সমৎসু সাসহঃ ॥ ৩৯

কল্যাণকর আরও (হোক্) প্রশস্তিসমূহ, কল্যাণকর মনকে কর পাপনাশের নিমিত্ত, যাহা দ্বারা (অর্থাৎ যে-মনের দ্বারা) সংগ্রামসমূহে অভিভূত কর (শত্রুগণকে) ॥ ৩৯

ষোড়শ অধ্যায়

নমস্তে রুদ্র মন্যব উতো ত ইষবে নমঃ। বাহুভ্যামুত তে নমঃ ॥ ১

নমস্কার তোমার হে রুদ্র! ক্রোধের প্রতি এবং তোমার বাণের প্রতি নমস্কার, বাহুযুগলের প্রতিও তোমার নমস্কার ॥ ১

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী। তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥ ২

যাহা তোমার হে রুদ্র! কল্যাণময়ী তনু, অঘোরা (অর্থাৎ ভয়ঙ্কর নহে, সৌম্যা), অপাপকাশিনী (অর্থাৎ পাপের প্রকাশিকা নহে, পুণ্যপ্রকাশিনী) সেই কল্যাণতমা তনু দ্বারা আমাদের, হে গিরিশন্ত! (অর্থাৎ যিনি গিরিতে অবস্থিত থাকিয়া কল্যাণ বিস্তার করেন), দেখ ॥ ২

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে। শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥ ৩

যে বাণকে, হে গিরিশন্ত! হস্তে ধারণ কর (শত্রুর প্রতি) ক্ষেপণের জন্য, কল্যাণময়, হে গিরিত্র! (অর্থাৎ গিরিতে থাকিয়া যিনি ত্রাণ করেন), তাহাকে কর, হিংসা করিও না পুরুষকে, জগৎকে ॥ ৩

নমোঽস্তু নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢুষে। অথো যে অস্য সত্বানোঽহং তেভ্যোঽকরং নমঃ ॥ ৮

নমস্কার নীলকণ্ঠের প্রতি, সহস্রনয়নের প্রতি, সিঞ্চনকারীর প্রতি। আরও যাঁহারা ইহার সত্ত্বস্বরূপ (অর্থাৎ অংশস্বরূপ) আমি তাঁহাদের প্রতি করি নমস্কার ॥ ৮

নমস্ত আয়ুধায়ানাততায় ধৃষ্ণবে। উভাভ্যামুত তে নমো বাহুভ্যাং তব ধন্বনে ॥ ১৪

নমস্কার তোমার আয়ুধের (অর্থাৎ অস্ত্রের, বাণের) প্রতি, অবিস্তৃতের প্রতি (অর্থাৎ যে বাণ ধনুকে আরোপিত করা হয় নাই বলিয়া বিস্তৃত নহে), ধর্ষণশীলের প্রতি। উভয়ের প্রতিও তোমার নমস্কার বাহুদ্বয়ের প্রতি, তোমার ধনুর প্রতি ॥ ১৪

নমো হিরণ্যবাহবে সেনান্যে দিশাং চ পতয়ে নমো নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যঃ পশূনাং পতয়ে নমো নমঃ শষ্পিঞ্জরায় ত্বিষীমতে পথীনাং পতয়ে নমো নমো হরিকেশায়োপবীতিনে পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৭

নমস্কার হিরণ্যবাহুর প্রতি, সেনাপতির প্রতি, দিক্‌সমূহের অধিপতির প্রতি নমস্কার। নমস্কার বৃক্ষসমূহের প্রতি, হরিদ্বর্ণ কেশসমূহের (অর্থাৎ পত্রসমূহের) প্রতি, পশুগণের পতির প্রতি নমস্কার। নমস্কার শষ্পের (অর্থাৎ তৃণের) ন্যায় পিঞ্জর (অর্থাৎ পীতরক্ত) বর্ণের প্রতি, কান্তিমানের প্রতি, পথের পতির প্রতি নমস্কার। নমস্কার লোহিতকেশের প্রতি, উপবীতধারীর প্রতি, পুষ্টদের (অর্থাৎ সমৃদ্ধগণের) পতিকে নমস্কার ॥ ১৭

নমো গণেভ্যো গণপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো ব্রাতেভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো গৃৎসেভ্যো গৃৎসপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো বিরূপেভ্যো বিশ্বরূপেভ্যশ্চ বো নমঃ ॥ ২৫

নমস্কার গণসমূহের প্রতি, গণপতিগণেরও প্রতি তোমাদের নমস্কার। নমস্কার ব্রাতগণের প্রতি, ব্রাতপতিগণের প্রতিও তোমাদের নমস্কার। নমস্কার মেধাবিগণের প্রতি, মেধাবীর পালকগণের প্রতিও তোমাদের নমস্কার। নমস্কার বিরূপগণের প্রতি, বিশ্বরূপসমূহের প্রতিও তোমাদের নমস্কার ॥ ২৫

নমো হ্রস্বায় চ বামনায় চ নমো বৃহতে চ বর্ষীয়সে চ নমো বৃদ্ধায় চ সবৃধে চ নমোঽগ্র্যায় চ প্রথমায় চ ॥ ৩০

নমস্কার হ্রস্বের প্রতিও, বামনের প্রতিও নমস্কার, বৃহতের প্রতিও, বর্ষীয়ানের প্রতিও নমস্কার, বৃদ্ধের প্রতিও, সমান বৃদ্ধের প্রতিও নমস্কার, শ্রেষ্ঠের প্রতিও. প্রথমের প্রতিও ॥ ৩০

নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ নমঃ পূর্বজায় চাপরজায় চ নমো মধ্যমায় চাপগল্‌ভায় চ নমো জঘন্যায় চ বুধ্ন্যায় চ ॥ ৩২

নমস্কার জ্যেষ্ঠের প্রতি, কনিষ্ঠের প্রতিও নমস্কার, পূর্বজাতের প্রতিও, অপরজাতের প্রতিও নমস্কার, মধ্যমের প্রতিও, অপ্রগল্‌ভের প্রতিও নমস্কার, পশ্চাদবস্থিতের প্রতিও, অগ্রে বা মূলে অবস্থিতের প্রতিও ॥ ৩২

নমঃ শংভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥ ৪১

নমস্কার কল্যাণজনকের প্রতিও, সুখজনকের প্রতিও নমস্কার, কল্যাণকরের প্রতিও, সুখকরের প্রতিও নমস্কার, কল্যাণের প্রতিও, কল্যাণতরের প্রতিও ॥ ৪১

সপ্তদশ অধ্যায়

য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ।
স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাঁ। আবিবেশ ॥ ১৭

(প্রলয়কালে) যিনি এই নিখিল ভুবনসমূহকে আহুতি দিয়া ঋষি, হোতা আসীন হইয়াছেন পিতা (অর্থাৎ জনক) আমাদের। (সৃষ্টিকালে) তিনি কামনা দ্বারা সম্পদ্ ইচ্ছা করিয়া প্রথম আচ্ছাদনকারী (অর্থাৎ আপন স্বরূপ গোপনকারী) নিম্নস্থিত (জীবসমূহে) আবিষ্ট হইয়াছেন ॥ ১৭

কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎস্বিৎ কথাসীৎ।
যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্মা বি দ্যামৌর্ণোন্ মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ॥ ১৮

কি ছিল অধিষ্ঠান (বা আশ্রয়), আরম্ভণ (অর্থাৎ আরম্ভ বা সৃষ্টির কারণ অর্থাৎ উপাদান) কি, (ক্রিয়াই বা) কিভাবে ছিল, যখন ভূমিকে (অর্থাৎ পৃথিবীকে) সৃষ্টি করতঃ বিশ্বকর্মা বিশেষভাবে দ্যুলোককে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন (আপন) মহিমা দ্বারা, নিখিলের জ্ঞাতা (বা সর্বদ্রষ্টা)? ॥ ১৮

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥ ১৯

সর্বতোদৃষ্টি এবং সর্বতোমুখ এবং সর্বতঃপাদ, সংযুক্ত হ'ন (বা করান) বাহুদ্বয় দ্বারা (অর্থাৎ ধর্মাধর্ম দ্বারা), সং(-যুক্ত হ'ন) পদসমূহের (বা পতন অর্থাৎ বিনাশশীল পঞ্চভূতের) সহিত, দ্যুলোক-পৃথিবীকে সৃষ্টি করতঃ (সেই) এক দেবতা ॥ ১৯

কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্॥ ২০

কী সেই বন, কী-ই বা সেই বৃক্ষ ছিল, যাহা হইতে দ্যুলোক-ভূলোককে খোদাই করিয়াছিলেন? হে মনীষিগণ! মনের দ্বারা জিজ্ঞাসা (অর্থাৎ পর্যালোচনা) কর এবং তাহাও (জিজ্ঞাসা কর) যাহা অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন (বা অতিক্রম করিয়া অবস্থিত হইয়াছিলেন) ভুবনসমূহকে ধারণ করতঃ ॥ ২০

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা॥ ২৭

যিনি আমাদের পিতা, জনক, যিনি বিধাতা, ধামসমূহকে জানেন, নিখিল ভুবনসমূহকে, যিনি দেবগণের নামদানকারী একাই, তাঁহাকেই সম্যক্ প্রশ্ন (বা জিজ্ঞাসা করিতে) ভুবনসমূহ (অর্থাৎ ভূতসমূহ) যায় অন্যেরা ॥ ২৭

পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি।
কিং স্বিদ্‌গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো　　দেবাঃ সমপশ্যন্ত পূর্বে॥ ২৯

পারে দ্যুলোকের, পারে এই পৃথিবীর, পারে দেবগণের, অসুরগণের যাহা আছে, কী সেই গর্ভ প্রথম ধারণ করিয়াছিল অপ্‌সমূহ, যেখানে দেবগণ সম্যক্‌ অবলোকন করিয়াছিলেন (সৃষ্টিকে) পূর্বে (অর্থাৎ প্রথমে)? ॥ ২৯

মর্মাণি তে বর্মণা ছাদয়ামি সোমস্ত্বা রাজাঽমৃতেনানুবস্তাম্‌।
উরোর্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু জয়ন্তং ত্বানু দেবা মদন্তু॥ ৪৯

মর্মস্থলগুলি তোমার বর্মের দ্বারা আচ্ছাদন করি, সোম রাজা তোমাকে অমৃতের দ্বারা আচ্ছাদন করুন্‌। উরু (অর্থাৎ পৃথু বা বিস্তীর্ণ) অপেক্ষাও বরীয়ান্‌ (বা বিস্তীর্ণতর) বরুণ তোমাকে করুন্‌, জয়শীল তোমাকে অনুসরণ করতঃ (অর্থাৎ তোমার জয়ে) দেবগণ আনন্দ করুন্‌ ॥ ৪৯

সূর্যরশ্মির্হরিকেশঃ পুরস্তাৎ সবিতা জ্যোতিরুদয়াঁ। অজস্রম্‌।
তস্য পূষা প্রসবে যাতি বিদ্বান্‌ সংপশ্যন্‌ বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥ ৫৮

সূর্যের মত রশ্মি যাঁহার, হরিদ্‌বর্ণ কেশ যাঁহার, সম্মুখে (সেই) সবিতারূপ জ্যোতি (অর্থাৎ অগ্নি) উদিত হইয়াছেন অজস্রভাবে। তাঁহার প্রসবে (অর্থাৎ আজ্ঞায়) পূষা (অর্থাৎ পোষণকারী সূর্য) গমন করেন, জানিয়া ও সম্যক্‌রূপে দেখিয়া নিখিল ভুবনসমূহকে, (যে-পূষা) পালক (সকলের) ॥ ৫৮

সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্ত জিহ্বাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ সপ্ত ধাম প্রিয়াণি।
সপ্ত হোত্রাঃ সপ্তধা ত্বা যজন্তি সপ্ত যোনীরাপৃণস্বা ঘৃতেন স্বাহা॥ ৭৯

সাতটি তোমার হে অগ্নি! সমিধ্‌ (অর্থাৎ সমিন্ধনকারী প্রাণ), সাতটি জিহ্বা (অর্থাৎ শিখা), সাতটি ঋষি (তোমার দ্রষ্টা), সাতটি ধাম (অর্থাৎ স্থান বা ছন্দঃসমূহ) তোমার প্রিয়, সাতটি হোতা সাতভাবে তোমাকে যজন করেন, সাতটি যোনি (অর্থাৎ স্থান) আপূরিত কর ঘৃতের দ্বারা—স্বাহা ॥ ৭৯

**শুক্রজ্যোতিশ্চ চিত্রজ্যোতিশ্চ সত্যজ্যোতিশ্চ জ্যোতিষ্মাংশ্চ।
শুক্রশ্চ ঋতপাশ্চাত্যংহাঃ ॥ ৮০**

(এই অগ্নি) শুভ্র (বা শুদ্ধ) জ্যোতিও, বিচিত্র (বা দর্শনীয়) জ্যোতিও, সত্যজ্যোতিও, জ্যোতিষ্মান্‌ও, দীপ্যমানও, সত্যের পালকও, পাপকে অতিক্রম করিয়া (বিরাজিত) ॥ ৮০

**সমুদ্রাদূর্মির্মধুমাঁ। উদারদুপাংশুনা সমমৃতত্বমানট্‌।
ঘৃতস্য নাম গুহ্যং যদস্তি জিহ্বা দেবানামমৃতত্বস্য নাভিঃ ॥ ৮৯**

(বাক্‌রূপ) সমুদ্র হইতে মধুময় তরঙ্গ (অর্থাৎ শব্দরাশি) উদ্‌গত হইল, উপাংশুর (অর্থাৎ যাগবিশেষের) সহিত সঙ্গত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিল। ঘৃতের নাম গুহ্য যাহা আছে (তাহা) জিহ্বা দেবগণের, অমৃতত্বের নাভি (বা মূল) ॥ ৮৯

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রাণশ্চ মেঽপানশ্চ মে ব্যানশ্চ মেঽসুশ্চ মে চিত্তং চ ম আধীতং চ মে বাক্‌ চ মে মনশ্চ মে চক্ষুশ্চ মে শ্রোত্রং চ মে দক্ষশ্চ মে বলং চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্‌ ॥ ২

প্রাণও আমার, অপানও আমার, ব্যানও আমার, জীবনও আমার, চিত্তও আমার, বাহ্যজ্ঞানও আমার, বাক্‌ও আমার, মনও আমার, চক্ষুও আমার, কর্ণও আমার, দক্ষতাও আমার, বলও আমার, যজ্ঞের দ্বারা সম্পাদিত হোক্‌ ॥ ২

ওজশ্চ মে সহশ্চ ম আত্মা চ মে তনূশ্চ মে শর্ম চ মে বর্ম চ মেঽঙ্গানি চ মেঽস্থীনি চ মে পরূংষি চ মে শরীরাণি চ ম আয়ুশ্চ মে জরা চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ৩

ওজস্‌ও আমার, সহস্‌ও (শারীর বলও) আমার, আত্মাও আমার, দেহও আমার, সুখও আমার, কবচও আমার, অঙ্গসমূহও আমার, অস্থিসমূহও আমার, (দেহের অঙ্গুলি প্রভৃতির) পর্বসমূহও আমার, শরীরসমূহও (অর্থাৎ দেহাবয়বসমূহও) আমার, আয়ুও আমার, বার্দ্ধক্যও আমার, যজ্ঞের দ্বারা সম্পাদিত হোক্ ॥ ৩

সত্যং চ মে শ্রদ্ধা চ মে জগচ্চ মে ধনং চ মে বিশ্বং চ মে মহশ্চ মে ক্রীড়া চ মে মোদশ্চ মে জাতং চ মে জনিষ্যমাণং চ মে সূক্তং চ মে সুকৃতং চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ৫

সত্যও আমার, শ্রদ্ধাও আমার, জগৎও আমার, ধনও আমার, বিশ্বও আমার, দীপ্তিও আমার, ক্রীড়াও আমার, আনন্দও আমার, জাতও আমার, জনিষ্যমাণও (অর্থাৎ ভবিষ্যতে যাহা জাত হইবে তাহাও), শোভন কথনও (বা ঋক্‌সমূহও) আমার; সুকৃতও (অর্থাৎ পুণ্যও) আমার, যজ্ঞের দ্বারা সম্পাদিত হোক্ ॥ ৫

ঋতং চ মেঽমৃতং চ মেঽযক্ষ্মং চ মেঽনাময়চ্চ মে জীবাতুশ্চ মে দীর্ঘায়ুত্বং চ মেঽনমিত্রং চ মেঽভয়ং চ মে সুখং চ মে শয়নং চ মে সূষাশ্চ মে সুদিনং চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ৬

ঋতও আমার, অমৃতও আমার, যক্ষ্মারোগহীনতাও আমার, ব্যাধিশূন্যতাও আমার, ঔষধও আমার, দীর্ঘায়ুও আমার, শত্রুহীনতাও আমার, সুখও আমার, শয়নও (বা নিদ্রাও) আমার, শোভন উষাও (অর্থাৎ সুপ্রভাতও আমার), সুদিনও আমার, যজ্ঞের দ্বারা সম্পাদিত হোক্ ॥ ৬

ঊনবিংশ অধ্যায়

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি বলমসি বলং ময়ি ধেহ্যোজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি ॥ ৯

তেজঃ (-স্বরূপ) তুমি তেজ আমাতে আধান কর, বীর্য তুমি বীর্য আমাতে আধান কর, বল তুমি বল আমাতে আধান কর, ওজস্ তুমি ওজস্ (অর্থাৎ কান্তি) আমাতে আধান কর, মন্যু (অর্থাৎ কোপ) তুমি কোপ আমাতে আধান কর, সহস্ (অর্থাৎ বল) তুমি সহস্ আমাতে আধান কর ॥ ৯

ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্। দক্ষিণা শ্রদ্ধা-মাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে ॥ ৩০

ব্রতের দ্বারা দীক্ষাকে লাভ করে, দীক্ষা দ্বারা লাভ করে দক্ষিণাকে। দক্ষিণা দ্বারা শ্রদ্ধাকে লাভ করে, শ্রদ্ধা দ্বারা সত্য লব্ধ (বা প্রাপ্ত) হয় ॥ ৩০

পুনন্তু মা পিতরঃ সোম্যাসঃ পুনন্তু মা পিতামহাঃ পুনন্তু প্রপিতা-মহাঃ পবিত্রেণ শতায়ুষা। পুনন্তু মা পিতামহাঃ পুনন্তু প্রপিতামহাঃ পবিত্রেণ শতায়ুষা বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নবৈ ॥ ৩৭

পবিত্র করুন্ আমাকে পিতৃগণ সোমার্হগণ (বা সোমসম্পাদকেরা), পবিত্র করুন্ আমাকে পিতামহগণ, পবিত্র করুন্ প্রপিতামহগণ পবিত্র শতায়ু দ্বারা। পবিত্র করুন্ আমাকে পিতামহগণ, পবিত্র করুন্ প্রপিতামহগণ, পবিত্র শতায়ু দ্বারা (যেন) নিখিল আয়ু লাভ করি ॥ ৩৭

পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্তু মনসা ধিয়ঃ।
পুনন্তু বিশ্বা ভূতানি জাতবেদঃ পুনীহি মা ॥ ৩৯

পবিত্র করুন্ আমাকে দেবজনগণ (অর্থাৎ দেবতার অনুগামিবৃন্দ), পবিত্র করুন্ মনের সহিত বুদ্ধিসমূহ (বা কর্মসমূহ), পবিত্র করুন্ নিখিল ভূতগণ, হে জাতবেদস্ (অর্থাৎ অগ্নি)! পবিত্র কর আমাকে ॥ ৩৯

আয়ন্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্ ॥ ৫৮

আগমন করুন্ আমাদের পিতৃগণ, (সোম্য অর্থাৎ সোমপানযোগ্য), অগ্নিষ্বাত্ত (অর্থাৎ অগ্নির দ্বারা স্বাদিত, ভক্ষিত) দেবযান পথসমূহের দ্বারা। এই যজ্ঞে স্বধা (অর্থাৎ অন্নের) দ্বারা আনন্দ করতঃ অধিক বলুন্ (অর্থাৎ আশীর্বচন বলুন), তাঁহারা রক্ষা করুন্ আমাদের ॥ ৫৮

বিংশ অধ্যায়

দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। অশ্বিনোর্ভৈষজ্যেন তেজসে ব্রহ্মবর্চসায়াভিষিঞ্চামি সরস্বত্যৈ ভৈষজ্যেন বীর্যায়ান্নাদ্যায়াভিষিঞ্চামীন্দ্রস্যেন্দ্রিয়েণ বলায় শ্রিয়ৈ যশসেঽভিষিঞ্চামি ॥ ৩

তোমাকে দ্যুতিমান্ সবিতার প্রসবে (অর্থাৎ প্রেরণায় বা আজ্ঞায়) অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগল দ্বারা, পুষনের হস্তদ্বয় দ্বারা, অশ্বিদ্বয়ের ভৈষজ্য (অর্থাৎ সর্বরোগহর চিকিৎসা) দ্বারা ব্রহ্মতেজের জন্য অভিষিক্ত করি, সরস্বতীর ভৈষজ্য দ্বারা বীর্য ও অন্নাদ্যের (অর্থ্যাৎ ভোক্তৃত্বশক্তির) জন্য অভিষিক্ত করি, ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ বীর্য বা সামর্থ্য) দ্বারা বলের, সমৃদ্ধির ও কীর্তির জন্য অভিষিক্ত করি ॥ ৩

যদ্দেবা দেবহেডনং দেবাসশ্চকৃমা বয়ম্। অগ্নির্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ১৪

যাহা হে দেবগণ! দেবহেলন (অর্থাৎ দেবগণের প্রতি অবহেলা বা অবজ্ঞা), হে দেবগণ! করিয়াছি আমরা, অগ্নি আমাকে সেই পাপ হইতে, নিখিল বিঘ্ন হইতে মুক্ত করুন্ ॥ ১৪

যদি দিবা যদি নক্তমেনাংসি চকৃমা বয়ম্। বায়ুর্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ১৫

যদি দিনে, যদি রাত্রে পাপসমূহ করিয়া থাকি আমরা, বায়ু আমাকে সেই পাপ হইতে, নিখিল বিঘ্ন হইতে মুক্ত করুন্ ॥ ১৫

যদি জাগ্রদ্ যদি স্বপ্ন এনাংসি চকৃমা বয়ম্। সূর্যো মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ১৬

যদি জাগ্রতে, যদি স্বপ্নে (অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় বা স্বপ্নাবস্থায়) পাপসমূহ করিয়া থাকি আমরা, সূর্য আমাকে সেই পাপ হইতে, নিখিল বিঘ্ন হইতে মুক্ত করুন্ ॥ ১৬

দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥ ২০

দ্রুপদ (অর্থাৎ কাষ্ঠপাদুকা) হইতে যেমন মুক্ত হইয়া, ঘর্মাক্ত স্নান করতঃ মল হইতে যেমন (মুক্ত হয়), পবিত্র (অর্থাৎ ছাঁকনি) দ্বারা আজ্য (অর্থাৎ ঘৃত) যেমন পূত হয় (তেমনি) অপ্‌সমূহ শুদ্ধ করুন্ আমাকে পাপ হইতে ॥ ২০

যো ভূতানামধিপতির্যস্মিংল্লোকা অধিশ্রিতাঃ। য ঈশে মহতো মহাংস্তেন গৃহ্ণামি ত্বামহং ময়ি গৃহ্ণামি ত্বামহম্ ॥ ৩২

যিনি ভূতগণের অধিপতি, যাঁহাতে লোকসমূহ আশ্রিত (বা অধিষ্ঠিত), যিনি প্রভুত্ব করেন মহতের উপর মহান্, তাঁহার দ্বারা গ্রহণ করি তোমাকে আমি, আমাতে গ্রহণ করি তোমাকে আমি ॥ ৩২

প্রাণপা মে অপানপাশ্চক্ষুষ্পাঃ শ্রোত্রপাশ্চ মে। বাচো মে বিশ্বভেষজো মনসোঽসি বিলায়কঃ ॥ ৩৪

প্রাণের পালক আমার, অপানের পালক, চক্ষুর পালক, কর্ণের পালক আমার। বাকের আমার নিখিল ঔষধ (-স্বরূপ তুমি), মনের তুমি বিলয়কারী ॥ ৩৪

একবিংশ অধ্যায়

ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্
দেবস্য হেডো অবযাসিসীষ্ঠাঃ।
যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো
বিশ্বা দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ ॥ ৩

তুমি আমাদের হে অগ্নি! (সব) জানিয়া বরুণ দেবতার ক্রোধকে নিবৃত্ত (বা অপগত) কর। (তুমি) শ্রেষ্ঠ যজনশীল, শ্রেষ্ঠ বহনশীল (হবিঃ সমূহের), অত্যন্ত দীপ্যমান, নিখিল দ্বেষসমূহ (বা দৌর্ভাগ্যসমূহ) বিমুক্ত কর আমাদের (সত্তা) হইতে ॥ ৩

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আ ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তামা রাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ইষব্যোঽতিব্যাধী মহারথো জায়তাং দোগ্ধ্রী ধেনুর্বোঢানড্বানাশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্যোষা জিষ্ণূ রথেষ্ঠাঃ সভেয়ো যুবাস্য যজমানস্য বীরো জায়তাং নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু ফলবত্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাং যোগক্ষেমো নঃ কল্পতাম্ ॥ ২২

হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মবর্চসযুক্ত (অর্থাৎ যজ্ঞাধ্যয়নশীল) ব্রাহ্মণ (আজাত অর্থাৎ উৎপন্ন) হোক্, আ(-জাত হোক্) রাষ্ট্রে ক্ষত্রিয় শূর (অর্থাৎ পরাক্রমী) বাণকুশল (অর্থাৎ তীরন্দাজ) অত্যন্ত বেধকারী (অর্থাৎ লক্ষ্যভেদে নিপুণ) মহাযোদ্ধা, জাত হোক্ দোহনশীল (অর্থাৎ দুগ্ধদাত্রী) গাভী, বহনশীল বৃষভ, আশু (অর্থাৎ শীঘ্র গমনশীল) অশ্ব, (সুন্দর) দেহধারিণী স্ত্রী, জয়শীল, রথস্থিত, সভাযোগ্য (অর্থাৎ বিদ্যাগুণসম্পন্ন) যুবা এই যজমানের বীর (সন্তান) জাত হোক্, নিকামে নিকামে (অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে কামনামত বা ইচ্ছানুসারে) আমাদের পর্জন্য (অর্থাৎ মেঘ) বর্ষণ করুক্, ফলবতী (হইয়া) আমাদের ওষধিসমূহ পরিপক্ক হোক্, যোগক্ষেম (অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি বা যোগ এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ বা ক্ষেম) আমাদের সম্পাদিত হোক্ ॥ ২২

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

কঃ স্বিদেকাকী চরতি ক উ স্বিজ্জায়তে পুনঃ।
কিং স্বিদ্ধিমস্য ভেষজং কিং বাবপনং মহৎ ॥ ৯

কে-ই বা একাকী বিচরণ করে? কে-ই বা জাত হয় পুনরায়? কি-ই বা শীতের ঔষধ? কি-ই বা আবপন (অর্থাৎ বপনক্ষেত্র) বিশাল? ॥ ৯

সূর্য একাকী চরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ।
অগ্নির্হিমস্য ভেষজং ভূমিরাবপনং মহৎ ॥ ১০

সূর্য একাকী বিচরণ করে। চন্দ্রমা জাত হয় পুনবায়। অগ্নি শীতের ঔষধ। ভূমি (অর্থাৎ পৃথ্বী) আবপন বিশাল ॥ ১০

প্রাণায় স্বাহা অপানায় স্বাহা ব্যানায় স্বাহা। অম্বে অম্বিকেহ্-ম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন। সসস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পীল-বাসিনীম্ ॥ ১৮

প্রাণের প্রতি স্বাহা, অপানের প্রতি স্বাহা, ব্যানের প্রতি স্বাহা। হে অম্বে! হে অম্বিকে! হে অম্বালিকে! না আমাকে লইয়া যায় কেহ। শয়ন করে কুৎসিত অশ্ব সুভদ্রিকাকে কাম্পীলবাসিনীকে (লইয়া) ॥ ১৮

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে বসো মম। আহমজানি গর্ভধমা ত্বমজাসি গর্ভধম্ ॥ ১৯

গণসমূহের মধ্যে তোমাকে গণপতিকে আহ্বান করি। প্রিয়গণের মধ্যে তোমাকে প্রিয়পতিকে (অর্থাৎ প্রিয়েব পালককে) আহ্বান করি। নিধিগণের মধ্যে তোমাকে নিধিপতিকে আহ্বান করি। হে বসু! আমার (পতি বা পালক হও)। আ-(কর্ষণ করতঃ) আমি নিক্ষেপ করি গর্ভধারণকারী (বীজ), আ-(কর্ষণ করতঃ) তুমি নিক্ষেপ কর গর্ভধারণকারী (বীজ) ॥ ১৯

দ্যৌস্তে পৃথিব্যন্তরিক্ষং বায়ুশ্ছিদ্রং পৃণাতু তে।
সূর্যস্তে নক্ষত্রৈঃ সহ লোকং কৃণোতু সাধুয়া ॥ ৪৩

দ্যুলোক তোমার, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, বায়ু ছিদ্রকে (অর্থাৎ ন্যূনতাকে) পূরণ করুন্ তোমার। সূর্য তোমার নক্ষত্রগণ সহ লোককে করুন্ সাধু (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) ॥ ৪৩

কো অস্য বেদ ভুবনস্য নাভিং
কো দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষম্।
কঃ সূর্যস্য বেদ বৃহতো জনিত্রং
কো বেদ চন্দ্রমসং যতোজাঃ ॥ ৫৯

কে জানে এই ভুবনের নাভি (অর্থাৎ মূলকেন্দ্র)? কে দ্যুলোক-ভূলোক অন্তরিক্ষকে (জানে)? কে সূর্যের জানে বৃহতের জন্ম (অর্থাৎ উৎপত্তি)? কে জানে চন্দ্রমাকে যাহা হইতে জাত (হইয়াছেন তিনি অর্থাৎ চন্দ্রের উৎপত্তি)? ॥ ৫৯

বেদাহমস্য ভুবনস্য নাভিং
বেদ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষম্।
বেদ সূর্যস্য বৃহতো জনিত্র-
মথো বেদ চন্দ্রমসং যতোজাঃ ॥ ৬০

জানি আমি এই ভুবনের নাভিকে। জানি দ্যুলোক-ভূলোক অন্তরিক্ষকে। জানি সূর্যের বৃহতের জন্ম, আরও জানি চন্দ্রমা যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ৬০

পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ
পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ।
পৃচ্ছামি ত্বা বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ
পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম ॥ ৬১

জিজ্ঞাসা করি তোমাকে শেষ অবধি (বা সীমা) পৃথিবীর, জিজ্ঞাসা করি সেখানে (অর্থাৎ কোথায়) ভুবনের নাভি, জিজ্ঞাসা করি তোমাকে বর্ষণশীল অশ্বের বীর্য, জিজ্ঞাসা করি বাকের পরম ব্যোম (অর্থাৎ স্থান) ॥ ৬১

ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা
অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।
অয়ং সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতো
ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম ॥ ৬২

এই বেদি পরম অন্ত (অর্থাৎ অবধি বা সীমা) পৃথিবীর, এই যজ্ঞ ভুবনের নাভি, এই সোম বর্ষণশীল অশ্বের বীর্য, এই ব্রহ্মা বাকের পরম ব্যোম ॥ ৬২

একত্রিংশ অধ্যায়

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১৮

জানিয়াছি আমি এই পুরুষকে মহান্‌কে আদিত্যবর্ণকে তমসার পারে। তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে, না অন্য পথ আছে আশ্রয়ের (বা গমনের) জন্য ॥ ১৮

প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বিজায়তে।
তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্‌ হ তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১৯

প্রজাপতি চরণ (অর্থাৎ গমন বা প্রবেশ) করেন গর্ভে অন্তঃ (-স্থিত হইয়া), (স্বরূপতঃ) অজায়মান (হইয়াও) বহুধা বিশিষ্টরূপে জাত হ'ন। তাঁহার যোনিকে (অর্থাৎ স্থান বা স্বরূপকে) সর্বতোভাবে দর্শন করেন ধীরগণ। তাঁহাতেই অবস্থিত আছে ভুবন নিখিল ॥ ১৯

যো দেবেভ্যো আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ।
পূর্বো যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে ॥ ২০

যিনি দেবগণের উদ্দেশ্যে আসিয়া তাপ বা দীপ্তি দেন, যিনি দেবগণের পুরোহিত, পূর্বে যিনি দেবগণ হইতে জাত, নমস্কার (সেই) দীপ্তিকে ব্রাহ্মকে (অর্থাৎ ব্রহ্মের অবয়বস্বরূপ জ্যোতিকে) ॥ ২০

রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্তো দেবা অগ্রে তদব্রুবন্।
যস্ত্বৈবং ব্রাহ্মণো বিদ্যাত্তস্য দেবা অসন্ বশে ॥ ২১

দীপ্তিকে ব্রাহ্মকে সৃষ্টি করতঃ দেবগণ প্রথমে তাহা বলিয়াছিলেন "যে তোমাকে এইরূপে ব্রাহ্মণ জানিবে তাহার দেবগণ হইবেন বশ" (অর্থাৎ বশীভূত) ॥ ২১

শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুং ম ইষাণ সর্বলোকং ম ইষাণ ॥ ২২

(হে আদিত্য !) শ্রীও (অর্থাৎ ঐশ্বর্যও) তোমার, লক্ষ্মীও (অর্থাৎ সৌন্দর্যও) তোমার পত্নীদ্বয়। অহোরাত্র (তোমার) পার্শ্বদ্বয়। নক্ষত্রগণ (তোমার) রূপ (বা অভিব্যক্তি)। অশ্বিদ্বয় (অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোক) (তোমার) বিকসিত মুখস্বরূপ। ইচ্ছা করতঃ ইচ্ছা কর, ঐ (পরলোককে) আমার ইচ্ছা কর, সর্বলোককে আমার ইচ্ছা কর (অর্থাৎ তোমার অমোঘ ইচ্ছায় আমার সর্বলোক লাভ হোক্) ॥ ২২

ত্রিংশ অধ্যায়

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ ॥ ১

তাহাই অগ্নি, তাহাই আদিত্য, তাহাই বায়ু, তাহাই চন্দ্র, তাহাই শুক্র (অর্থাৎ শুদ্ধ বা শুক্ল), তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অপ্ সমূহ, তিনিই প্রজাপতি ॥ ১

সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।
নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ ॥ ২

সমস্ত নিমেষ (অর্থাৎ কালবিশেষ বা নিমেষ-উন্মেষযুক্ত জীবগণ) জাত হইল বিদ্যুৎ (অর্থাৎ বিশেষভাবে দীপ্ত বা ভাস্কর) পুরুষ হইতে। না ইঁহাকে উর্ধ্বে, না বক্রভাবে (অর্থাৎ চারিদিকে), না মধ্যে পরিগ্রহণ করিয়াছিল (অর্থাৎ কাল বা সৃষ্ট জীব সেই কালাতীতকে, কোনোমতেই অনুভবগ্রাহ্য করিতে পারে নাই) ॥ ২

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ ॥ ৩

না তাঁহার প্রতিমা (অর্থাৎ উপমা) আছে, যাঁহার নামে মহৎ যশ ॥ ৩

এষো হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্বাঃ
পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্ জনাস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ ॥ ৪

এই প্রসিদ্ধ দেবতা সকল প্রকৃষ্ট দিক্ অনু (-ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত)। পূর্বেই (অর্থাৎ প্রথমেই) উৎপন্ন, তিনিই গর্ভের অভ্যন্তরে। তিনিই জাত (অর্থাৎ বর্তমানে উৎপন্ন), তিনিই ভবিষ্যমাণ (অর্থাৎ ভবিষ্যতে উৎপদ্যমান), প্রত্যক্ (অর্থাৎ অন্তরে) জনগণের অবস্থান করেন সর্বতোমুখ (অর্থাৎ সর্বব্যাপী) ॥ ৪

যস্মাজ্জাতং ন পুরা কিঞ্চনৈব
য আবভুব ভুবনানি বিশ্বা।
প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংররাণ-
স্ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে স ষোড়শী ॥ ৫

যাঁহা হইতে পুর্বে জাত হয় নাই কিছুই, যিনি হইয়াছেন ভুবনসমূহ নিখিল, (যে) প্রজাপতি প্রজার (অর্থাৎ জীবের) সহিত সম্যক্ রমণ করতঃ তিনটি জ্যোতিকে (অর্থাৎ-অগ্নি-ইন্দু-অর্ককে) উপভোগ করেন, তিনি ষোড়শী (অর্থাৎ ষোড়শকলাযুক্ত পুরুষ) ॥ ৫

বেনস্তৎ পশ্যন্নিহিতং গুহা সদ্
যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।
তস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বং
স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভুঃ প্রজাসু ॥ ৮

বেন (অর্থাৎ বেত্তা বা জ্ঞানী) তাঁহাকে দেখেন (অর্থাৎ জানেন) নিহিত গুহাতে সংরূপে (অর্থাৎ নিত্যরূপে), যেখানে বিশ্ব হয় একনিলয় (অর্থাৎ একাশ্রিত)। তাঁহাতে ইহা (অর্থাৎ এই সব সৃষ্টি) সং(-গত অর্থাৎ বিলীন) হয়, বি-(গত অর্থাৎ তাঁহা হইতে বিসৃষ্ট) হয় সব, তিনিই ওতপ্রোত (অর্থাৎ অনুস্যূত) বিবিধরূপে ভূত (অর্থাৎ প্রকাশিত) প্রজাবর্গের মধ্যে ॥ ৮

প্র তদ্বোচেদমৃতং নু বিদ্বান্
গন্ধর্বো ধাম বিভৃতং গুহা সৎ।
ত্রীণি পদানি নিহিতা গুহাস্য
যস্তানি বেদ স পিতুঃ পিতাসৎ ॥ ৯

প্রকৃষ্টরূপে তাহাকে বলিবেন অমৃত (-স্বরূপকে) জ্ঞানী গন্ধর্ব (অর্থাৎ বেদান্তবিদ্), (যে) ধাম (অর্থাৎ স্বরূপ বা তেজ) বিভৃত গুহাতে সৎ (-স্বরূপ)। তিনটি পদ (অর্থাৎ স্বরূপ) নিহিত গুহাতে ইহার, যে সেগুলি জানে সে পিতার পিতা (অর্থাৎ পরব্রহ্ম) হয় ॥ ৯

স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা
ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যত্র দেবা অমৃতমানশানা-
স্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত ॥ ১০

তিনিই আমাদের বন্ধু, জনক, তিনিই বিধাতা, ধামসমূহ জানেন, ভুবনসমূহ নিখিল। যেখানে দেবগণ অমৃতকে ব্যাপ্ত করিয়া (অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়া) তৃতীয় ধামে অধি (-ষ্ঠিত হইয়া) বিচরণ করেন (স্বেচ্ছায়) ॥ ১০

পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্
পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ।
উপস্থায় প্রথমজামৃতস্যা-
স্মনাত্মানমভি সংবিবেশ ॥ ১১

পরিতঃ অর্থাৎ সর্বতঃ প্রাপ্ত (অর্থাৎ জ্ঞাত) হইয়া ভূতসমূহকে, সর্বতঃ জ্ঞাত হইয়া লোকসমূহকে, সর্বতঃ জ্ঞাত হইয়া সমস্ত প্রকৃষ্ট (অর্থাৎ প্রধান) দিক্‌সমূহ এবং (অবান্তর) দিক্‌সমূহ, উপাসনা করতঃ (অথবা সমীপস্থ হইয়া) প্রথমোৎপন্নাকে (অর্থাৎ বাক্‌কে), ঋতের আত্মা বা স্বরূপের দ্বারা আত্মাতে অভিতঃ সংবিষ্ট (অর্থাৎ প্রবিষ্ট) হয় ॥ ১১

পরি দ্যাবাপৃথিবী সদ্য ইত্বা
পরি লোকান্ পরি দিশঃ পরি স্বঃ।
ঋতস্য তন্তুং বিততং বিচৃত্য
তদপশ্যত্তদভবত্তদাসীৎ ॥ ১২

পরিতঃ (অর্থাৎ সর্বতঃ) দ্যুলোক-ভূলোককে সদ্য প্রাপ্ত (অর্থাৎ জ্ঞাত) হইয়া, পরিতঃ লোকসমূহকে, পরিতঃ দিক্‌সমূহকে, পরিতঃ স্বঃকে (অর্থাৎ জ্যোতিরূপ সূর্যকে) (জ্ঞাত হইয়া) ঋতের (অর্থাৎ যজ্ঞের) বিস্তৃত তন্তুকে ছিন্ন (অর্থাৎ সমাপ্ত) করতঃ তাহাকে দেখেন, তাহাই হ'ন, তাহাই আছেন (বা ছিলেন) ॥ ১২

যাং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে।
তয়া মামদ্য মেধয়াগ্নে মেধাবিনং কুরু স্বাহা॥ ১৪

যে-মেধাকে দেবগণ ও পিতৃগণ উপাসনা করেন, সেই মেধা দ্বারা আমাকে আজ হে অগ্নি! মেধাবী কর—স্বাহা (অর্থাৎ সুষ্ঠু হুত হোক্)॥ ১৪

মেধাং মে বরুণো দদাতু মেধামগ্নিঃ প্রজাপতিঃ।
মেধামিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মেধাং ধাতা দদাতু মে স্বাহা॥ ১৫

মেধা আমাকে বরুণ দান করুন্, মেধা অগ্নি প্রজাপতি (দান করুন্), মেধা ইন্দ্র এবং বায়ুও (দান করুন্), মেধা ধাতা (অর্থাৎ বিধাতা) দান করুন্ আমাকে—স্বাহা॥ ১৫

ইদং মে ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে শ্রিয়মশ্নুতাম্।
ময়ি দেবা দধতু শ্রিয়মুত্তমাং তস্যৈ তে স্বাহা॥ ১৬

এই আমার ব্রহ্ম (অর্থাৎ জ্ঞান বা ব্রাহ্মণ) এবং ক্ষত্রও (অর্থাৎ বলও বা ক্ষত্রিয়ও) উভয়ে শ্রী (অর্থাৎ সমৃদ্ধি) লাভ করুক্। আমাতে দেবগণ আধান করুন্ উত্তমা শ্রীকে। সেই তোমার (অর্থাৎ শ্রীর) প্রতি স্বাহা (অর্থাৎ এই শোভন আহুতি)॥ ১৬

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো

নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ।

হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা

দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥ ৪৩

কৃষ্ণ রজসের (অর্থাৎ রাত্রির) সহিত আবর্তমান (অর্থাৎ আবর্তিত হইয়া), নিবিষ্ট বা স্থাপিত করিয়া অমৃত ও মর্ত্যকে (অর্থাৎ দেবগণকে ও মনুষ্যগণকে), হিরণ্ময় রথের দ্বারা সবিতা দেবতা আগমন করেন ভুবনসমূহকে দেখিতে দেখিতে ॥ ৪৩

বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে

যে অন্তরিক্ষে য উপ দ্যবিষ্ঠ।

যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা

আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্॥ ৫৩

নিখিল দেবগণ শোনো এই আহ্বান আমার, যাহারা (আছ) অন্তরিক্ষে, যাহারা সমীপে দ্যুলোকে অবস্থিত, যাহারা অগ্নিজিহ্বা (অর্থাৎ বহ্নিমুখ) এবং (যাহারা) যজনীয়—আসীন হইয়া এই বর্হিষে (অর্থাৎ কুশঘাসে বা যজ্ঞে) আনন্দ কর (বা তৃপ্ত হও) ॥ ৫৩

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং
তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরংগমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং
তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ১

যাহা জাগ্রত (পুরুষের) দূরে উদ্‌গমন করে, (যাহা) দেবসম্বন্ধী (অর্থাৎ দিব্য বা দ্যুতিমান্), তাহাই আবার স্বপ্নের তেমনি (নিকটে) আগমন করে, দূরগামী, জ্যোতির জ্যোতি একমাত্র, সেই আমার মন শান্তসঙ্কল্প হোক্ ॥ ১

যেন কর্মাণ্যপসো মনীষিণো
যজ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ।
যদপূর্বং যক্ষমন্তঃ প্রজানাং
তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ২

যাহার দ্বারা কর্মসমূহ, কর্মী মনীষিগণ যজ্ঞে করিয়া থাকেন, জ্ঞানসমূহে ধীরগণ, যাহা অপূর্ব, যক্ষ (অর্থাৎ পূজ্য বা যজনীয়), অন্তরে প্রাণিগণের—সেই আমার মন শান্তসংকল্প হোক্ ॥ ২

যৎ প্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ
যজ্জ্যোতিরন্তরমৃতং প্রজাসু।
যস্মান্ন ঋতে কিঞ্চন কর্ম ক্রিয়তে
তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৩

যাহা প্রকৃষ্ট জ্ঞান এবং চেতনা ও ধৃতি (বা ধৈর্য), যাহা জ্যোতি অন্তরে অমৃত (অর্থাৎ অবিনাশী) প্রাণিবর্গেতে, যাহাকে ছাড়া কোনো কর্ম করা যায় না—সেই আমার মন শান্তসংকল্প হোক্ ॥ ৩

যেনেদং ভূতং ভবনং ভবিষ্যৎ

পরিগৃহীতমমৃতেন সর্বম্।

৮ ন যজ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা

তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৪

যাহার দ্বারা এই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সর্বতোভাবে গৃহীত অমৃতের দ্বারা সব, যাহার দ্বারা যজ্ঞ বিস্তারিত হয় সপ্ত হোতা (-যুক্ত);—সেই আমার মন শান্তসংকল্প হোক্ ॥ ৪

যস্মিন্নৃচঃ সাম যজূংষি যস্মিন্

প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ।

যস্মিংশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং

ন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৫

যাহাতে ঋক্‌সমূহ, সাম, যজুঃসমূহ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত রথনাভিতে অরসমূহের মত, যাহাতে চিত্ত (অর্থাৎ জ্ঞান)-সকল অনুস্যূত প্রাণিগণের—সেই আমার মন শান্তসঙ্কল্প হোক্ ॥ ৫

সুষারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যা-

ন্নেনীয়তেঽভীশুভির্বাজিন ইব।

হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং

তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৬

সু-সারথি অশ্বসমূহকে যেমন (পরিচালিত করে তেমনি) যাহা মনুষ্যগণকে নয়ন (অর্থাৎ পরিচালন) করে, প্রগ্রহের (অর্থাৎ লাগামের) দ্বারা অশ্বসমূহের মত (নিয়ন্ত্রণ করে), হৃদয়ে যাহা প্রতিষ্ঠিত, যাহা জরারহিত, অতিবেগবান্—সেই আমার মন শান্তসংকল্প হোক্ ॥ ৬

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

শং বাতঃ শং হি তে ঘৃণিঃ
শং তে ভবন্ত্বিষ্টকাঃ।
শং তে ভবন্ত্বগ্নয়ঃ পার্থিবাসে
মা ত্বাভিশূশুচন্ ॥ ৮

কল্যাণকর হোক্ বায়ু, কল্যাণকর হোক্ তোমার সূর্যকিরণ, কল্যাণকর তোমার হোক্ ইষ্টকসমূহ, কল্যাণকর তোমার হোক্ অগ্নিগণ পৃথিবীসম্ভূত, না তোমাকে সন্তপ্ত করুক ॥ ৮

কল্পন্তাং তে দিশস্তুভ্যমাপঃ
শিবতমাস্তুভ্যং ভবন্তু সিন্ধবঃ।
অন্তরিক্ষং শিবং তুভ্যং
কল্পন্তাং তে দিশঃ সর্বাঃ ॥ ৯

সম্পাদিত হোক্ (কল্যাণময়রূপে) তোমার প্রতি দিক্‌সমূহ, তোমার প্রতি অপ্‌সমূহ কল্যাণতম (হোক্), তোমার প্রতি হোক্ সিন্ধুসকল (কল্যাণতম), অন্তরিক্ষ কল্যাণময় তোমার প্রতি, সম্পাদিত হোক্ তোমার প্রতি দিক্‌সমূহ সমস্ত (কল্যাণময়রূপে) ॥ ৯

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনো যজুঃ প্রপদ্যে সাম প্রাণং প্রপদ্যে চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে। বাগোজঃ সহৌজো ময়ি প্রাণাপানৌ ॥ ১

ঋক্‌রূপ বাকে প্রপন্ন হই, মনোরূপ যজুতে প্রপন্ন হই, প্রাণরূপ সামে প্রপন্ন হই, চক্ষুতে, শ্রোত্রে প্রপন্ন হই। বাক্, ওজস্, একত্র হইয়া ওজস্, আমাতে প্রাণ ও অপান (একত্র অবস্থিত) ॥ ১

যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য মনসো বাতিতৃণ্ণং বৃহস্পতির্মে তদ্দধাতু। শং নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ ॥ ২

যা কিছু আমার ছিদ্র (অর্থাৎ ত্রুটি বা ন্যূনতা) চক্ষুর, হৃদয়ের, মনের বা বিশেষভাবে হিংসিত (অর্থাৎ বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত), বৃহস্পতি আমার তাহা ধারণ (অর্থাৎ পূরণ) করুন। কল্যাণময় আমাদের প্রতি হোন্ ভুবনের যিনি পতি ॥ ২

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ
শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ
শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥ ৯

কল্যাণকর আমাদের মিত্র, কল্যাণকর বরুণ, কল্যাণকর আমাদের হোন্ অর্যমা। কল্যাণকর আমাদের ইন্দ্র, বৃহস্পতি, কল্যাণকর আমাদের বিষ্ণু বিস্তীর্ণ যাঁহার ক্রম (অর্থাৎ পাদবিক্ষেপ) ॥ ৯

শং নো বাতঃ পবতাং
শং নস্তপতু সূর্যঃ।
শং নঃ কনিক্রদদ্দেবঃ
পর্জন্যো অভিবর্ষতু॥ ১০

কল্যাণকর আমাদের বায়ু প্রবাহিত হোক্, কল্যাণকর আমাদের তাপ দিন্ সূর্য, কল্যাণকর আমাদের গর্জন করতঃ দেব পর্জন্য অভিবর্ষণ করুন্॥ ১০

অহানি শং ভবন্তু নঃ শং রাত্রীঃ প্রতিধীয়তাম্।
শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা।
শং ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শং যোঃ॥ ১১

দিনগুলি কল্যাণকর হোক্ আমাদের, কল্যাণকর রাত্রিগুলি প্রতিবিধান করুন্, কল্যাণকর আমাদের ইন্দ্র ও অগ্নি হোন্ রক্ষণসহিত, কল্যাণকর আমাদের ইন্দ্র ও বরুণ দত্তহবি (যাঁহাদের উদ্দেশ্যে), কল্যাণকর আমাদের ইন্দ্র ও পূষন্ অন্নদানে, কল্যাণকর ইন্দ্র ও সোম সাধুগমনের নিমিত্ত বা সুপ্রসবের নিমিত্ত, কল্যাণময় হোক্ (যোগ বা প্রশমনরূপ) পৃথক্করণ (অর্থাৎ বিয়োগ বা বিবেক অর্থাৎ সৃষ্টিধারা)॥ ১১

শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভিস্রবন্তু নঃ॥ ১২

কল্যাণময়ী আমাদের দেবী (অর্থাৎ দ্যুতিময়ী) অভিষেকের (অর্থাৎ স্নানের) জন্য অপ্ সমূহ হোন্ (এবং) পানের জন্য। কল্যাণময় সৃষ্টিধারা প্রবাহিত করুন্ আমাদের প্রতি॥ ১২

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি॥ ১৭

দ্যুলোক শান্তি, অন্তরিক্ষ শান্তি, পৃথিবী শান্তি, অপ্ সমূহ শান্তি, ওষধিসমূহ শান্তি, বনস্পতিসমূহ শান্তি, নিখিল দেবগণ শান্তি, ব্রহ্ম শান্তি, সমস্ত শান্তি, শান্তিই শান্তি, সেই শান্তি আমার প্রতি হোক্॥ ১৭

চত্বারিংশ অধ্যায়

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিংচ জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥ ১

ঈশের দ্বারা আবাসনীয় (অর্থাৎ নিবাসনীয় বা আচ্ছাদনীয়) এই সব যাহা কিছুই পৃথিবীতে জঙ্গম (অর্থাৎ চঞ্চল, নশ্বর)। (সেই) তাহাকে ত্যক্তের দ্বারা (অর্থাৎ পরিত্যক্ত অহং-মমতা দ্বারা) ভোগ কর, না করিও আকাংক্ষা (বা কামনা)। কাহার ধন ? (অর্থাৎ কাহারও নহে) ॥ ১

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২

করিয়াই এখানে কর্মসমূহ বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে শত বৎসর। এইরূপ তোমাতে (অর্থাৎ তোমার পক্ষে) না অন্যথা ইহা হইতে আছে, না কর্ম লিপ্ত হয় মানুষে ॥ ২

অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ ।
তাংস্তে প্রেত্যাপিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩

অসুরসম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ সেই লোকসমূহ অন্ধ (অর্থাৎ ঘোর অজ্ঞান) তমসার দ্বারা আবৃত। সেই সব (লোকে) তাহারা মৃত হইয়া গমন করে (বা প্রাপ্ত হয়) যাহারা কেহ আত্মঘাতী জন ॥ ৩

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪

অকম্পিত (অর্থাৎ নিশ্চল), এক, মন অপেক্ষাও বেগবান্, না ইহাকে দেবগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (যেহেতু) পূর্বেই গিয়াছিলেন, তাহা ধাবমান অন্য সকলকে অতিক্রম করেন অবস্থিত থাকিয়া, তাঁহাতে অপ্ সমূহকে (অর্থাৎ কর্মসমূহকে) বায়ু (অর্থাৎ প্রাণ) আধান করেন ॥ ৪

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫

তাহা কম্পিত হয় (অর্থাৎ চলমান), তাহা না কম্পিত হয় (অর্থাৎ অচল), তাহা দূরে, তাহা আবার নিকটে, তাহা অন্তরে সকলের, তাহা আবার সকলের ইহার বাহিরে ॥ ৫

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্নেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিচিকিৎসতি ॥ ৬

যিনি কিন্তু সমস্ত ভূতবর্গকে আত্মরূপেই দেখেন এবং সর্বভূতে আত্মাকে (দেখেন), তাহা হইতে (অর্থাৎ সেই দর্শনের জন্য) না সংশয় করেন (অর্থাৎ সংশয়মুক্ত হ'ন) ॥ ৬

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭

যাঁহাতে সমস্ত ভূতবর্গ আত্মাই হইয়া যায় বিশেষরূপে জানার (অর্থাৎ অনুভবের) দরুণ, সেখানে কী মোহ, কী শোক একত্বকে অনু(-ক্ষণ) দেখার ফলে ? ॥ ৭

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮

তিনি (অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী) সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হ'ন শুদ্ধ, অশরীর, অক্ষত, স্নায়ুহীন, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধকে (অর্থাৎ এই সব লক্ষণযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপকে)। (এই উপলব্ধির ফলে সেই ব্রহ্মজ্ঞ) ক্রান্তদর্শী, মনীষী, সর্বভূ, স্বয়ম্ভূ (হইয়া) যথাযথভাবে অর্থসমূহকে (অর্থাৎ বিষয়সমূহকে) বিধান করেন অনন্ত কালের জন্য ॥ ৮

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ ৯

অন্ধ তমসায় প্রবেশ করে যাহারা অসম্ভূতিকে উপাসনা করে, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর যেন তাহারা অন্ধকারে (প্রবেশ করে) যাহারা আবার সম্ভূতিতে রত ॥ ৯

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০

অন্যই বলেন সম্ভব (অর্থাৎ সম্ভূতি) হইতে (ফল লাভ হয়), অন্য বলেন অসম্ভব (অর্থাৎ অসম্ভূতি) হইতে—এইরূপ শুনি ধীরগণের (কথা) যাঁহারা আমাদের তাহা বলেন (বা ব্যাখ্যা করেন) ॥ ১০

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১১

সম্ভূতিকে এবং বিনাশকেও (অর্থাৎ অসম্ভূতিকেও), যে তাহা জানে উভয়কে একত্র, বিনাশের দ্বারা মৃত্যুকে তরণ করিয়া সম্ভূতির দ্বারা অমৃতকে লাভ করে ॥ ১১

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ১২

অন্ধ তমসায় প্রবেশ করে যাহারা অবিদ্যাকে উপাসনা করে, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর যেন তাহারা তমসায় (প্রবিষ্ট হয়) যাহারা আবার বিদ্যায় রত (বা অভিনিবিষ্ট) ॥ ১২

অন্যদেবাহুর্বিদ্যায়া অন্যদাহুরবিদ্যায়াঃ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩

অন্যই বলেন বিদ্যার (ফল), অন্যই বলেন অবিদ্যার (ফল)—এইরূপ শুনি ধীরগণের (কথা) যাঁহারা আমাদের তাহা বলেন ॥ ১৩

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥ ১৪

বিদ্যা এবং অবিদ্যাকেও যে তাহা জানে উভয়কে একত্র, অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে তরণ করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃতকে লাভ করে ॥ ১৪

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর ক্লিবে স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৫

বায়ু (অর্থাৎ প্রাণবায়ু) অনিলকে অমৃতকে (প্রাপ্ত হোক), অনন্তর এই শরীর ভস্মাবসান (হোক্)। ওঁ (অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ) হে ক্রতু! (সংকল্পরূপী মন বা যজ্ঞ) স্মরণ কর, ক্লৃপ্তের (অর্থাৎ সম্পাদিত লোকের) জন্য স্মরণ কর, কৃত (কর্মকে) স্মরণ কর ॥ ১৫

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ১৬

(ঋগ্বেদ ১.১৮৯)

* * * * * *

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
যোঽসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽসাবহম্ ॥ ১৭

হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের আচ্ছাদিত মুখ। যিনি ঐ আদিত্যে পুরুষ, তিনিই ঐ আমি ॥ ১৭

কৃষ্ণযজুর্বেদ

তৈত্তিরীয় সংহিতা

প্রথম কাণ্ড

দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্, তে দেবা বিজয়মুপযন্তোঽগ্নৌ বামং বসু সং ন্যদধতেদমু নো ভবিষ্যতি যদি নো জেষ্যন্তীতি, তদগ্নির্ন্যকাময়ত তেনাপাক্রামৎ তদ্দেবা বিজিত্যাবরুরুৎসমানা অন্বায়ন্, তদস্য সহসাঽদিৎসন্ত, সোঽরোদীদ্ যদরোদীৎ তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্…॥১।৫।১

দেব ও অসুরগণ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সেই দেবগণ বিজয় লাভ করিয়া অগ্নিতে (যুদ্ধে বিজিত) কাম্য ধন সম্যক্‌রূপে নিধান করিলেন,'ইহা আমাদের হইবে যদি আমাদের জয় করে' এই (ভাবিয়া)। তাহা (সেই ধন) অগ্নি কামনা করিলেন, তাহা লইয়া অপক্রান্ত হইলেন (অর্থাৎ পলায়ন করিলেন)। তাহা (অর্থাৎ সেই ধন) দেবগণ জয় করিয়া অবরুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া (সেই অগ্নির) পশ্চাৎ (পশ্চাৎ) গমন করিলেন। তাহা ইহার (অর্থাৎ অগ্নির নিকট হইতে) বলপূর্বক আদান (অর্থাৎ গ্রহণ) করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি (অর্থাৎ অগ্নি) রোদন করিলেন। যেহেতু রোদন করিলেন, তাহাই রুদ্রের রুদ্রত্ব ॥ ১।৫।১

মম নাম প্রথমং জাতবেদঃ পিতা মাতা চ দধতুর্যদগ্রে।
তত্ত্বং বিভৃহি পুনরা মদৈতোস্তবাহং নাম বিভরাণ্যগ্নে॥
মম নাম তব চ জাতবেদো বাসসী ইব বিবসানৌ যে চরাবঃ।
আয়ুষে ত্বং জীবসে বয়ং যথাযথং বি পরি দধাবহৈ পুনস্তে॥
নমোঽগ্নয়েঽপ্রতিবিদ্ধায় নমোঽনাধৃষ্টায় নমঃ সম্রাজে।
অষাঢোঽগ্নির্বৃহদ্বয়া বিশ্বজিৎ সহন্ত্যঃ শ্রেষ্ঠো গন্ধর্বঃ॥ ১।৫।১০

আমার নাম প্রথমে, হে জাতবেদস্! পিতা মাতা রাখিয়াছেন যাহা আগে, তাহা তুমি গ্রহণ কর পুনরায় আমার আগমন (অর্থাৎ সমাবর্তন) পর্যন্ত। তোমার নাম আমি ধারণ করি, হে অগ্নি! আমার নাম, তোমারও (নাম) হে জাতবেদস্! বাসের (অর্থাৎ বস্ত্রের) মত বিপরীতভাবে (অর্থাৎ বদলাইয়া) ধারণ করতঃ বিচরণ করিব। আয়ুর জন্য তুমি, জীবনের জন্য আমরা যথাযথভাবে বিপরীতক্রমে ধারণ করিব আবার। নমস্কার অগ্নির প্রতি, অপ্রতিহতের প্রতি, নমস্কার অধর্ষিতের (অর্থাৎ অনভিভূতের) প্রতি, নমস্কার সম্যক্ দীপ্যমানের প্রতি। অসহনীয় অগ্নি, প্রভূত অন্নশালী, বিশ্বজয়ী, সহনশীল, শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব ॥ ১০

তৃতীয় কাণ্ড

অগ্নে তেজস্বিন্ তেজস্বী ত্বং দেবেষু ভূয়াস্তেজস্বন্তং মামায়ুষ্মন্তং বর্চস্বন্তং মনুষ্যেষু কুরু দীক্ষায়ৈ চ ত্বা তপসশ্চ তেজসে জুহোমি তেজোবিদসি তেজো মা মা হাসীন্ মাঽহং তেজো হাসিষং মা মাং তেজো হাসীদিন্দ্রৌজস্বিন্নোজস্বী ত্বং দেবেষু ভূয়া ওজস্বন্তং মামায়ুষ্মন্তং বর্চস্বন্তং মনুষ্যেষু কুরু ব্রহ্মণশ্চ ত্বা ক্ষত্রস্য চৌজসে জুহোম্যোজোবিদস্যোজো মা মা হাসীন্ মাঽহমোজো হাসিষং মা মামোজো হাসীৎ সূর্য ভ্রাজস্বী ত্বং দেবেষু ভূয়া ভ্রাজস্বন্তং মামায়ুষ্মন্তং বর্চস্বন্তং মনুষ্যেষু কুরু বায়োশ্চ ত্বাঽপাং চ ভ্রাজসে জুহোমি সুবর্বিদসি সুবর্মা মা হাসীন্ মাহং সুবর্হাসিষং মা মাং সুবর্হাসীন্ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময্যগ্নিস্তেজো দধাতু ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ীন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ি সূর্যো ভ্রাজো দধাতু ॥ ৩।৩।১

হে অগ্নি! তেজস্বিন্! তেজস্বী তুমি দেবগণের মধ্যে হও, তেজস্বী আমাকে আয়ুষ্মান্ দীপ্তিমান্ মনুষ্যগণের মধ্যে কর। দীক্ষার জন্যও তোমাকে তপস্যার তেজের জন্য আহুতি দিই, তেজোবিৎ হও (তুমি), তেজ যেন আমাকে না ত্যাগ করে, আমি তেজকে যেন ত্যাগ না করি, না আমাকে যেন তেজ ত্যাগ করে। হে ইন্দ্র! ওজস্বিন্! ওজস্বী তুমি দেবগণের মধ্যে হও, ওজস্বান্ আমাকে আয়ুষ্মান্ বর্চস্বান্ মনুষ্যগণের মধ্যে কর। ব্রাহ্মণের এবং ক্ষত্রিয়েরও ওজসের জন্য তোমাকে আহুতি দিই, ওজোবিৎ তুমি, ওজস্ আমাকে যেন ত্যাগ না করে, না আমি যেন ওজস্‌কে ত্যাগ করি, না আমাকে যেন ওজস্ ত্যাগ করে। হে সূর্য! ভ্রাজস্বিন্! ভ্রাজস্বী তুমি দেবগণের মধ্যে হও, ভ্রাজস্বান্ আমাকে আয়ুষ্মান্, বর্চস্বান্ মনুষ্যগণের মধ্যে কর। বায়ুর এবং অপ্‌সমূহেরও ভ্রাজসের জন্য তোমাকে আহুতি দিই, স্বর্গবিৎ তুমি, স্বর্গ যেন আমাকে ত্যাগ না করে, আমি যেন স্বর্গকে ত্যাগ না করি, না আমাকে স্বর্গ ত্যাগ করে। আমাতে মেধা, আমাতে প্রজা, আমাতে অগ্নি তেজ আধান করুন্। আমাতে মেধা, আমাতে প্রজা, আমাতে ইন্দ্র ইন্দ্রিয়কে আধান করুন্। আমাতে মেধা, আমাতে প্রজা, আমাতে সূর্য ভ্রাজস্ আধান করুন্ ॥ ১

প্রজাপতির্দেবাসুরানসৃজত তদনু যজ্ঞোঽসৃজ্যত যজ্ঞং ছন্দাংসি তে বিষ্বঞ্চো ব্যক্রামন্‌ৎসোঽসুরানমু যজ্ঞোঽপাক্রামদ্‌যজ্ঞং ছন্দাংসি তে দেবা অমন্যন্তামী বা ইদমভূবন্ যদ্বয়ং স্ম ইতি তে প্রজাপতিমুপা-ধাবন্‌ৎ সোঽব্রবীৎ প্রজাপতিশ্ছন্দসাং বীর্যমাদায় তদ্বঃ প্র দাস্যামীতি স ছন্দসাং বীর্যমাদায় তদেভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ তদনু ছন্দাংস্যপাক্রামন্ ছন্দাংসি যজ্ঞস্ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা… ॥ ৩।৩।৭

প্রজাপতি দেবাসুরগণকে সৃষ্টি করিলেন, তদনন্তর (তাঁহা দ্বারা) যজ্ঞ সৃষ্ট হইল, যজ্ঞের (অনন্তর) ছন্দঃসমূহ (সৃষ্ট হইল)। (অনৈক্যের দরুণ) তাঁহারা (অর্থাৎ দেবগণ) ইতস্ততঃ বিবিধভাবে গমন করিলেন। সেই যজ্ঞ অসুরগণকে অনুসরণ করতঃ (দেবগণের নিকট হইতে) অপক্রান্ত হইলেন। যজ্ঞকে (অনুসরণ করতঃ) ছন্দঃসমূহ (অপক্রান্ত হইল)। সেই দেবগণ মনে করিলেন 'ইহারা (অর্থাৎ অসুরেরা) এই হইয়াছে যাহা আমরা ছিলাম'—এই (ভাবিয়া)

তাঁহারা প্রজাপতির সন্নিকটে গমন করিলেন। সেই প্রজাপতি বলিলেন, 'ছন্দঃসমূহের বীর্যকে গ্রহণ করিয়া তাহা তোমাদের দিব,' এই (বলিয়া) তিনি ছন্দঃসমূহের বীর্যকে গ্রহণ করিয়া তাহা ইঁহাদের প্রদান করিলেন। তাহাকে (অর্থাৎ ছন্দোবীর্যকে) অনুসরণ করতঃ ছন্দঃসমূহ (অসুরগণের নিকট হইতে) অপক্রান্ত হইল। ছন্দঃসমূহকে (অনুসরণ করতঃ) যজ্ঞ, তদনন্তর দেবগণ হইলেন (বিজয়ী), পরাভূত অসুরগণ ॥ ৭

অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ স মাঽবত্বিন্দ্রো জ্যেষ্ঠানাং যমঃ পৃথিব্যা বায়ুরন্তরিক্ষস্য সূর্যো দিবশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণো মিত্রঃ সত্যানাং বরুণোঽপাং সমুদ্রঃ স্রোত্যানামন্নং সাম্রাজ্যানামধিপতি তন্মাঽবতু সোম ওষধীনাং সবিতা প্রসবানাং রুদ্রঃ পশূনাং ত্বষ্টা রূপাণাং বিষ্ণুঃ পর্বতানাং মরুতো গণানামধিপতয়স্তে মাঽবন্তু পিতরঃ পিতামহাঃ পরেঽবরে ততাস্ততামহা ইহ মাঽবত। অস্মিন্ ব্রহ্মন্নস্মিন্ ক্ষত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মন্নস্যাং দেবহূত্যাম্ ॥ ৩।৪।৫

অগ্নি ভূতগণের অধিপতি, তিনি আমাকে রক্ষা করুন্, ইন্দ্র জ্যেষ্ঠগণের, যম পৃথিবীর, বায়ু অন্তরিক্ষের, সূর্য দ্যুলোকের, চন্দ্র নক্ষত্রগণের, বৃহস্পতি ব্রহ্মের (অর্থাৎ বাকের), মিত্র সত্যসমূহের, বরুণ জলসমূহের, সমুদ্র স্রোতস্বতীদের, অন্ন সাম্রাজ্যসমূহের অধিপতি, তিনি আমাকে রক্ষা করুন্। সোম ওষধি-সমূহের, সবিতা প্রসবসমূহের (অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থ বা অনুজ্ঞাসমূহের), রুদ্র পশুগণের, ত্বষ্টা রূপসমূহের, বিষ্ণু পর্বতসমূহের, মরুদ্গণ গণদেবতাসমূহের অধিপতি, তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন্। পিতৃগণ, পিতামহগণ, উর্ধ্বস্থ, নিম্নস্থ, ততগণ, ততামহগণ (অর্থাৎ পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ) এখানে (বা এখন) আমাকে রক্ষা করুন্। এই ব্রহ্মেতে (অর্থাৎ বাকে বা জ্ঞানে, বা ব্রাহ্মণে), এই বলে (অথবা ক্ষত্রিয়ে), এই কামনায় এই অগ্রবর্তী হওয়াতে, এই কর্মেতে, এই দেবাহ্বানে ॥ ৫

সামবেদ

আগ্নেয় পর্ব

প্রথম সাম

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ১

হে অগ্নি! আগমন কর, (যজ্ঞভাগ) ভক্ষণের জন্য, স্তূয়মান (হইয়া) হব্য দানের নিমিত্ত। হোতা (অর্থাৎ দেবগণের আহ্বানকর্তা হইয়া) নিষণ্ণ (অর্থাৎ আসীন) হও বর্হিষে (অর্থাৎ আস্তীর্ণ কুশে) ॥ ১

ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ।
দেবেভির্মানুষে জনে ॥ ২

তুমি হে অগ্নি! যজ্ঞসমূহের হোতা সকলের (জন্য) স্থাপিত দেবগণ কর্তৃক মনুষ্য জনের (অর্থাৎ যজমানের) প্রতি ॥ ২

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্।
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥ ৩

অগ্নিকে দূতকে বরণ করি হোতাকে নিখিলবেত্তাকে, এই যজ্ঞের শোভন-কর্মাকে (বা জ্ঞানশালীকে) ॥ ৩

অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্ দ্রবিণস্যুর্বিপন্যয়া।
সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ ॥ ৪

অগ্নি বৃত্রসমূহকে (অর্থাৎ আবরণকারী অন্ধকার বা রাক্ষসগণকে) বিশেষভাবে বিনাশ করুন, সম্পদ্‌কামী, স্তুতি দ্বারা সন্দীপিত, শুদ্ধ (বা উজ্জ্বল), আহুত (যে-অগ্নি) ॥ ৪

শ্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্।
অগ্নে রথং ন বেদ্যম্॥ ৫

প্রিয়তমকে তোমাকে অতিথিকে স্তুতি করি, (যে-তুমি) বন্ধুর মত প্রিয়, হে অগ্নি! রথের মত জ্ঞাতব্যকে (বা সম্পদের নিমিত্তকে)॥ ৫

ত্বং নো অগ্নে মহোভিঃ পাহি বিশ্বস্যা অরাতেঃ।
উত দ্বিষো মর্ত্যস্য॥ ৬

তুমি আমাদের হে অগ্নি! তেজঃসমূহের দ্বারা পালন কর নিখিল শত্রু হইতে এবং দ্বেষকারী মানুষের (নিকট হইতে)॥ ৬

এহ্যূষু ব্রবাণি তেঽগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ।
এভির্বর্ধাস ইন্দুভিঃ॥ ৭

এস, সুন্দরভাবে বলিব তোমার উদ্দেশ্যে, হে অগ্নি! এইরূপে অন্য বাণীও (অর্থাৎ স্তুতিও)। এই সকলের দ্বারা বর্ধিত হও সোমসমূহের দ্বারা॥ ৭

আ তে বৎসো মনো যমৎ পরমাচ্চিৎ সধস্থাৎ।
অগ্নে ত্বাং কাময়ে গিরা॥ ৮

সর্বতোভাবে তোমার বৎস মনকে নিয়ন্ত্রণ করুক্ পরম স্থান (অর্থাৎ দ্যুলোক) হইতে। হে অগ্নি! তোমাকে কামনা করি বাণী (বা স্তুতি) দ্বারা॥ ৮

ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত।
মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ॥ ৯

তোমাকে হে অগ্নি! পুষ্কর হইতে অথর্বা নির্মথন করিয়াছিলেন মূর্ধা বা (শিরোদেশ) হইতে, সকলের বাহক হইতে॥ ৯

অগ্নে বিবস্বদাভরাস্মভ্যমূতয়ে মহে।
দেবো সি নো দৃশে ॥ ১০

হে অগ্নি! জ্যোতির্ময় (রূপে) সর্বতোভাবে পুরিত কর আমাদের মহারক্ষার জন্য। দ্যুতিমান্ সত্যই তুমি আমাদের দৃষ্টিতে (বা দর্শনের জন্য) ॥ ১০

*　　　*　　　*　　　*

আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্।
পরো যদিধ্যতে দিবি ॥ ২০

অনন্তরই পুরাতন (অর্থাৎ চিরন্তন) বীজের (অর্থাৎ মূল কারণের) জ্যোতিকে দেখেন অনুক্ষণ, (অথবা যে-জ্যোতি নিখিল আচ্ছাদক সেই জ্যোতিকে), যাহা সমিদ্ধ (অর্থাৎ দীপ্ত) দ্যুলোকের উপর ॥ ২০

অগ্নে রক্ষা ণো অংহসঃ প্রতিস্ম দেবরিষতঃ।
তপিষ্ঠৈরজরো দহ ॥ ২৪

হে অগ্নি! রক্ষা কর আমাদের পাপ হইতে। হে দ্যুতিমান্! হিংসাকারীদের অত্যন্ত তাপযুক্ত (তেজঃসমূহের) দ্বারা, হে অজর! দগ্ধ কর ॥ ২৪

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইবেৎ সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ॥ ৭৯

অরণিদ্বয়ের মধ্যে নিহিত জাতবেদস্ (অর্থাৎ অগ্নি), গর্ভের মত সুষ্ঠুভাবে বিধৃত গর্ভিণীগণের দ্বারা। দিনে দিনে স্তবনীয় জাগরূক হবিষ্মান্ মনুষ্যগণ কর্তৃক অগ্নি ॥ ৭৯

ঐন্দ্র পর্ব

ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরিবাধো জহী মৃধঃ।
বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ১৩৪

ভিন্ন (অর্থাৎ বিদীর্ণ) কর নিখিল শত্রুগণকে, সর্বতোভাবে বাধক সংগ্রাম-সমূহকে জয় কর, সম্পদ্ স্পৃহনীয়কে, তাহাকে আহরণ কর ॥ ১৩৪

অহমিদ্ধি পিতুষ্পরি মেধামৃতস্য জগ্রহ।
অহং সূর্য ইবাজনি ॥ ১৫২

আমিই নিশ্চিত পিতার সত্যের মেধাকে পরিগ্রহ করিয়াছি, আমি সূর্যের মত (জ্যোতিষ্মান্‌রূপে) প্রাদুর্ভূত হইয়াছি ॥ ১৫২

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে।
জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১৬০

শোভনরূপকারীকে (আমাদের) পালনের (অর্থাৎ রক্ষার) জন্য, শোভন-দোহনশীলা (গাভীকে) যেমন গোদোহনের জন্য (আহ্বান করে, তেমনি) আহ্বান করি, দিনে দিনে ॥ ১৬০

ভদ্রং ভদ্রং ন আ ভরেষমূর্জং শতক্রতো।
যদিন্দ্র মৃড়য়াসি নঃ ॥ ১৭৩

মঙ্গলকে, মঙ্গলকে আমাদের প্রতি সর্বতোভাবে ভরণ কর, অন্নকে, বলকে, হে শতক্রতু! যদি (বা যেহেতু) হে ইন্দ্র! সুখী কর আমাদের ॥ ১৭৩

ইন্দ্র ক্রতুন্ন আভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষাণো অস্মিন্ পুরুহূত যামনি
জীবা জ্যোতিরশীমহি ॥ ২৫৯

হে ইন্দ্র! জ্ঞানকে (বা কর্মকে) আমাদের সর্বতোভাবে ভরণ কর, পিতা পুত্রগণের প্রতি যেমন (তেমনি) শিক্ষা দাও আমাদের এই যজ্ঞে, হে বহু-আহূত! জীব আমরা (অর্থাৎ জীবন্ত থাকিয়াই) যেন জ্যোতিকে ভোগ করি (অর্থাৎ লাভ করি) ॥ ২৫৯

যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি।
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতয়ে বি দ্বিষো বি মৃধো জহি ॥ ২৭৪

যাহা হইতে, হে ইন্দ্র! (আমরা) ভয় পাই, তাহা হইতে আমাদের অভয় (অর্থাৎ ভয়মুক্ত) কর। হে মঘবন্! সমর্থ আছ (অর্থাৎ পারো তুমি), তোমার সেই আমাদের পালনের বা (রক্ষণের) জন্য বিশেষরূপে দ্বেষকারীকে, বিশেষরূপে হিংসাকারীকে বিনাশ কর ॥ ২৭৪

বিশ্বতোদাবন্ বিশ্বতো ন আ ভর।
যৎ ত্বা শবিষ্ঠমীমহে ॥ ৪৩৭

হে সর্বতোদানশীল! সর্বতোভাবে আমাদের ভরিত কর, যেহেতু তোমাকে বলিষ্ঠতমকে যাচনা করি ॥ ৪৩৭

পবমান পর্ব

বৃষা পবস্ব ধারয়া মরুত্বতে চ মৎসরঃ ।
বিশ্বা দধান ওজসা ॥ ৪৬৯

(হে সোম !) বর্ষণকারী ক্ষরিত হও ধারায় মরুত্বানের (অর্থাৎ ইন্দ্রের) প্রতি মদকারী(রূপে), নিখিলকে ধারণ করতঃ ওজসের দ্বারা ॥ ৪৬৯

ইন্দ্রায় ইন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ ।
অর্কস্য যো'নং আসদৎ ॥ ৪৭২

ইন্দ্রের প্রতি, হে ইন্দু ! মরুত্বানের প্রতি ক্ষরিত হও সুমিষ্টতম(রূপে), অর্কের (অর্থাৎ অর্চনীয়ের, যজ্ঞের বা সূর্যের) যোনিকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ॥ ৪৭২

পবস্বেন্দো বৃষা সুতঃ কৃধী নো যশসো জনে ।
বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥ ৪৭৯

ক্ষরিত হও, হে ইন্দু ! বর্ষণকারী, অভিযুত (অর্থাৎ নিষ্কাসিতরস) হইয়া। কর আমাদের যশস্বী জনে (অর্থাৎ জনপদে বা মনুষ্যের মধ্যে)। সমস্ত শত্রুগণকে বিনাশ কর ॥ ৪৭৯

পবমানো অজীজনদ্দিবশ্চিত্রং ন তন্যতুম্ ।
জ্যোতির্বৈশ্বানরং বৃহৎ ॥ ৪৮৪

পবমান (সোম) সৃষ্টি করিয়াছেন দ্যুলোকের বিচিত্র অশনির মত বৈশ্বানর বৃহৎ জ্যোতিকে ॥ ৪৮৪

অয়া পবস্ব ধারয়া যয়া সূর্যমরোচয়ঃ।
হিন্বানো মানুষীরপঃ ॥ ৪৯৩

সেই ধারায় ক্ষরিত হও যাহার দ্বারা সূর্যকে দীপ্তিমান্ করিয়াছ, পবিত্র করতঃ মর্ত্য অপ্ সমূহকে (অর্থাৎ প্রাণপ্রবাহকে) ॥ ৪৯৩

আ পবস্ব সহস্রিণং রয়িং সোম সুবীর্যম্।
অস্মে শ্রবাংসি ধারয় ॥ ৫০১

সর্বতোভাবে ক্ষরিত হও সহস্র (অর্থাৎ অজস্র) সম্পদের প্রতি, হে সোম! শোভন বীর্যের প্রতি। আমাদের মধ্যে কীর্তিসমূহ (বা অন্নসমূহ) ধারণ (অর্থাৎ স্থাপন) কর ॥ ৫০১

পুনানঃ সোম জাগৃবিঃ অব্যা বারৈঃ পরি প্রিয়ঃ।
ত্বং বিপ্রো অভবো অঙ্গিরস্তম মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষ ণঃ ॥ ৫১৯

পবিত্র করতঃ (বা ক্ষরিত হইয়া) হে সোম! জাগরূক, মেষলোমের দ্বারা পরি (-ক্ষরিত হও) প্রিয়। তুমি বিপ্র (অর্থাৎ জ্ঞানী বা মেধাবী) হইয়াছ, হে অঙ্গিরশ্রেষ্ঠ! মধু দ্বারা যজ্ঞকে অভিষিঞ্চিত কর আমাদের ॥ ৫১৯

মহৎ তৎ সোমো মহিষঃ চকার অপাং যৎ গর্ভো অবৃণীত দেবান্।
অদধাৎ ইন্দ্রে পবমান ওজঃ অজনয়ৎ সূর্যে জ্যোতিঃ ইন্দুঃ ॥ ৫৪২

মহৎ সেই (কর্ম) সোম পুজনীয় করিয়াছেন, অপ্ সমূহের যাহা গর্ভ (অর্থাৎ সোম) বরণ করিয়াছেন দেবগণকে, আধান করিয়াছেন ইন্দ্রে (সেই) পবমান (সোম) ওজস্, উৎপাদন করিয়াছেন সূর্যে জ্যোতি (সেই) ইন্দু (বা সোম) ॥ ৫৪২

ত্রিঃ অস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রিরে সত্যামাশিরং পরমে ব্যোমনি।
চত্বার্যন্যা ভুবনানি নির্ণিজে চারূণি চক্রে যদ্ ঋতৈঃ অবর্ধত ॥ ৫৬০

তিন, ইহার (অর্থাৎ সোমের) জন্য, সাতটি ধেনু দোহন করিয়াছিল সত্যকে (অর্থাৎ যথার্থ) আশ্রয়স্বরূপকে পরম ব্যোমে। চারটি অপর ভুবন প্রকাশের

(বা শোধনের) জন্য সুন্দর করিয়াছিলেন, যাহা ঋতসমূহের (বা যজ্ঞসমূহের) দ্বারা বর্ধিত হইয়াছিল ॥ ৫৭০

পরি কোশং মধুশ্চুতং সোমঃ পুনানো অর্ষতি।
অভি বাণীঃ ঋষীণাং সপ্ত অনূষত ॥ ৫৭৭

পরি (অর্থাৎ লক্ষ্য করিয়া) কোশকে মধুস্রাবিকে সোম ক্ষরিত হইয়া গমন করে। অভি (অর্থাৎ অভিমুখে বা লক্ষ্য করিয়া সেই সোমকে) বাণী ঋষিগণের সাতটি (বা সপ্তছন্দোযুক্ত) স্তুতি করে ॥ ৫৭৭

এতমু ত্যং মদচ্যুতং সহস্রধারং বৃষভং দিবোদুহম্।
বিশ্বা বসূনি বিভ্রতম্ ॥ ৫৮১

ইহাকেই (এই সোমকেই) সেই মদস্রাবিকে, সহস্রধারাযুক্তকে, বর্ষণকারীকে দ্যুলোক হইতে দোহন করিয়াছিলেন, নিখিল সম্পদ্ ধারণকারীকে (সেই সোমকে) ॥ ৫৮১

আরণ্যক পর্ব

উৎ উত্তমং বরুণ পাশম্ অস্মৎ অব অধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
অথ আদিত্য ব্রতে বয়ং তব অনাগসো অদিতয়ে স্যাম॥ ৫৮৯

উৎ (অর্থাৎ উর্ধ্বদিকে) উত্তম (অর্থাৎ উর্ধ্বাঙ্গে অবস্থিত), হে বরুণ! পাশকে আমাদের নিকট হইতে, অব (অর্থাৎ অধোদিকে) অধমকে (অর্থাৎ নিম্নদেশে অবস্থিত পাশকে), বি (অর্থাৎ বিশেষভাবে) মধ্যমকে (অর্থাৎ মধ্যদেশে অবস্থিত পাশকে) শিথিল কর। অনন্তর হে আদিত্য! ব্রতে আমরা তোমার অপরাধশূন্য (হইয়া) অখণ্ডনের (অর্থাৎ পূর্ণতার) জন্য যেন হই॥ ৫৮৯

অহম্ অস্মি প্রথমজা ঋতস্য পূর্বম্ দেবেভ্যো অমৃতস্য নাম।
যো মা দদাতি স ইৎ এবম্ আবৎ
অহম্ অন্নম্ অন্নম্ অদন্তম্ অদ্মি॥ ৫৯৪

আমি (অর্থাৎ অন্ন) হই প্রথমজাত ঋতের অমৃতের, পূর্বে দেবগণ হইতে যথার্থই। যে আমাকে (অর্থাৎ অন্নকে) দান করে সে-ই এইরূপে রক্ষা করে (সর্বপ্রাণীকে)। আমি অন্ন অন্নভক্ষণকারীকে (অর্থাৎ অন্যকে না দিয়া শুধু নিজেই যে খায়, তাহাকে) ভক্ষণ করি (অর্থাৎ বিনাশ করি)॥ ৫৯৪

ময়ি বর্চো অথো যশোহথো যজ্ঞস্য যৎ পয়ঃ।
পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্দিবি দ্যামিব দৃংহতু॥ ৬০২

আমাতে বর্চস্ এবং যশ এবং যজ্ঞের যে পয় (অর্থাৎ হবি বা দুগ্ধ) পরমলোকে অবস্থিত প্রজাপতি দ্যুলোকে দ্যুতির মত (ঐ সকল আমাতে) বর্ধিত করুন্॥ ৬০২

বিশ্বে দেবা মম শৃণবন্তু যজ্ঞম্ উভে রোদসী অপান্নপাৎ চ মন্ম।
মা বো বচাংসি পরিচক্ষ্যাণি বোচং সুম্নেষু ইৎ বঃ অন্তমা মদেম॥ ৬১০

নিখিল দেবগণ আমার শুনুন্ যজ্ঞকে, উভয় রোদসী (অর্থাৎ দ্যুলোক-পৃথিবী), অপাং নপাৎও (অর্থাৎ অগ্নি) মননীয়কে (সেই যজ্ঞকে)। না তোমাদের বচনসমূহকে পরিবর্জনীয়কে যেন বলি, সুখসমূহেই তোমাদের অন্তিকতম (অর্থাৎ সন্নিহিততম থাকিয়া) যেন আনন্দ করি॥ ৬১০

যশো মা দ্যাবাপৃথিবী যশো মা ইন্দ্রবৃহস্পতী।
যশো ভগস্য বিন্দতু যশো মা প্রতিমুচ্যতাম্।
যশস্ব্যস্যাঃ সংসদো প্রবদিতা স্যাম্॥ ৬১১

যশ আমাকে দ্যুলোক-পৃথিবীর, যশ আমাকে ইন্দ্র-বৃহস্পতির, যশ ভগের (অর্থাৎ আদিত্যের) প্রাপ্ত হোক্। যশ যেন পরিত্যাগ না করে (আমাকে)। যশস্বী এই সংসদের প্রবক্তা যেন হই॥ ৬১১

অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুঃ অমৃতং ম আসন্।
ত্রিধাতুরর্কো রজসো বিমানো অজস্রং জ্যোতিঃ হবিরস্মি সর্বম্॥ ৬১৩

অগ্নি আমি জন্ম হইতেই জাতবেদা (অর্থাৎ জাতবস্তুমাত্রের জ্ঞাতা), ঘৃত (অর্থাৎ দীপ্ত) আমার চক্ষু, অমৃত (অর্থাৎ আহুতিরূপ অন্ন) আমার আস্যে (অর্থাৎ মুখে), ত্রিধাতু (অর্থাৎ ত্রিধা অবস্থিত) অর্ক (অর্থাৎ প্রাণ), অন্তরিক্ষের বিশেষ-পরিমাপকারী (আমি), অজস্র জ্যোতি, হবি আমি সব॥ ৬১৩

যৎ বর্চো হিরণ্যস্য যদ্বা বর্চো গবাম্ উত।
সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চঃ তেন মা সংসৃজামসি॥ ৬২৪

যে বর্চস্ (বা দীপ্তি) হিরণ্যের (অর্থাৎ স্বর্ণের), যে বা দীপ্তি কিরণসমূহেরও, সত্যের (অর্থাৎ সত্যস্বরূপ) ব্রহ্মের যে দীপ্তি তাহা দ্বারা আমাকে সংসৃষ্ট (অর্থাৎ সংযুক্ত) করি॥ ৬২৪

অথর্ববেদ

প্রথম কাণ্ড

মেধাজননম্

যে ত্রিষপ্তাঃ পরিযন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে ॥ ১।১

যে তিন সপ্ত তিনসংখ্যক, সপ্তসংখ্যক বা ত্রিগুণিত সপ্ত (অর্থাৎ একবিংশতি সংখ্যক দেবগণ) পরিক্রমণ করেন নিখিল রূপসমূহ ধারণ করতঃ, বাচস্পতি (অর্থাৎ বৃহস্পতি) বলসমূহ তাঁহাদের শরীরে আজ আধান করুন্ আমার ॥ ১

পুনরেহি বাচস্পতে দেবেন মনসা সহ।
বসোষ্পতে নি রময় ময্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতম্ ॥ ২

পুনরায় আগমন কর হে বাচস্পতি! দ্যোতমান মনের সহিত। হে বসুপতি! নিঃশেষে আনন্দিত কর, আমাতেই থাকুক্ (সম্পদ্), আমাতেই জ্ঞান ॥ ২

ইহৈবাভি বি তনূভে আর্ত্নী ইব জ্যয়া।
বাচস্পতির্নি যচ্ছতু ময্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতম্ ॥ ৩

এখানেই (অর্থাৎ আমাতেই) সর্বতঃ বিশেষভাবে বিস্তৃত কর উভয়কে (অর্থাৎ মেধা ও সম্পদ্‌কে), ধনুর কোটিদ্বয় বা প্রান্তদ্বয়ের মত জ্যা কর্তৃক (বিস্তৃত)। বাচস্পতি নিঃশেষে দান করুন্, আমাতেই থাকুক্, আমাতেই জ্ঞান ॥ ৩

উপহূতো বাচস্পতিরুপাস্মান্ বাচস্পতির্হ্বয়তাম্।
সং শ্রুতেন গমেমহি মা শ্রুতেন বি রাধিষি ॥ ৪

সমীপে আহূত (হইয়াছেন) বাচস্পতি, সমীপে আমাদের বাচস্পতি আহ্বান করুন্ (অর্থাৎ কাছে ডাকিয়া নিন্)। জ্ঞানের সহিত যেন সংগত হই, না জ্ঞানের সহিত বিযুক্ত হই ॥ ৪

অপাং ভেষজম্

শং ন আপো ধন্বন্যাঃ শমু সন্ত্বনূপ্যাঃ।
শং নঃ খনিত্রিমা আপঃ শমু যাঃ কুম্ভ আভৃতাঃ
শিবা নঃ সন্তু বার্ষিকীঃ ॥ ৬।৪

কল্যাণকর আমাদের (হোক্) অপ্ সমূহ, মরুদেশস্থ, কল্যাণকর হোক্ প্রভূত-জলযুক্ত দেশস্থও (অপ্ সমূহ), কল্যাণকর আমাদের খননলব্ধ (অর্থাৎ কূপাদির) জলসমূহ, কল্যাণকর যাহা কুম্ভে (অর্থাৎ কলসাদিতে) আহৃত, কল্যাণকর আমাদের হোক্ বর্ষাসম্ভূত (অপ্ সমূহ) ॥ ৬।৪

বিদ্যুৎ

নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে।
নমস্তে অস্ত্বশ্মনে যেনা দূড়াশে অস্যসি ॥ ১৩।১

নমস্কার তোমার রহুক্ বিদ্যুতের প্রতি, নমস্কার তোমার গর্জনকারীর (অর্থাৎ বজ্রের) প্রতি, নমস্কার তোমার রহুক্ মেঘের প্রতি, যাহার দ্বারা অদাতার প্রতি (অশনি) নিক্ষেপ কর ॥ ১।৩।১

জ্বরনাশনম্

নমঃ শীতায় তক্মনে নমো রূরায় শোচিষে কৃণোমি।
যো অন্যেদ্যুরুভয়দ্যুরভ্যেতি তৃতীয়কায় নমো অস্তু তক্মনে ॥ ২৫।৪

নমস্কার শীত (-কারক) জ্বরের প্রতি, নমস্কার তাপ (-কারক) শোকজনক (জ্বরের প্রতি) করি, যাহা পরের দিন, উভয়দিনই আসে, তৃতীয়ের (অর্থাৎ তৃতীয়দিনে আসে, এইরূপ বিভিন্ন পালাজ্বরের) প্রতি নমস্কার রহুক্ জ্বরের প্রতি ॥ ২৫।৪

রাষ্ট্রবর্ধনম্

অভীবর্তেন মণিনা যেনেন্দ্রো অভিবাবৃধে।
তেনাস্মান্ ব্রহ্মণস্পতেভি রাষ্ট্রায় বর্ধয় ॥ ২৯।১

সর্বতোগমনকারী (অর্থাৎ অপ্রতিহত) মণি দ্বারা, যাহা দ্বারা ইন্দ্র সর্বতোভাবে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা আমাদের, হে ব্রহ্মণস্পতি! রাষ্ট্রের জন্য সর্বতোভাবে বর্ধিত কর ॥ ২৯।১

দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ

যে দেবা দিবি ষ্ঠ যে পৃথিব্যাং যে অন্তরিক্ষ ওষধীষু পশুষপ্স্বন্তঃ।
তে কৃণুত জরসমায়ুরস্মৈ শতমন্যান্ পরি বৃণক্তু মৃত্যুন্ ॥ ৩০।৩

যে দেবগণ দ্যুলোকে আছেন, যাঁহারা পৃথিবীতে, যাঁহারা অন্তরিক্ষে, ওষধিসমূহে, পশুগণে, অপ্‌সমূহে (আছেন), তাঁহারা করুন্ জরা (পর্যন্ত) আয়ু ইহার জন্য, শত (অর্থাৎ অসংখ্য) অন্যান্য মৃত্যুসমূহতে (অর্থাৎ অপমৃত্যুসমূহকে) পরিবর্জন (অর্থাৎ নিবারণ) করুন্ ॥ ৩০।৩

পাশমোচনম্

স্বস্তি মাত্র উত পিত্রে নো অস্তু স্বস্তি গোভ্যো জগতে পুরুষেভ্যঃ।
বিশ্বং সুভূতং সুবিদত্রং নো অস্তু জ্যোগেব দৃশেম সূর্যম্ ॥ ৩১।৪

কল্যাণ মাতার প্রতি এবং পিতার প্রতি আমাদের হোক্, কল্যাণ গোসমূহের প্রতি, জগতের প্রতি, পুরুষগণের প্রতি (হোক্)। সব (কিছু) শোভনসম্পদ্‌যুক্ত, শোভনজ্ঞানযুক্ত আমাদের হোক্, চিরকালই যেন দেখি সূর্যকে (অর্থাৎ দীর্ঘজীবী হই) ॥ ৩১।৪

আপঃ

হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ যাসু জাতঃ সবিতা যাস্বগ্নিঃ।
যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ শং স্যোনা ভবন্তু॥ ৩৩।১

হিরণ্যবর্ণ, দীপ্তিময়ী, পবিত্রকারিণী, যাহাতে জাত সূর্য, যাহাতে অগ্নি, যাহা অগ্নিকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, শোভনবর্ণা সেই অপ্‌সমূহ আমাদের কল্যাণ ও সুখকারিণী হোন্॥ ৩৩।১

মধুবিদ্যা

ইয়ং বীরুন্মধুজাতা মধুনা ত্বা খনামসি।
মধোরধি প্রজাতাসি সা নো মধুমতস্কৃধি॥ ৩৪।১

এই লতা মধু হইতে জাত, মধু দ্বারা তোমাকে খনন করি, মধু হইতে প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন তুমি, সেই (তুমি) আমাদের মধুমান্ কর॥ ৩৪।১

জিহ্বায়া অগ্রে মধু মে জিহ্বামূলে মধুলকম্।
মমেদহ ক্রতাবসো মম চিত্তমুপায়সি॥ ২

জিহ্বার অগ্রভাগে মধু আমার, জিহ্বার মূলে মধূলক (অর্থাৎ মধুরসবহুল মধূলকবৃক্ষের ফুলের মত মধু)। আমারই কর্মেতে থাক, আমার চিত্ত প্রাপ্ত হও (অর্থাৎ মধুময় কর)॥ ২

মধুমন্মে নিক্রমণং মধুমন্মে পরায়ণম্।
বাচা বদামি মধুমদ্ ভূয়াসং মধুসংদৃশঃ॥ ৩৪।৩

মধুমান্ (হোক্) আমার বহির্গমন, মধুমান্ আমার প্রত্যাগমন, বাক্যের দ্বারা (যাহা) বলিব (তাহা) মধুমান্ (হোক্), হই যেন মধুদৃষ্টি (অথবা হই মধু অন্য) সকলের দৃষ্টিতে)॥ ৩

মধোরস্মি মধুতরো মদুঘান্মধুমত্তরঃ।
মামিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিব॥ ৪

মধু অপেক্ষাও আমি মধুতর, মধুস্রাবি (পদার্থ) হইতেও মধুমত্তর, আমাকেই যেহেতু তুমি (হে মধুলতা!) আশ্রয় করিয়াছ মধুমতী শাখার মত॥ ৪

দ্বিতীয় কাণ্ড

অভয়প্রাপ্তিঃ

যথা দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ ১৫।১

যেমন দ্যুলোক এবং পৃথিবীও না ভীত হয়, না হিংসিত (অর্থাৎ বিনষ্ট) হয়, তেমনি আমার প্রাণ ভীত হইওনা॥ ১৫।১

যথাহশ্চ রাত্রী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ ২

যেমন দিন এবং রাত্রিও না ভীত হয়, না হিংসিত হয়, তেমনি আমার প্রাণ ভীত হইও না॥ ২

যথা সূর্যশ্চ চন্দ্রশ্চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ ৩

যেমন সূর্য এবং চন্দ্রও না ভীত হয়, না হিংসিত হয় তেমনি আমার প্রাণ ভীত হইওনা॥ ৩

যথা ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ ৪

যেমন ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ও না ভীত হয়, না হিংসিত হয় তেমনি আমার প্রাণ ভীত হইওনা॥ ৪

যথা সত্যং চানৃতং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ ৫

যেমন সত্য এবং মিথ্যাও না ভীত হয়, না হিংসিত হয়, তেমনি আমার প্রাণ ভীত হইও না॥ ৫

যথা ভূতং চ ভব্যং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ ৬

যেমন অতীত এবং ভবিষ্যৎও না ভীত হয়, না হিংসিত হয়, তেমনি আমার প্রাণ ভীত হইওনা॥ ৬

সুরক্ষা

প্রাণাপানৌ মৃত্যোর্মা পাতং স্বাহা॥ ১৬।১

হে প্রাণ-অপান! মৃত্যু হইতে আমাকে রক্ষা কর—স্বাহা॥ ১৬।১

দ্যাবাপৃথিবী উপশ্রুত্যা মা পাতং স্বাহা॥ ২

হে দ্যুলোক-পৃথিবী! উপশ্রুতি (অর্থাৎ শ্রবণশক্তি) দ্বারা আমাকে রক্ষা কর—স্বাহা॥ ২

সূর্য চক্ষুষা মা পাহি স্বাহা॥ ৩

হে সূর্য! চক্ষু দ্বারা আমাকে রক্ষা কর—স্বাহা॥ ৩

অগ্নে বৈশ্বানর বিশ্বৈর্মা দেবৈঃ পাহি স্বাহা॥ ৪

হে অগ্নি বৈশ্বানর! নিখিল দেবগণ দ্বারা আমাকে রক্ষা কর—স্বাহা॥ ৪

বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা॥ ৫

হে বিশ্বম্ভর! নিখিল ভরণের (অর্থাৎ পালনের) দ্বারা আমাকে রক্ষা কর—স্বাহা॥ ৫

শত্রুনাশনম্

অগ্নে যত্তে তপস্তেন তং প্রতি তপ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ॥১৯।১

হে অগ্নি! যাহা তোমার তপস্ (অর্থাৎ তাপনশক্তি) তাহা দ্বারা তাহার প্রতি তপ্ত (অর্থাৎ প্রজ্বলিত) হও, যে আমাদের দ্বেষ করে, যাহাকে আমরা দ্বেষ করি ॥ ১৯।১

অগ্নে যত্তে হরস্তেন তং প্রতি হর যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২

হে অগ্নি! যাহা তোমার হরণশক্তি (বা কোপ) তাহা দ্বারা তাহার প্রতি হরণ (অর্থাৎ সংহরণ বা বিনাশ) কর যে·········॥ ২

অগ্নে যত্তেঽর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৩

হে অগ্নি! যাহা তোমার অর্চিস্ (অর্থাৎ শিখা) তাহা দ্বারা তাহার প্রতি দীপ্ত হও, যে·········॥ ৩

অগ্নে যত্তে শোচিস্তেন তং প্রতি শোচ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৪

হে অগ্নি! যাহা তোমার শোচিস্ (অর্থাৎ দীপ্তি বা শোকজনন শক্তি) তাহা দ্বারা তাহার প্রতি শোক জন্মাও যে·········॥ ৪

অগ্নে যত্তে তেজস্তেন তমতেজসং কুরু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫

হে অগ্নি! যাহা তোমার তেজ তাহা দ্বারা তাহাকে নিস্তেজ (অর্থাৎ তেজোহীন) কর, যে········॥ ৫

তৃতীয় কাণ্ড

রাষ্ট্রধারণম্

আ যাতু মিত্র ঋতুভিঃ কল্পমানঃ সংবেশয়ন্ পৃথিবীমুস্রিয়াভিঃ।
অথাস্মভ্যং বরুণো বায়ুরগ্নির্বৃহদ্রাষ্ট্রং সংবেশ্য দধাতু॥ ৮।১

আগমন করুন্ মিত্র ঋতুগণের দ্বারা সম্পন্ন (অর্থাৎ সংযুক্ত) হইয়া, ব্যাপ্ত করিয়া পৃথিবীকে কিরণসমূহের দ্বারা। অনন্তর আমাদের প্রতি বরুণ, বায়ু, অগ্নি বৃহৎ রাষ্ট্রকে ব্যাপ্ত করতঃ ধারণ করুন্॥ ৮।১

সং বো মনাংসি সং ব্রতা সমাকূতীর্নমামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি॥ ৫

সংনমিত (অর্থাৎ সমভাবাপন্ন) করি তোমাদের মনগুলি, সং(-নমিত করি) ব্রতসমূহকে (অর্থাৎ কর্মসমূহকে), সং(-নমিত করি) আকূতিসমূহকে (অর্থাৎ কামনাগুলিকে)। ঐ যে (তোমরা) বি-ব্রত (অর্থাৎ বিরুদ্ধ ব্রত বা কর্মযুক্ত) আছ, সেই তোমাদের সংনমিত করি॥ ৫

অহং গৃভ্ণামি মনসা মনাংসি মম চিত্তমনু চিত্তেভিরেত।
মম বশেষু হৃদয়ানি বঃ কৃণোমি মম যাতমনুবর্ত্মান এত॥ ৬

আমি গ্রহণ করি (আমার) মন দ্বারা (তোমাদের) মনগুলি, আমার চিত্তকে অনুসরণ করতঃ চিত্তসমূহ লইয়া এস, আমার বশে হৃদয়গুলি তোমাদের করি, আমার গমনকে অনুগমন করতঃ এস॥ ৬

বাণিজ্যম্

ইন্দ্রমহং বণিজং চোদয়ামি স ন ঐতু পুরএতা নো অস্তু।
নুদন্নরাতিং পরিপন্থিনং মৃগং স ঈশানো ধনদা অস্তু মহ্যম্॥ ১৫।১

ইন্দ্রকে আমি বণিক্‌কে প্রেরণ করি, তিনি আমাদের (নিকটে) আসুন, অগ্রগামী আমাদের হোন্, অপনোদন (অর্থাৎ বিদূরিত) করতঃ শত্রুকে, পরিপন্থীকে (অর্থাৎ বিঘ্নকারীকে), মৃগকে (অর্থাৎ হিংসাকারী পশুকে)। তিনি ঈশান (অর্থাৎ ঈশ্বর বা নিয়ন্তা) ধনদাতা হোন্ আমার প্রতি॥ ১৫।১

যে পন্থানো বহবো দেবযানা অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী সংচরন্তি।
তে মা জুষন্তাং পয়সা ঘৃতেন যথা ক্রীত্বা ধনমাহরাণি॥ ২

যে পথসমূহ বহু দেবযান, মধ্যে দ্যুলোক-পৃথিবীর সঞ্চরণ করে (অর্থাৎ বিদ্যমান), তাহারা আমাকে সেবা করুক্ দুগ্ধের দ্বারা, ঘৃতের দ্বারা, যাহাতে ক্রয় করতঃ ধন আহরণ করিতে পারি॥ ২

যেন ধনেন প্রপণং চরামি ধনেন দেবা ধনমিচ্ছমানঃ।
তস্মিন্ ম ইন্দ্রো রুচিমা দধাতু প্রজাপতিঃ সবিতা সোমো অগ্নিঃ॥ ৬

যে ধনের দ্বারা প্রকৃষ্ট পণ (অর্থাৎ বাণিজ্য) করি ধনের দ্বারা হে দেবগণ! ধনকে ইচ্ছা করিয়া, তাহাতে আমার ইন্দ্র রুচি আধান করুন্, প্রজাপতি, সূর্য, সোম ও অগ্নি (রুচি আধান করুন্)॥ ৬

সাংমনস্যম্

সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যো অন্যমভি হর্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা॥ ৩০।১

সমান হৃদয়যুক্ত, সমান মনোভাব, বিদ্বেষশূন্য করি তোমাদের। এক অপরের প্রতি (অর্থাৎ পরস্পর) অভিমুখীন হইয়া গমন কর, বৎসের (সদ্যো) জাতের প্রতি যেমন গাভী (গমন করে)॥ ১

অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ।
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শন্তিবাম্॥ ২

অনুকূলকর্মা পিতার পুত্র (হোক্), মাতার সহিত হোক্ সমানমনা, জায়া পতির প্রতি মধুমতী বাক্ (অর্থাৎ সুমিষ্ট বচন) বলুক্ কল্যাণকর (বা সুখকর)॥ ২

মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্ মা স্বসারমুত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া॥ ৩

না ভ্রাতা ভ্রাতাকে দ্বেষ করুক্, না ভগিনীকেও ভগিনী। সমানগতি, সমানকর্মা হইয়া বাক্য বলুক্ কল্যাণী (বাকের) দ্বারা॥ ৩

সমানী প্রপা সহ বোঽন্নভাগঃ সমানে যোক্ত্রে সহ বো যুনজ্মি।
সম্যঞ্চোঽগ্নিং সপর্যতারা নাভিমিবাভিতঃ॥ ৬

সমান পানশালা, একত্র তোমাদের অন্নভাগ (হোক্), সমান বন্ধনে একসঙ্গে তোমাদের যুক্ত করি। সম্মিলিত (হইয়া) অগ্নিকে অর্চনা কর, অরসমূহ নাভিতে যেমন সর্বতঃ (একত্র অবস্থিত থাকে তেমনি সম্মিলিতভাবে)॥ ৬

চতুর্থ কাণ্ড

বৃষ্টিঃ

সমুৎপতন্তু প্রদিশো নভস্বতীঃ সমভ্রাণি বাতজূতানি যন্তু।
মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু ॥ ১৫।১

সমুৎপতিত হোক্ (অর্থাৎ ধাইয়া অ.সুক্) দিক্‌সমূহ বায়ুযুক্ত হইয়া, সঙ্গমন করুক্ (অর্থাৎ সম্মিলিত বা সংহত হোক্) মেঘসমূহ বায়ুপ্রেরিত হইয়া, (যেন) বিরাট্ বৃষভের গর্জনকারীর (মত) বায়ুর (অর্থাৎ বায়ুপ্রেরিত মেঘের) শব্দকারী জলসমূহ পৃথিবীকে তর্পিত করুক্ ॥ ১

উদীরয়ত মরুতঃ সমুদ্রতস্ত্বেষো অর্কো নভ উৎ পাতয়াথ।
মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু ॥ ৫

উর্ধ্বে প্রেরিত কর হে মরুদ্‌গণ! সমুদ্র হইতে দ্যুতিমান্ অর্ককে, মেঘকে উর্ধ্বে গমন করাও অনন্তর, মহাবৃষভের……… ॥ ৫

সং বোঽবন্তু সুদানব উৎসা অজগরা উত।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা বর্ষন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৭

সম্যক্‌রূপে তোমাদের রক্ষা করুন্ শোভনদানশীল (মরুদ্‌গণ), উৎসসমূহও অজগর (-সদৃশ)। মরুদ্‌গণের দ্বারা প্রেরিত মেঘসমূহ বর্ষণ করুক্ পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া ॥ ৭

আশামাশাং বি দ্যোততাং বাতা বান্তু দিশোদিশঃ।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ সং যন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৮

দিক্-বিদিক্ উদ্ভাসিত হোক্ (বিদ্যুৎপ্রভায়), বায়ু প্রবাহিত হোক্ দিক্ হইতে দিকে, মরুদ্‌গণ কর্তৃক প্রেরিত মেঘসমূহ সংগমন করুক্ পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া ॥ ৮

মৃত্যুতরণম্

যমোদনং প্রথমজা ঋতস্য প্রজাপতিস্তপসা ব্রহ্মণেঽপচৎ।
যো লোকানাং বিধৃতির্নাভিরেষাত্তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ৩৫।১

যে ওদনকে (অর্থাৎ অন্নকে) প্রথমজাত ঋতের প্রজাপতি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মের জন্য পাক করিয়াছিলেন, যাহা (অর্থাৎ যে-অন্ন) লোকসমূহের বিধারণকারী নাভি (স্বরূপ) ইহাদের, সেই ওদনের দ্বারা অতিতরণ (অর্থাৎ অতিক্রম) করিব মৃত্যুকে ॥ ১

যেনাতরন্ ভূতকৃতোঽতি মৃত্যুং যমন্ববিন্দন্ তপসা শ্রমেণ।
যং পপাচ ব্রহ্মণে ব্রহ্ম পূর্বং তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ২

যাহা দ্বারা অতি-তরণ করিয়াছিলেন ভূতকারিগণ (অর্থাৎ দেবগণ) মৃত্যুকে, যাহাকে লাভ করিয়াছিলেন তপস্যার দ্বারা, শ্রমের দ্বারা, যাহাকে পাক করিয়াছিলেন ব্রহ্মের জন্য ব্রহ্ম প্রথমে (বা প্রথমোৎপন্ন), সেই ওদনের দ্বারা অতিতরণ করিব মৃত্যুকে ॥ ২

যো দাধার পৃথিবীং বিশ্বভোজসং যো অন্তরিক্ষমাপৃণাদ্ রসেন।
যো অস্তভ্নাদ্ দিবমূর্ধ্বো মহিম্না তেনৌদনেনাতিতরাণি মৃত্যুম্ ॥ ৩

যাহা ধারণ করিয়াছিল পৃথিবীকে নিখিলভোগ্যাকে, যাহা অন্তরিক্ষকে আপুরিত করিয়াছিল রসের দ্বারা, যাহা স্তব্ধ করিয়াছিল (অর্থাৎ ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল) দ্যুলোককে উর্ধ্বে (আপন) মহিমা দ্বারা, সেই ওদনের……॥ ৩

যস্মান্মাসা নির্মিতাস্ত্রিংশদরাঃ সংবৎসরো যস্মান্নির্মিতো দ্বাদশারঃ।
অহোরাত্রা যং পরিযন্তো নাপুস্তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ৪

যাহা হইতে মাসসমূহ নির্মিত হইয়াছিল ত্রিশটি অরযুক্ত (অর্থাৎ দিনযুক্ত), সংবৎসর যাহা হইতে নির্মিত (হইয়াছিল) দ্বাদশটি অরযুক্ত (অর্থাৎ মাসযুক্ত), অহোরাত্র যাহাকে পরিক্রমণ করতঃ না প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই ওদনের…॥ ৪

যঃ প্রাণদঃ প্রাণদবান্ বভূব যস্মৈ লোকা ঘৃতবন্তঃ ক্ষরন্তি।
জ্যোতিষ্মতীঃ প্রদিশো যস্য সর্বাস্তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্॥ ৫

যাহা প্রাণদাতা, প্রাণদবান্ হইয়াছিল, যাহার প্রতি লোকসমূহ ঘৃতযুক্ত ক্ষরিত হয়, জ্যোতির্ময় দিক্‌সমূহ যাহার, সেই ওদনের······॥ ৫

যস্মাৎ পক্বাদমৃতং সম্বভূব যো গায়ত্র্যা অধিপতির্বভূব।
যস্মিন্ বেদা নিহিতা বিশ্বরূপাস্তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্॥ ৬

যে পক্ব (অন্ন) হইতে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল, যাহা গায়ত্রীর অধিপতি হইয়াছিল, যাহাতে বেদসমূহ নিহিত সর্বরূপ, সেই ওদনের······॥ ৬

অব বাধে দ্বিষন্তং দেবপীয়ুং সপত্না যে মেঽপ তে ভবন্তু।
ব্রহ্মৌদনং বিশ্বজিতং পচামি শৃণ্বন্তু মে শ্রদ্দধানস্য দেবাঃ॥ ৭

অববাধিত করি দ্বেষকারীকে, দেবঘাতককে। শত্রুগণ যাহারা আমার অপ (-গত) তাহারা হোক্। বিশ্বজয়ী ব্রহ্ম-ওদনকে পাক করিতেছি, শুনুন্ আমার শ্রদ্ধাশীলের (কথা) দেবগণ॥ ৭

ষষ্ঠ কাণ্ড

বর্চস্যম্

সিংহে ব্যাঘ্রে উত বা পৃদাকৌ ত্বিষিরগ্নৌ ব্রাহ্মণে সূর্যে যা।
ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান সা ন ঐতু বর্চসা সংবিদানা॥ ৩৮।১

সিংহে, ব্যাঘ্রে এবং সর্পে (যে) দীপ্তি, অগ্নিতে, ব্রাহ্মণে, সূর্যে যাহা (অর্থাৎ যে-দীপ্তি), ইন্দ্রকে যে দেবী সৌভাগ্যময়ী উৎপাদন করিয়াছিলেন তিনি আমাদের (নিকট) আগমন করুন্ বর্চসের (অর্থাৎ দিব্য তেজের) দ্বারা সম্যক্ জানিয়া (অর্থাৎ উপলব্ধি করাইয়া)॥ ১

অভয়ম্

অভয়ং দ্যাবাপৃথিবী ইহাস্তু নোঽভয়ং সোমঃ সবিতা নঃ কৃণোতু।
অভয়ং নোঽস্তূর্বন্তরিক্ষং সপ্তঋষীণাং চ হবিষাঽভয়ং নো অস্তু॥ ৪০।১

অভয় দ্যুলোক-ভূলোক এখানে হোক্ আমাদের, অভয় সোম সূর্য আমাদের করুন্, অভয় আমাদের হোক্ অন্তরিক্ষ, সপ্ত ঋষিগণেরও হবির দ্বারা অভয় আমাদের হোক্॥ ১

অস্মৈ গ্রামায় প্রদিশশ্চতস্র ঊর্জং সুভূতং স্বস্তি সবিতা নঃ কৃণোতু।
অশত্রিন্দ্রো অভয়ং নঃ কৃণোত্বন্যত্র রাজ্ঞামভি যাতু মন্যুঃ॥ ২

এই গ্রামের প্রতি, দিক্সমূহ চারিটি অন্ন প্রচুর উৎপন্ন (করুন্), মঙ্গল সবিতা আমাদের করুন্, শত্রুহীন ইন্দ্র অভয় আমাদের করুন্, অন্যত্র রাজাদের ক্রোধ (অপরের) অভিমুখে গমন করুক্॥ ২

অনমিত্রং নো অধরাদনমিত্রং ন উত্তরাৎ।
ইন্দ্রানমিত্রং নঃ পশ্চাদনমিত্রং পুরস্কৃধি॥ ৩

শত্রুহীন আমাদের নিম্নে (বা দক্ষিণে), শত্রুহীন আমাদের ঊর্ধ্বে (বা উত্তরে), হে ইন্দ্র! শত্রুহীন আমাদের পশ্চাতে (বা পশ্চিমে), শত্রুহীন সম্মুখে (বা পূর্বে) কর॥ ৩

দ্বাদশ কাণ্ড

ভূমিসূক্তম্

সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু॥ ১২।১

সত্য বৃহৎ, ঋত উগ্র (অর্থাৎ প্রখর), দীক্ষা, তপস্, ব্রহ্ম, যজ্ঞ—(এই সকল) পৃথিবীকে ধারণ করে। সেই (পৃথিবী) আমাদের ভূত ও ভবিষ্যতের পত্নী (অর্থাৎ সহচারিণী), বিস্তীর্ণ লোক পৃথিবী আমাদের করুন্॥ ১

অসংবাধং বধ্যতো মানবানাং যস্যা উদ্বতঃ প্রবতঃ সমং বহু।
নানাবীর্যা ওষধীর্যা বিভর্তি পৃথিবী নঃ প্রথতাং রাধ্যতাং নঃ॥ ২

অবাধ (বিস্তার যাঁহার) বন্ধনযুক্ত মানবগণের (জন্য), যাহার উঁচু, নীচু, সম (-তল) বহু (ভেদ), নানাশক্তিসম্পন্ন ওষধিসমূহ যিনি ধারণ করেন, (সেই) পৃথিবী আমাদের বিস্তীর্ণা হোন্, সমৃদ্ধা হোন্ আমাদের (জন্য)॥ ২

যস্যাং সমুদ্র উত সিন্ধুরাপো যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সংবভূবুঃ।
যস্যামিদং জিন্বতি প্রাণদেজৎ সা নো ভূমিঃ পূর্বপেয়ে দধাতু॥ ৩

যাঁহাতে সমুদ্র এবং সিন্ধু (অর্থাৎ নদী), জলসমূহ, যাঁহাতে অন্ন, কৃষ্টি-(অর্থাৎ কর্ষণকর্ম) সমূহ সম্ভূত হইয়াছিল, যাঁহাতে সঞ্জীবিত হয় এই বহুভাবে প্রাণচঞ্চল (সব কিছু), সেই ভূমি আমাদের পূর্বপানকর্মে আধান করুন্।৩

যস্যাশ্চতস্রঃ প্রদিশঃ পৃথিব্যা যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সংবভূবুঃ।
যা বিভর্তি বহুধা প্রাণদেজৎ সা নো ভূমির্গোষ্বপ্যন্নে দধাতু॥ ৪

যে-পৃথিবীর চারিটি প্রকৃষ্ট (অর্থাৎ প্রধান) দিক্, যাঁহাতে অন্ন কৃষ্টিসমূহ সম্ভূত হইয়াছিল, যিনি ধারণ করেন বহুভাবে প্রাণচঞ্চল (সব কিছুকে), সেই ভূমি আমাদের গোসমূহে এবং অন্নে আধান করুন্॥ ৪

যার্ণবেঽধি সলিলমগ্র আসীদ্ যাং মায়াভিরন্বচরন্ মনীষিণঃ।
যস্যা হৃদয়ং পরমে ব্যোমনৎ সত্যেনাবৃতমমৃতং পৃথিব্যাঃ।
সা নো ভূমিস্ত্বিষিং বলং রাষ্ট্রে দধাতূত্তমে ॥ ৮

যিনি সমুদ্রের উপর সলিল (-রূপে) প্রথমে ছিলেন, যাঁহাকে মায়া (অর্থাৎ প্রজ্ঞা) দ্বারা অন্বেষণ করিয়াছিলেন মনীষিগণ, যাঁহার হৃদয় (অর্থাৎ মর্মস্থল) পরম ব্যোমে সত্যের দ্বারা আবৃত অমৃত পৃথিবীর, সেই ভূমি আমাদের দীপ্তি, বল, রাষ্টে আধান করুন্ উত্তমে ॥ ৮

যস্যামাপঃ পরিচরাঃ সমানীরহোরাত্রে অপ্রমাদং ক্ষরন্তি।
সা নো ভূমির্ভূরিধারা পয়ো দুহামথো উক্ষতু বর্চসা ॥ ৯

যাঁহাতে অপ্ সমূহ সর্বতো বিচরণশীল সমান (-ভাবে) দিনরাত্রি অস্খলিতভাবে ক্ষরিত হয়, সেই ভূরিধারা (অর্থাৎ প্রচুরধারাযুক্ত) ভূমি আমাদের রস দোহন (অর্থাৎ ক্ষরণ) করুন্, অনন্তর অভিষিক্ত করুন্ বর্চসের (অর্থাৎ দীপ্তি) দ্বারা ॥ ৯

যামশ্বিনাবমিমাতাং বিষ্ণুর্যস্যাং বিচক্রমে।
ইন্দ্রো যাং চক্র আত্মনেঽনমিত্রাং শচীপতিঃ।
সা নো ভূমির্বি সৃজতাং মাতা পুত্রায় মে পয়ঃ ॥ ১০

যাঁহাকে অশ্বিদ্বয় পরিমাপ করিয়াছিলেন, বিষ্ণু যাঁহাতে বিক্রমণ (অর্থাৎ বিস্তীর্ণ পদসঞ্চার) করিয়াছিলেন, ইন্দ্র যাঁহাকে করিয়াছিলেন নিজের জন্য শত্রুহীনা, শচীপতি, সেই আমাদের ভূমি বিসর্জন (অর্থাৎ দান) করুন্, মাতা পুত্রের প্রতি, আমাকে রস (বা দুগ্ধ) ॥ ১০

গিরয়স্তে পর্বতা হিমবন্তোঽরণ্যং তে পৃথিবি স্যোনমস্তু।
বভ্রুং কৃষ্ণাং রোহিণীং বিশ্বরূপাং ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীমিন্দ্রগুপ্তাম্।
অজীতোঽহতো অক্ষতোঽধ্যষ্ঠাং পৃথিবীমহম্ ॥ ১১

গিরিসমূহ তোমার, পর্বতসমূহ হিমবান্, অরণ্য তোমার, হে পৃথিবী ! সুখকর হোক্। ধূসর (বর্ণা), কৃষ্ণ (বর্ণা), বিবিধরূপা নিশ্চলা ভূমিতে, ইন্দ্ররক্ষিতা পৃথিবীতে, অজিত, অহত, অক্ষত (-রূপে) অধিষ্ঠিত হই পৃথিবীতে আমি ॥ ১১

ত্বজ্জাতাস্ত্বয়ি চরন্তি মর্ত্যাস্ত্বং বিভর্ষি দ্বিপদস্ত্বং চতুষ্পদঃ।
তবেমে পৃথিবি পঞ্চ মানবা
যেভ্যো জ্যোতিরমৃতং মর্ত্যেভ্য উদ্যন্‌ৎ সূর্যো রশ্মিভিরাতনোতি ॥ ১৫

তোমা হইতে জাত, তোমাতে বিচরণ করে মর্ত্যগণ, তুমি পালন কর দ্বিপদগণকে, তুমি চতুষ্পদ্‌গণকে, তোমার, হে পৃথিবি! এই পঞ্চ মানব (জাতি অর্থাৎ চতুর্বর্ণ ও অন্ত্যজ), যাহাদের প্রতি জ্যোতি, অমৃত, মর্ত্যগণের প্রতি, উদিত হইয়া সূর্য রশ্মিসমূহের দ্বারা বিস্তার করেন ॥ ১৫

অগ্নিবাসাঃ পৃথিব্যসিতজ্ঞূস্ত্বিষীমন্তং সংশিতং মা কৃণোতু ॥ ২১

অগ্নি-আচ্ছাদিতা পৃথিবী অসিতজানু (অর্থাৎ কৃষ্ণজানুযুক্তা), দ্যুতিমান্‌ ও সম্যক্‌ শাণিত আমাকে করুন্‌ ॥ ২১

যস্তে গন্ধঃ পৃথিবি সংবভূব যং বিভ্রত্যোষধয়ো যমাপঃ।
যং গন্ধর্বা অপ্সরসশ্চ ভেজিরে
তেন মা সুরভিং কৃণু মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন ॥ ২৩

যে তোমার গন্ধ, হে পৃথিবি! সঞ্জাত হইয়াছিল, যাহাকে ধারণ করিয়াছে ওষধিসমূহ, যাহাকে অপ্‌সমূহ, যাহাকে গন্ধর্বগণ অপ্সরাগণ আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা আমাকে সুরভিত কর, না আমাদের দ্বেষ করে যেন কেহ ॥ ২৩

যাস্তে প্রাচীঃ প্রদিশো যা উদীচীর্যাস্তে ভূমে অধরাদ্‌ যাশ্চ পশ্চাৎ।
স্যোনাস্তা মহ্যং চরতে ভবন্তু মা নি পপ্তং ভুবনে শিশ্রিয়াণঃ ॥ ৩১

যাহা তোমার প্রাচী (পুর্ব অর্থাৎ সন্মুখস্থ) দিক্‌সমূহ, যাহা উদীচী (অর্থাৎ উর্ধ্বদিক্‌), যাহা তোমার, হে ভূমি! নিম্নে, যাহাও বা পশ্চাতে, সুখকর সে-সকল বিচরণকারী আমার প্রতি হোক্‌, না নিপতিত হই ভুবনে আশ্রিত থাকাকালে ॥ ৩১

গ্রীষ্মস্তে ভূমে বর্ষাণি শরদ্ধেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ।
ঋতবস্তে বিহিতা হায়নীরহোরাত্রে পৃথিবি নো দুহাতাম্॥ ৩৬

গ্রীষ্ম তোমার, হে ভূমি, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির, বসন্ত—ঋতুসমূহ তোমার বিহিত (এইসকল), বর্ষসকল, অহোরাত্র, হে পৃথিবি! আমাদের প্রতি ক্ষরণ করুক্ (অমৃত)॥ ৩৬

যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা ব্যৈলবাঃ।
যুধ্যন্তে যস্যামাক্রন্দো যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ।
সা নো ভূমিঃ প্র ণুদতাং সপত্নানসপত্নং মা পৃথিবী কৃণোতু॥ ৪১

যে ভূমির উপর গান করে, নৃত্য করে মর্ত্যগণ বিভোর হইয়া, যুদ্ধ করে যেখানে, চীৎকার, যেখানে বাজে দুন্দুভি, সেই ভূমি আমাদের বিদূরিত করুন্ শত্রুগণকে, শত্রুহীন আমাকে পৃথিবী করুন্॥ ৪১

ভূমে মাতর্নি ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
সংবিদানা দিবা কবে শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম্॥ ৬৩

হে ভূমি জননি! নিধান (অর্থাৎ স্থাপন) কর আমাকে কল্যাণ (বুদ্ধি) দ্বারা (অর্থাৎ অনুগ্রহ করিয়া) সুপ্রতিষ্ঠিত (রূপে)। সমবোধে দ্যুলোকের সহিত, হে কবি! (অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী) শ্রীতে (অর্থাৎ সম্পদে) আমাকে আধান কর, সমৃদ্ধিতে (স্থাপন কর)॥ ৬৩

ঊনবিংশ কাণ্ড

কালঃ

কালো অশ্বো বহতি সপ্তরশ্মিঃ সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ।
তমা রোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিতস্তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা॥ ৫৩।১

কাল (-রূপী) অশ্ব বহন করিতেছে (অর্থাৎ ছুটিতেছে), সপ্তরশ্মি (অর্থাৎ সাতটি লাগামযুক্ত), সহস্রনয়ন, জরাহীন, প্রভূতশক্তি (-শীল)। তাহাকে আরোহণ (অর্থাৎ অতিক্রম) করেন কবিগণ (অর্থাৎ ক্রান্তদর্শীরা) জ্ঞানীগণ; তাহার চক্রগুলি নিখিল ভুবনসমূহ॥ ১

সপ্ত চক্রান্ বহতি কাল এষ সপ্তাস্য নাভীরমৃতং ন্বক্ষঃ।
স ইমা বিশ্বা ভুবনান্যঞ্জৎ কালঃ স ঈয়তে প্রথমো নু দেবঃ॥ ২

সাতটি চক্রকে বহন করিতেছে এই কাল, সাতটি ইহার নাভি (অর্থাৎ মূল), অমৃত ইহার অক্ষ, সে-ই এই নিখিল ভুবনকে অভিব্যক্ত করিয়াছে, সে-ই কালই গমন করে প্রথম দেবতা॥ ২

পূর্ণঃ কুম্ভোঽধি কাল আহিতস্তং বৈ পশ্যামো বহুধা নু সন্তঃ।
স ইমা বিশ্বা ভুবনানি প্রত্যঙ্ কালং তমাহুঃ পরমে ব্যোমন্॥ ৩

পূর্ণ কুম্ভ (অর্থাৎ পরিপূর্ণ নিখিল সৃষ্টি) কালের উপর স্থাপিত, তাহাকেই (আমরা) দেখি বহুরূপে হইতে, সে-ই এই নিখিল ভুবনের অভিমুখে (অর্থাৎ অন্তরে), কাল তাহাকেই বলে পরম ব্যোমে (যাহা অধিষ্ঠিত)॥ ৩

স এব সং ভুবনান্যাভরৎ স এব সং ভুবনানি পর্যৈৎ।
পিতা সন্নভবৎ পুত্র এষাং তস্মাদ্বৈ নান্যৎ পরমস্তি তেজঃ॥ ৪

সে-ই সম্যক্‌রূপে ভুবনসমূহকে পূর্ণ করিয়াছে, সে-ই সম্যক্‌রূপে ভুবনসমূহকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, পিতা হইয়া (আবার) হইয়াছে পুত্র ইহাদের, তাহা হইতে নিশ্চয়ই নাই অন্য শ্রেষ্ঠ তেজ ॥ ৪

কালোঽমুং দিবমজনয়ৎ কাল ইমাঃ পৃথিবীরুত।
কালে হ ভূতং ভব্যং চেষিতং হ বি তিষ্ঠতে ॥ ৫

কাল ঐ দ্যুলোককে সৃষ্টি করিয়াছে, কাল এই সকল পৃথিবীকেও, কালেই ভূত ভবিষ্যৎ এবং ইষ্ট (অর্থাৎ বর্তমান) বিশেষরূপে অবস্থান করে ॥ ৫

কালো ভূতিমসৃজত কালে তপতি সূর্যঃ।
কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বি পশ্যতি ॥ ৬

কাল ভূতিকে (অর্থাৎ উৎপত্তিকে বা সমৃদ্ধ সৃষ্টিকে, জগৎকে) সৃষ্টি করিয়াছে, কালে তাপ দেয় সূর্য, কালেই নিখিল ভূতগণ, কালে চক্ষু বিশেষরূপে দর্শন করে ॥ ৬

কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাম সমাহিতম্।
কালেন সর্বা নন্দন্ত্যাগতেন প্রজা ইমাঃ ॥ ৭

কালে মন, কালে প্রাণ, কালে নাম (অর্থাৎ বস্তুসমূহের সংজ্ঞা) সম্যক্ আহিত (অর্থাৎ স্থাপিত)। আগত কালের দ্বারাই সকলে আনন্দ করে প্রজা (অর্থাৎ জনগণ) এইসকল ॥ ৭

কালে তপঃ কালে জ্যেষ্ঠং কালে ব্রহ্ম সমাহিতম্।
কালো হ সর্বস্যেশ্বরো যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতেঃ ॥ ৮

কালেই তপস্ (অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি), কালে জ্যেষ্ঠ (অর্থাৎ আদি সৃষ্ট হিরণ্যগর্ভ), কালেই ব্রহ্ম সম্যক্ আহিত। কালই সকলের প্রভু বা নিয়ন্তা, যে (কাল) পিতা (অর্থাৎ জনক) ছিল প্রজাপতির ॥ ৮

**তেনেষিতং তেন জাতং তদু তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্।
কালো হ ব্রহ্ম ভূত্বা বিভর্তি পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ৯**

তাহার দ্বারাই ইচ্ছিত (অর্থাৎ কামিত বা কল্পিত), তাহার দ্বারাই জাত (এই জগৎ), তাহা (অর্থাৎ জগৎ) আমার তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। কালই ব্রহ্ম (-স্বরূপ) হইয়া ভরণ করে পরমেষ্ঠিকে (অর্থাৎ প্রজাপতিকে বা ব্রহ্মাকে) ॥ ৯

**কালঃ প্রজা অসৃজত কালো অগ্রে প্রজাপতিম্।
স্বয়ম্ভূঃ কশ্যপঃ কালাৎ তপঃ কালাদজায়ত ॥ ১০**

কাল প্রজাবর্গকে (অর্থাৎ জনগণকে) সৃষ্টি করিয়াছিল, কাল প্রথমে প্রজাপতিকে (সৃষ্টি করিয়াছিল)। স্বয়ম্ভূ (অর্থাৎ স্বয়ং উদ্ভূত), কশ্যপ (অর্থাৎ নিখিলের দ্রষ্টা) কাল হইতে, তপস্ কাল হইতে জাত হইয়াছিল ॥ ১০

*　　*　　*　　*

**কালাদাপঃ সমভবন্ কালাদ্ব্রহ্ম তপো দিশঃ।
কালেনোদেতি সূর্যঃ কালে নি বিশতে পুনঃ ॥ ৫৪।১**

কাল হইতে অপ্‌সমূহ সমুদ্ভূত হইয়াছিল, কাল হইতে ব্রহ্ম, তপস্, দিক্‌সমূহ। কালের দ্বারা উদিত হয় সূর্য, কালে নিবিষ্ট (অর্থাৎ বিলীন) হয় পুনরায় ॥ ১

**কালেন বাতঃ পবতে কালেন পৃথিবী মহী।
দ্যৌর্মহী কাল আহিতা ॥ ২**

কালের দ্বারা বায়ু প্রবাহিত হয়, কালের দ্বারা পৃথিবী মহী (অর্থাৎ বিস্তীর্ণা হয়), দ্যুলোক মহী (অর্থাৎ বিশাল) কালে আহিত (অর্থাৎ স্থাপিত) ॥ ২

কালো হ ভূতং ভব্যং চ পুত্রো অজনয়ৎ পুরা।
কালাদৃচঃ সমভবন্ যজুঃ কালাদজায়ত ॥ ৩

কালই অতীত এবং ভবিষ্যৎ পুত্রকে সৃষ্টি করিয়াছিল পূর্বে (অর্থাৎ প্রথমে)। কাল হইতে ঋক্‌সমূহ উদ্ভূত হইয়াছিল, যজুঃ কাল হইতে জাত হইয়াছিল ॥ ৩

কালো যজ্ঞং সমৈরয়দ্দেবেভ্যো ভাগমক্ষিতম্।
কালে গন্ধর্বাপ্সরসঃ কালে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪

কাল যজ্ঞকে সম্যক্‌ভাবে চালিত করিয়াছিল, দেবগণের উদ্দেশ্যে অক্ষয় ভাগকে, কালে গন্ধর্ব অপ্সরাগণ, কালে লোকসমূহ প্রতিষ্ঠিত ॥ ৪

ইমং চ লোকং পরমং চ লোকং
পুণ্যাংশ্চ লোকান্ বিধৃতীশ্চ পুণ্যাঃ।
সর্বাঁল্লোকানভিজিত্য ব্রহ্মণা
কালঃ স ঈয়তে পরমো নু দেবঃ ॥ ৫

এই লোককেও, পরম লোককেও, পুণ্য লোকসমূহকে, পুণ্য বিধৃতিসমূহকে, সমস্ত লোককে জয় করিয়া ব্রহ্মের দ্বারা, কালই সে গমন করে পরম দেবতা ॥ ৫

——):০:(—

মন্ত্রনির্ঘণ্ট

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঋ

এ

ও

ক

গ

চ

জ

ত

দ

ন

প

ভ

ম

য

র

ব

শ

স

হ